মুখ্যমন্ত্রী কাল শিলিগুড়িতে যোগ দেবেন পদযাত্রায়

আজকাল

www.aajkaal.in

কলকাতা ১৫ কার্তিক ১৪৩৩ সোমবার ২ নভেম্বর ২০২৬ শহর সংস্করণ* ৫.০০ টাকা ১০ পাতা

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

Extent
এক্সটেন্ট মেডিক্যাল অ্যান্ড সার্জিকাল সেন্টার
24x7-উন্নত পরিষেবায় সাথে আছি পাশে আছি
বড় বাজার, চন্দননগর, হুগলী
(HDFC BANK)-এর পাশে
033-26832115, 6290205359
E-MAIL-info@wwhc.in

‘মতুয়া সমাজকে আর ভাগ করা যাবে না’

দেশকে অস্থির করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে ওরা: মুখ্যমন্ত্রী

নিরুপম সাহা
ঠাকুরনগর, ১ নভেম্বর

‘দেশ ও রাজ্যকে আবার অস্থির করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে ওরা। এর সঙ্গে জুটেছে দিমাগি নকশাল, আরশোলারা।’ রবিবার ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়ি থেকে এই অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই ধরনের প্ররোচনা সৃষ্টির চক্রান্তে যাতে কেউ পা না দেন, তা নিয়ে মতুয়া সমাজ থেকে শুরু করে রাজ্যবাসীকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিলেন তিনি। এদিন ঠাকুরবাড়িতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক গোসাঁই সম্মেলনে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তিনি তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন। বলেন, ‘দীর্ঘ দিন ধরে মতুয়াদের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে তাঁদের স্বার্থে প্রয়োজনীয় কাজ হয়নি। বরং ভোটের রাজনীতিতে এই সম্প্রদায়কে ব্যবহার করা হয়েছে। ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে তৃণমূল আমলে যে বিভাজনের রাজনীতি করা হয়েছে, তা আর করতে দেব না।’ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে মতুয়া সমাজের উন্নয়নের যে উদ্যোগ শুরু হয়েছিল, রাজ্যের বর্তমান সরকার সেই কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। এতদিন মতুয়াদের দীর্ঘ দিনের দাবি ও আবেগকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাই মানুষ গণতান্ত্রিক উপায়ে আগের সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘তৃণমূল সরকারের অত্যাচারে যে মতুয়া অথবা শরণার্থীরা বিনা বিচারে জেলে রয়েছেন, তাঁদের কথা আমাকে জানাবেন। আমি তাঁদের সসম্মানে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে জমির ব্যবস্থা করে সেখানে বাড়ি তৈরি করে দেব।’ মতুয়া সমাজের রাজনৈতিক সমর্থনের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘রাজ্যের প্রায় ৭০টি মতুয়া-অধ্যুষিত বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন। এই সম্প্রদায়ের মানুষ দু’হাত ভরে বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছেন। তাঁদের উন্নয়নের দায়িত্ব সরকারকে যথাযথ ভাবে পালন করতে হবে।’ তাঁর কথায়, ‘স্বাধীনতার পর থেকে একাধিক সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় এলেও মতুয়াদের বহু প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। সেই অসম্পূর্ণ কাজগুলি সম্পন্ন করাই এই সরকারের লক্ষ্য।’

মতুয়াদের বহু প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। সেই অসম্পূর্ণ কাজগুলি সম্পন্ন করাই এই সরকারের লক্ষ্য।

বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে ঠাকুরবাড়ির পঞ্চম পুরুষ মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুরের ভূমিকাও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন শুভেন্দু অধিকারী। বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ঠাকুরনগরের ঠাকুরধামে বিজেপির রাজনৈতিক ভিত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি নিজে থেকেই মমতা ব্যানার্জির মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন, তাঁকে কেউ সরিয়ে দেয়নি।’ এদিন মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজের রাজনৈতিক জীবনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘২০২০ সালে আমিও তৎকালীন মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিলাম। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর ও আমি, দু’জনেই উপলব্ধি করেছিলাম।’ একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, ‘সেই সময় রাজ্যের পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের পরিচিতি ও নিরাপত্তা নিয়ে বড় সঙ্কট তৈরি হতে পারত। মমতা ব্যানার্জিকে না সরালে এ রাজ্য গ্রেটার বাংলাদেশ হয়ে যেত।’

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগের একটি ঘটনার কথাও স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সেই সময় নরেন্দ্র মোদি মতুয়া সমাজের কাছে সমর্থন চেয়েছিলেন এবং পিআর ঠাকুরের ১৯৪৫ সাল থেকে শুরু হওয়া আন্দোলনকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সংসদে আইন আনার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন তিনি। এরপর মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ বিজেপিকে সমর্থন করেন। রানাঘাট, বনগাঁ-সহ রাজ্যের ১৮টি লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির জয়ের পেছনে মতুয়া ভোটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।’ এদিনের সম্মেলনে মতুয়া সমাজের উন্নয়নের জন্য একাধিক পরিকল্পনার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী।

● এরপর ২ পাতায়

চিংড়ি-পিঠেয় মুগ্ধ মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন
ঠাকুরনগর, ১ নভেম্বর

ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে মতুয়া গোসাঁই সম্মেলনে যোগ দিতে এসে ঘরোয়া আতিথেয়তায় মুগ্ধ হলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার দুপুরে ঠাকুরবাড়িতে তাঁর জন্য আয়োজন করা হয়েছিল ঘরোয়া মধ্যাহ্নভোজের। আর সেই খাবারের তালিকায় সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ল ঠাকুরবাড়ির বিশেষ পদ ‘চিংড়ি-পিঠে’। এই অভিনব পদ খেয়ে রীতিমতো প্রশংসায় পঞ্চমুখ মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর আপ্যায়নের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল রবিবার ভোর থেকেই। ভোর ৫টা থেকে ঠাকুরবাড়ির রান্নাঘরে শুরু হয় ব্যস্ততা। রান্নার দায়িত্বে শুধু রাঁধুনিরাই ছিলেন না, নিজেও কাজে নেমে পড়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের স্ত্রী, বাগদার বিধায়ক সোমা ঠাকুর। মুখ্যমন্ত্রীর জন্য নিজের হাতে নানা পদ রান্না করেন তিনি। রবিবারের মধ্যাহ্নভোজের মেনুতে সাদা ভাতের সঙ্গে ছিল উচ্ছে ভাজা, বেগুন ভাজা, সবজি ডাল।

● এরপর ২ পাতায়



মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে বরণ-অভ্যর্থনা মন্দিরের পূজারির। রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর এবং তাঁর বাবা, প্রাক্তন মন্ত্রী মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর। ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে, রবিবার। ছবি: আজকাল

‘এ বছরের মধ্যেই সিএএ শংসাপত্র পাবেন মতুয়ারা’

আজকালের প্রতিবেদন
ঠাকুরনগর, ১ নভেম্বর

মতুয়া সমাজের নাগরিকত্বের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে বড়সড় আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এ বছরের মধ্যেই সিএএ-র আওতায় সমস্ত আবেদনকারীর শুনানি ও আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে তাঁদের হাতে নাগরিকত্বের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করলেন তিনি। শুধু তাই নয়, নাগরিকত্বের শংসাপত্র পাওয়ার পর যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তাঁদের নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মতুয়া গোঁসাই সম্মেলনে যোগ দিয়ে এই খুশির খবর শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী।

সম্মেলনে আগের তৃণমূল সরকার এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে সিএএ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘মমতা ব্যানার্জি ধারাবাহিক ভাবে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করেছেন, এই আইনকে ‘ক্যা ক্যা ছিঃ ছিঃ’ বলে কটাক্ষ করেছেন। অন্য দিকে, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তু মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকা মেনে ইতিমধ্যেই রাজ্য প্রশাসন কাজ শুরু করেছে। নবান্নের সভাগৃহে সমস্ত জেলার জেলাশাসকদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ও কর্মশালা হয়েছে।

● এরপর ৩ পাতায়

রাজনৈতিক হিংসায় হত

পরিবারের একজনকে চাকরি, জারি হল বিজ্ঞপ্তি

আজকালের প্রতিবেদন

রাজনৈতিক হিংসায় নিহতদের পরিবারের একজনকে চাকরি দেবে রাজ্য সরকার। সেই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল। যাঁরা চাকরি পাবেন, তাঁদের যোগ্যতামান কী হবে, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স ইত্যাদি সব বিষয়েই বিস্তারিত বলা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। ২০০১ সালের ১ জানুয়ারি বা তারপর রাজনৈতিক হিংসায় যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের পরিবারের একজন চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন। রাজ্য সরকার রাজনৈতিক হিংসায় নিহতদের জন্য একটি বিশেষ প্রকল্প চালু করেছে। তার আওতায় মৃতের পরিবারের একজনকে গ্রুপ ডি পদে চাকরি দেওয়া হবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা একাধিক বার ঘটার কারণে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই মৃত ব্যক্তিই সেই পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন। তাঁদের আর্থিক সুরাহা এবং পুনর্বাসন দিতেই এই প্রকল্প।

● এরপর ৩ পাতায়

মমতার বাড়ির গেট আরও উঁচু

আজকালের প্রতিবেদন

তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জির কালীঘাটের বাড়ির সামনের লোহার গেটের উচ্চতা বাড়ানো হল। নিরাপত্তার কারণেই এই উচ্চতাবৃদ্ধি। রেলিংও উঁচু করা হয়েছে। বসেছে লোহার ব্যারিকেড। প্রসঙ্গত, গত জুনে তাঁর বাড়ির সামনে ভিউ কাটার বা দৃশ্যরোধী দেওয়াল বসেছিল। এবার ভিউ কাটারের সামনের অংশে লোহার ব্যারিকেড আরও বাড়ানো হল। মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন, ‘মমতা যে উচ্চতার নেত্রী, তাঁর জন্য যথেষ্ট নিরাপত্তা থাকা উচিত। কিন্তু কার্যত কিছুই ছিল না। ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় অনেকেই কটূক্তি করত। আশা করি, এবার এসব বন্ধ হবে।’

৬ মাসেই বাংলা সিনেমা শিল্পের ভোল পাল্টে যাবে, বললেন মিঠুন

আজকালের প্রতিবেদন

বাংলা সিনেমা শিল্পের ভোল ছ’মাসের মধ্যে পাল্টে যাবে। রবিবার টেকনিশিয়ান্স স্টুডিও-য় একথা বলেছেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপদেষ্টা মিঠুন চক্রবর্তী। শনি ও রবিবার ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার আওতাধীন ২৩টি গিল্ডের নতুন সভাপতি বেছে নিতে নির্বাচন হয়। শনিবার ছিল পাঁচটি গিল্ডের নির্বাচন। রবিবার ১১টি গিল্ডের ভোটদান হয়। নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ভাবে হচ্ছে কি না, খতিয়ে দেখতে রবিবারও টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওয় ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপদেষ্টা মিঠুন চক্রবর্তী। এসেছিলেন বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ, রূপা গাঙ্গুলি, পাপিয়া অধিকারী।

রবিবার ভোট হয় সাউন্ড গিল্ড, হেয়ার ড্রেসার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, স্টিল ফটোগ্রাফার, আর্ট ডিরেক্টর, ট্রলি সেটিং টেকনিশিয়ান্স, এডিটর, সিনেমাটোগ্রাফার, কারপেনটার্স এবং জুনিয়র আর্টিস্ট গিল্ডের। সুষ্ঠু ভাবেই দ্বিতীয় পর্বের ভোটগ্রহণ হয়।

এদিন বিভিন্ন গিল্ডের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। বিজয়ীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দিয়েছেন নির্বাচনী আধিকারিক। পরিচালক শৈবাল মিত্র ডিরেক্টর গিল্ডের সভাপতি এবং পরিচালক রিনা চৌধুরী (পরিচালক অঞ্জন চৌধুরীর মেয়ে) সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। টলিপাড়াকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ‘ফেডারেশন ও গিল্ডের নেতৃত্ব নিয়ে তৈরি হওয়া নানা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বদ্ধপরিকর। কারও যাতে কোনও অভিযোগ না থাকে, কেউ যাতে বলতে না পারে ভোট দিতে পারেননি, কোনও রাজনীতির ছাপ যাতে না পড়ে, তার জন্যে আমি এখানে। তদারকি করছি। মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, সেটাই মেনে চলব। যাঁরা জিতবেন, বুঝতে হবে তাঁদের সবাই চান। মনে রাখতে হবে, আগের মতো নোংরামি যাতে না হয়। বার বার বলেছি চিন্তা না করে অপেক্ষা করতে। ভোট সম্পন্ন হলে, আমি সবার সঙ্গে বসব।’ বিরক্তির সুর বিধায়ক পাপিয়া অধিকারীর গলায়।

● এরপর ২ পাতায়

*শর্তাবলী প্রযোজ্য। উপরে উল্লিখিত মূল্য MRP (সমস্ত করসহ)। ছাড় শুধুমাত্র এমআরপি-র ওপর দেওয়া হয়। একাধিক অফার একসাথে করে করা যাবে না। উপরে অফারগুলো শুধুমাত্র একটি ইউনিট কেনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রতিটি যোগ্য কেনাকাটায় সাথে একটি ইউনিট বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। অফারের সুবিধাগুলো (যেমন-বিনামূল্যে পণ্য বা অতিরিক্ত পণ্যের ওপর বিশেষ মূল্য) সংশ্লিষ্ট অফারের শর্ত অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে। ₹13530.00 মূল্যের যে কোনও 1টি Prism Pro 750W মিক্সার গ্রাইন্ডার কিনুন এবং ₹3100.00 মূল্যের 1টি PMC 3.0 Plus Multi Kettle বিনামূল্যে পাবেন। যে কোনও Glass Top Gas Stove (3B/4B) ক্রয়ের ওপর অফার - Vectra, Royale Plus, Svachh Neo এবং Pefect Plus-এর ওপর বৈধ। অফারটি নির্দিষ্ট মডেলের ক্ষেত্রে এবং স্টক থাকা পর্যন্ত প্রযোজ্য। অফারটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু স্টোরে কার্যকর। অফারটি সমগ্র ভারতজুড়ে প্রযোজ্য। বাজারের পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে এই স্কিম বা অফারগুলো পরিবর্তন করা হতে পারে। Prestige® লোগোটি ভারতে TTK Prestige Limited-এর একটি নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক। বিস্তারিত শর্তাবলী জানতে আপনার নিকটস্থ Prestige Exclusive বা ডিলার আউটলেটে যোগাযোগ করুন। অফারটি 1লা অক্টোবর শুরু হবে এবং 15ই নভেম্বর, 2026-এ শেষ হবে। 2026,TRA-এর ব্র্যান্ড ট্রাস্ট রিপোর্ট অনুসারে।

For Franchise Enquiry Please contact Mob-+91-9815049868/ 7003070567/9830345007 ■ For Distributor & Institutional enquiries Call +91-9230335256 / +91-9903504902

Prestige Xclusive

Bhowanipore : 9875500449; **Garia** (Ganguly Bagan):9830338855; **Golpark:**9123083138; **Baranagar-** Sinthi More:9674443444; **Bagbazar:**9339734379; **Sonarpur:**8100042622 ; **Khanna:**9836499012; **Beliaghata** (Phoolbagan): 9830047673; **New Town:** 9804145896; **Baguihati:** 9123301891; **Dum Dum** Nagerbazar:9123301891; **Dum Dum-**Gorabazar:8860561671 **Sodepur:**8697729483; **Khardaha:** 7044436909; **Barrackpore:** 9748384019; **Naihati:**9830125483; **Uttarpara:**9830083101;**Dankuni-Chanditala**:7439668835; **Rishra:**9051678876; **Sreerampur:**7439683125; **Chinsurah** Khadina More 9831442032 **Uluberia:** 9143357882; **Baruipur:** 9830159214; **Haridevpur:** 7980761119; **Habra:** 9836024540; **Barasat** Sethpukur: 7890489699; **Tollygunge** (Ranikuthi More): 9903059011; **Chandannagar Fatakgora:**7044213892; **Sonarpur:**8100042622 **Madhyamgram:**9147323313, **Bongaon**,Nahata- 8918673391, **Habra:** 9836024540, **Dakshineswar** (Near Metro Station-7003139036, **Berhampore :** 6297018384; **Midnapore:** 8348266630 **Bardhaman:** 8373826671; **Asansol:**8240806500; **Narendrapur:**8100042622 **Siliguri** PaniTanki More: 9434007070; **Jaigaon:** 9800072350; **Balurghat:** 8116109940; **Nagrakata:** 9775888737: **Siliguri** Sevoke More:- 8372915345

New Market: Ghosh & Ghosh 9748481111; **Lindsay Street:** Sultan Mahmood 9831064487; **Old China Bazar** Obhoy Churn Coondoo 9836028857; Asiatic Emporium Pvt ltd 9830364551; Kohinoor Light House 08001966049; AP Enterprise 9830785029; Mullick Stores 9831233527; Biswanath Dutta & Co 9062309702; Satcowrie Dass & Bros. 9831063263; Priyanka Kitchen Appliances 8910357239: **Brabourne Road:** Taj Trading Company 9830594811; The Gift Palace 9831111874; Royal Glass House 9831301618; **College Street:** Ashirwad Mega Showroom 9051068124; Sampan 9830634566;**Sealdah:** Shaw Crockery 9339515964; Taraknath Stores 9836509367; **Entally**: The Maharaja Stores 8910110071; **Bagri Market:** R.B. India 9831060840; Janata Stores 9830589015; United Stationers 9831080929; **Chandni Chowk:** Crockery Centre 9163176859; Bharati Crockery 9836032473; Sonar Bangla 9073101132 ,S.K. Dhar & Co 9830375350; Calcutta Bedding Stores 8250320922; **Rashbihari Avenue:** The Bombay Steel 9831205511; The Guin Stores, 09836430789; Basanalaya 9883052197 **Behala:** New Behala Steel House 9836048979; B.B. Enterprise 9038495481; Jashoda Gift Centre 9433403620; Aastha 7596893618; S.K. Enterprise 9038624182; Delight Trading Co. 09836239958, Chandra Enterprise 9432579244, New Trinath Stores 7044785905 **Shibrampur:** Kundu Steel House 9836066523; **DumDum Cantonment:** Saha Variety 9903263366 ; **Gorabazar:** Pressure Cooker Hospital 8583990697; **Nagerbazar:** Dadu Gift Shop 9831823877; Paul Enterprise 8240836965 Lokenath Basanalaya 9163827051 **Baguihati:** Kamala Basanalaya 9836118443; M.G. Electronics 8017622465 Kamala Mega Mart 9830843476;**Phoolbagan:** Proyojani Repairing Centre 9331277931; S. G. Udyog 9903242889; Laxmi Trading 9830502829; Gupta Electronics 9830110028; **Hatibagan Market:** Maa Kali Stores 9830536149; AmarnathGhosh 9804755428 Sangsar 9836021165 **Sovabazar:** MaaKaliServiceCentre 9748602879; **Baranagar:** Soma Variety 9830559559; ; Tania Departmental Stores 7980524252; Falguni Stores 7003852674; **Dunlop:** Kalpataru Departmental Stores 9830854425; **Alambazar**: Lokenath Appliance 09804235014; **Gariahat:** New Luxmi Narayan Bhandar 9830365724; Ganguly Mechanical 9836258569; Gharoa, 7980413196; Potaries Center 9836830516, GP Trading 9830582771, Roxy Basanalaya 9593452834 **Bediadanga Lane:** L.B. Steel 8617754268; **Jadavpur**: Sree Guru Basanalaya 9123056960; **Dum Dum Cantonment(Gora Bazar):** Suman Enterprise 9830908667, Bhandari Store 6291422253; **Belghoria:** Radha Govinda Enterprise 7980039047; Malancha Appliance 9836172304; Maa Manasha Stores 9831707374; **Sodepur:** Prayajoni 9433089644; Anandadhara 9831563367; **Titagarh:**InternationalCrockery 7003264807; **Hridaypur** :ShriramAppliance8777899989;**Madhyamgram:** Annapurna Basanalaya 9239520827; Tulip 8017487610; Barrakpur Maa Light 7003799442; Sabita Appliance 8910916649 **Khardha** Ma Durga Enterprise 8961344176 **Barrackpore** B.R Roy-7605029918 **Basirhat** Shib Shankar Stores 9475215661; Jay Sankar Stores 9732769231; **Barasat:** Arati Electronics 9609905348; Aparna Trading 9748732343 **Habra:** Arati Electronics- 7003017286; Sundaram 7980926507; Star Cycle N Engg 9333711735; **Maslandapur**:Aikyatan9932373899;**Bongaon:** MaaTaraTrading 9733562887;NathStores7501177519;Arati Electronics9732282800; **Birati:**UnitedTraders9836652164;**Narayanpur:** AnjaliTrading 9038658946 **Khidirpur:** Rohit Brothers 7003687975; Ghar Shringar 9830010899; **Budge Budge:** Basanti Stores 9831111409; **Bata More:** Singh Sales 8910381280; **Sakher Bazar:** Lata Stores 9903695992; **Thakurpukur:** Shaw Kitchen Appliances 9748488997; Gift Parlour 7278911739 ;**Naktala:** Rounek Airconditioners Pvt Ltd 9836524001; **Hazra:** Rounek Airconditioners Pvt Ltd 9836524002; **Amtala:** P.C. Saha Emporium 9674385746; **Garia:** Fairdeal International 8017066992; The Radha Krishna Basanalay 9123744006; Suvechcha Gift Centre 9836426761; **Boral:** Bubun Electric 8583942127; **Tollygunge:** Fairdeal International 8017066992; **Kudghat:** New Saha Basanalaya 9830652840; Pradhi Enterprise 9831171759; **Baghajatin:** Sabitri Steel Corner 8902339767; **Jadavpur:** Sree Guru Basanalay 9123056960; Latika Varieties Stores 9836074515; Roy Traders 6289872811; Swarnali Enterprise 9330283006; Shila Variety Stores 9830123757; **Bijoygarh:** New Kalimata Basanalay 8617282595; **Azadgarh:** Lokenath Stores 9874604841; **Santoshpur:** Fairdeal International 8017066992; **Sonarpur:** Sarkar Stores 8777592660; Sathi Stores 9674709855; Design and Decor 9830195657; Fairdeal International 9874975332; **Baruipur:** Fairdeal International 6290557092; New Dutta Variety Stores 9831588207, Kiran Electronics 8240966487; **Howrah Maidan:** Howrah Basanalaya 9830135304;,TRINAYANI -9433855169, Shree Krishna Basanalaya- 9007759116;**Howrah Kadamtala:**Grihasthali 8337091042;**Shibpur:** BIG BOX 9330828434, Kundu Traders- 9830376556, Taraknath Agency- 7003864862;**Ramrajatala:** Ramraja Basanalaya 9836673247;Zoom -9748905244 ,Mobile Hut- 9477727786; **Amta:-** Maa Annapurna Store-8537839334, Kundu Variety Stores-8250119214, Sreedhar Variety Stores- 8293083411, Deyashi Kitchen Appliances- 9434345861; **Chatterjeehat:**- Big Box- 9330828434; **Bally Baazar:-** Annapurna Store- 7278032904; **Belur :-** RPG Electronics- 7003283428, Anuttar Advisory Pvt. Ltd-7686990244;**Andul:-** Nilima Basanalaya- 9874063219, Pappa Sales- 9231682573; **Gangadharpur:-** Pan Uma Enterprise- 8777565554



৩২তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের নতুন লোগো উদ্বোধনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপদেষ্টা মিঠুন চক্রবর্তী। রয়েছেন উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জিৎ, রুদ্রনীল ঘোষ, পাপিয়া অধিকারী, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব সৌমিত্র মোহন। নন্দনে, রবিবার। ছবি: বিপ্লব মৈত্র

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা

সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হবে ৩২তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা। এই প্রথম খোলা আকাশের নীচে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন হবে। রবিবার এ উপলক্ষে নন্দনে সাংবাদিক সম্মেলনে উন্মোচিত হল ৩২তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের নতুন লোগো। লোগোর নতুন ডিজাইন করেছেন চলচ্চিত্র পরিচালক সন্দীপ রায়। এদিন লোগো উন্মোচন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপদেষ্টা মিঠুন চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জিৎ, রুদ্রনীল ঘোষ, পাপিয়া অধিকারী, হিরণ চট্টোপাধ্যায় এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব সৌমিত্র মোহন প্রমুখ। এ বছর চলচ্চিত্র উৎসবের ফোকাস কান্ট্রি আয়ারল্যান্ড। উৎসব চলবে ১৬ থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের নতুন লোগো।

এবারের উদ্বোধনী মঞ্চ তারকাখচিত হতে চলেছে। উপস্থিত থাকবেন দক্ষিণী তারকা রজনীকান্ত, প্রভাস, বলিউডের অভিনেতা অক্ষয় কুমার, সঞ্জয় দত্ত, অনুপম খের, কঙ্গনা রানাওয়াত, পরেশ রাওয়াল, জনি লিভার, অনুরাগ বসু ও মধুর ভাণ্ডারকর। উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় জানালেন, এখানেই শেষ নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকেও অভিনেতা ও শিল্পীরা আসছেন। এই প্রথম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে থাকবে চলচ্চিত্র বাজারও। তাঁর কথায়, 'নানা রকম নতুন ভাবনা রয়েছে চলচ্চিত্র উৎসবকে ঘিরে। আন্তর্জাতিক স্তরের অভিনেতাদের নিয়ে আসার ভাবনাও রয়েছে। সেগুলি ক্রমশ প্রকাশ্য।'

প্রতি বছরই দেশ-বিদেশের নানা ভাষার ছবি নিয়ে চলচ্চিত্রপ্রেমীদের জন্য বিশেষ আয়োজন থাকে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। রাজনৈতিক পালাবদলের পর নতুন সরকারের আমলে এই প্রথম আয়োজিত হতে চলেছে চলচ্চিত্র উৎসব। ফলে এবারের চলচ্চিত্র উৎসব ঘিরে বাড়তি আগ্রহ তৈরি হয়েছে চলচ্চিত্র মহলে। সাংবাদিক সম্মেলনের সঞ্চালনায় ছিলেন হিরণ চট্টোপাধ্যায়।

বাংলা সিনেমা শিল্পের ভোল পাল্টে যাবে

● ১ পাতার পর

এ প্রসঙ্গে মিঠুন জানান, 'পাপিয়ার সঙ্গে কথা না বলে তিনি কোনও মন্তব্য করবেন না। গণতন্ত্রের যুগে সংখ্যাগরিষ্ঠেরা জেতে। সে কার লোক, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। তিনি যদি জিতে আসেন, এর অর্থ মানুষ তাঁকে চাইছেন। আশা করব, যেটা করে এসেছেন, সেটা যেন আবার না করেন। সে রকম কিছু হলে, আমি খুব খারাপ লোক হব।' রূপা গাঙ্গুলি বলেন, 'আমি অ্যাডভাইসরি টিমের সদস্য। মারপিট, গালিগালাজ হচ্ছে কিনা দেখব। কাকে কার সঙ্গে দেখা গেছে, তা দেখে সেভাবে বাদ দেওয়া যায় না। মানুষ যা চায় সেটাই হবে। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বা আর্ট অ্যান্ড কালচার ফর্ম নিরপেক্ষ ভাবে চলবে। ফেডারেশন বা গিল্ডের মাথায় বসে অরাজকতা করার দিন শেষ।'

'পদ্ম'বাজি এবার হটকেক

গৌতম চক্রবর্তী

আসন্ন কালীপুজো ও দীপাবলিতে বাজি বাজারে এখন 'পদ্ম' বাজিই হটকেকের মতো বিক্রি হচ্ছে। রবিবার বারুইপুরের চম্পাহাটির বাজারে গিয়ে দেখা গেল 'পদ্ম'বাজি রয়েছে সব দোকানেই। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেছে। তাই বিজেপির প্রতীক চিহ্নের বাজির চাহিদাও তুঙ্গে। অনেক ক্রেতাই অন্যান্য বাজি কেনার পাশাপাশি 'পদ্ম'বাজিও কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। ফলে বোঝাই যাচ্ছে বাজি বাজারেও 'পদ্ম'তে মজেছেন বাঙালি। তাই ব্যবসায়ীরাও ক্রেতাদের হাতে এই বাজি তুলে দিচ্ছেন। চম্পাহাটি হারাল বাজি বাজার সমিতির তরফেও জানানো হয়েছে এবার বাজি বাজারে ক্রেতাদের মন জয় করেছে পদ্ম বাজি। কিন্তু কী এই বাজি? এই বাজিতে কী রয়েছে? প্রশ্নের উত্তরে বাজি ব্যবসায়ী অর্জুন মণ্ডল বলেন, 'আসলে এই বাজিটি এখানকার তৈরি করা নয়। বাজিটি এসেছে দক্ষিণ ভারতের শিবকাশী থেকে। বিশেষত্ব হল বাজিটিতে আগুন দিলে নানা ধরনের আলোর মাধ্যমে জ্বলে পদ্মের আকার নেবে। তাই সহজেই মানুষের মন জয় করবে। কোম্পানি বাজিটির নাম দিয়েছে 'লোটাস'। আমরা বাংলায় বলছি 'পদ্ম'। ভালই বিক্রি হচ্ছে। মানুষের আগ্রহও রয়েছে। তবে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের হাতের নাগালের বাইরে এই বাজির দাম। যাঁদের টাকা আছে তাঁরা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। কেননা একেকটি পদ্মবাজির দাম হাজার টাকার ওপরে।



চম্পাহাটির বাজারে বিক্রি হচ্ছে সেই পদ্মবাজি। ছবি: প্রতিবেদক

'মুরাসু' এগোচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে

আজকালের প্রতিবেদন

নিম্নচাপ পরিণত হয়েছে ঘূর্ণিঝড় 'মুরাসু'তে। এগোচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলের দিকে। মঙ্গলবার ভোরে এটি আরও শক্তি বাড়িয়ে আছড়ে পড়তে পারে অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর এবং নরসাপুরের মাঝামাঝি এলাকায়। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বাংলায় এর সরাসরি কোনও প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা কম। তবে এর থেকে ছিটকে আসা মেঘে মঙ্গলবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগের ঘূর্ণিঝড়ের ছেড়ে যাওয়া মেঘে আজ, সোমবার কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

রবিবার দক্ষিণবঙ্গের কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হয়। আকাশ ছিল মেঘলা। এর কারণে সারাদিন একটু গুমট ভাব ছিল। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ব্যবধান কমে যাওয়ায় রাতেও ছিল অস্বস্তি।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়টি বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে। এটি ক্রমশ পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। আজ, সোমবার বঙ্গোপসাগরেই এটি পরিণত হবে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে। আরও পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। মঙ্গলবার ভোরে আছড়ে পড়তে পারে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে। তারপর শক্তি হারাতে শুরু করবে। এর প্রভাবে মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা-সহ দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং এবং কোচবিহারে।

মুগ্ধ মুখ্যমন্ত্রী

● ১ পাতার পর

ছিল পমফ্রেট মাছ, চিংড়ির মালাইকারি, মৌরলা মাছের ঝাল, মাটন, দেশি মুরগির ঝোল, চিংড়ি দিয়ে মোচা, চিংড়ির পিঠে, ইলিশ ভাপা এবং ইলিশ ভাজা। এছাড়াও ছিল দই ও মিষ্টি। তবে এত পদের ভিড়েও বিশেষ আকর্ষণ হয়ে ওঠে ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব রান্না চিংড়ি দিয়ে তৈরি পিঠে। সোমা ঠাকুর বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম আমাদের ঠাকুরবাড়িতে এলেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মুখ্যমন্ত্রী কোনও বিশেষ খাবারের পরিবর্তে সাধারণ বাঙালি পরিবারের ঘরোয়া রান্নাই বেশ উপভোগ করেছেন। মাংসের তুলনায় মাছের পদগুলির প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। বিশেষ করে মৌরলা মাছের ঝাল এবং চিংড়ি পিঠে তাঁর মন জয় করেছে।' বাগদার বিধায়কের কথায়, 'খেতে বসার আগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এর আগে পাঁচবার ঠাকুরবাড়িতে এলেও কখনও বসে ভাত খাওয়া হয়নি। ফল, ব্ল্যাক কফি, মিষ্টি ইত্যাদি খেয়েছেন। এবার প্রথমবার রান্না খাওয়ার সুযোগ পেলাম।'



'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর ভাবনায় লোকভবনের শান্তি বন লনে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হল। ১২০০-রও বেশি মানুষের উপস্থিতিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজ্যপাল আরএন রবি। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিশির অধিকারী-সহ ৩২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে শিক্ষা, শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সংস্কৃতি ও সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য সংবর্ধনা জানান রাজ্যপাল।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু সঙ্গীত শিক্ষকের

আজকালের প্রতিবেদন

নিউ টাউনে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল পেশায় সঙ্গীত শিক্ষক এক মোটরবাইক আরোহীর। মৃতের নাম সৌম্যসুন্দর সাহা (৩৯)। তিনি কেষ্টপুর মহিষগোটের বাসিন্দা। তাঁর স্ত্রী এবং এক শিশুকন্যাও রয়েছে। শনিবার রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ইকো পার্ক থানা এলাকার শ্রাচী মোড়ে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শনিবার রাতে নিউ টাউনের রাস্তায় মোটরবাইক চালিয়ে যাচ্ছিলেন সৌম্য। আকাঙ্ক্ষা মোড় থেকে চিনার পার্কের দিকে যাওয়ার সময় শ্রাচী মোড়ের ট্র্যাফিকের সিগন্যাল অমান্য করে দ্রুত গতিতে চারচাকা চালক মোটরবাইকে ধাক্কা মারে। সৌম্য ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন। বাইকটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কর্তব্যরত ট্র্যাফিক কর্মীরা আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে বাগুইআটি ভিআইপি রোড সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা সৌম্যকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, সিসি টিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘাতক গাড়ি ও চালককে আটক করা হয়েছে।

নিউ টাউন



সৌম্যসুন্দর সাহা

জিএসআইয়ের দায়িত্বে দীনেশ ভি গম্ভীর

আজকালের প্রতিবেদন

জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জিএসআই)-র ৫৫তম মহাপরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন দীনেশ ভি গম্ভীর। রবিবার থেকে তিনি এই দায়িত্ব নিলেন। এর আগে তিনি জিএসআইয়ের সেন্ট্রাল রিজিয়নের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ভূতত্ত্ব, খনিজ অনুসন্ধান ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ৩২ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। তিনি ১৯৯৪ সালের ১ জুলাই জিএসআইতে যোগদান করেন।

দীনেশ ভি গম্ভীরের কর্মজীবনে ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ণ, সোনা ও হিরে অনুসন্ধান, খনিজ নিরাপত্তা, বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে ৩৫৯টি জিওলজিক্যাল রিপোর্ট ও ৩৭৭টি জিওলজিক্যাল মেমোরেন্ডাম হস্তান্তরিত হয়েছে। তিনি মনে করেন, আত্মনির্ভর ভারত ও বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্যে দেশের খনিজ নিরাপত্তা, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় জিএসআই আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।



জিএসআইয়ের মহাপরিচালক দীনেশ ভি গম্ভীর।

কলকাতা-শান্তিনিকেতনে ফুটে রয়েছে 'বনলতা', খুঁজছেন শিল্পীরা

সব্যসাচী সরকার

কলকাতা ও শান্তিনিকেতন— এই দুই জায়গায় শিল্পের নতুন ভাষা খুঁজছেন শিল্পীরা। থাকছেন গবেষক ও শিল্পপ্রেমীরা। বেঙ্গল বিয়েনালের উদ্যোগে ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে শিল্প প্রদর্শনী। চলবে ২ জানুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত। এবারের বেঙ্গল বিয়েনালের মূল ভাবনা জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা'। এবারের শিল্পভাবনায় শিল্পীরা তাঁদের মনোজগতের রহস্য উন্মোচিত করছেন। মাটির নীচে থাকা জগৎ, বিস্মৃত ইতিহাস, মানুষের পারস্পরিক নির্ভরতা, প্রতিরোধ এবং যৌথ জীবনযাপনের আলো নিয়েই এবারের শিল্পভাবনার জগৎ। গেমপ্ল্যান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত বেঙ্গল বিনায়েলের দ্বিতীয় সংস্করণের আয়োজক হিসেবে রয়েছেন ফাউন্ডেশনের কর্ণধার জিৎ ও মালবিকা ব্যানার্জি। যৌথ ভাবে রয়েছে কলকাতার সরশুনার শিল্পগোষ্ঠী 'চাঁদের হাট' এবং স্বাধীন কিউরেটর ও গবেষক ঋতিকা বিশ্বাস। বিনায়েল মনে করে, কোনও একটি কেন্দ্রীয় প্রদর্শনীস্থলে শিল্পকে সীমাবদ্ধ রাখা হবে না। কলকাতা ও শান্তিনিকেতন— এই দুই শহরের নানা প্রান্তে থাকা আঞ্চলিক ইতিহাস, পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গেই তৈরি হবে শিল্পের সংলাপ। শান্তিনিকেতনে নন্দন আর্ট মিউজিয়াম অ্যান্ড গ্যালারি (কলাভবন) টোকারুন, শান্তিনিকেতন সোসাইটি অফ ভিজুয়াল আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন, অর্থশীলা, স্কাল্পচার পার্ক, সোমনাথ হোড় স্টুডিও এবং কৃত্তিকা আর্টস স্পেসে এই আয়োজন দেখা যাবে। অন্যদিকে, কলকাতায় আলিপুর মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ভারতীয় যাদুঘর, সিদ্ধি ও মুনি আর্টস স্টুডিওজ (স্টিফেন কোর্ট), ললিতকলা অ্যাকাডেমি-সহ আরও কয়েকটি জায়গায় এই আয়োজন দেখা যাবে।

তরুণ ও নবীন শিল্পীদের জন্য এক উদ্যোগ নিয়েছে বেঙ্গল বিনায়েল। নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের কাজ ও সৃজন ভাবনা সামনে নিয়ে আসার জন্য কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি আয়োজন করবে 'এমার্জিং আর্টিস্টস ওপেন কল'। গেমপ্ল্যান ফাউন্ডেশনের কর্ণধার জিৎ ও মালবিকা ব্যানার্জি-র মতে প্রকৃতি পাঠ নেওয়া খুবই জরুরি। তাঁদের কথায়, 'পৃথিবী যতই মেরুকরণের দিকে যাচ্ছে, আমাদের কাছে জরুরি হয়ে উঠছে প্রকৃতি থেকে সহনশীলতা ও ঘুরে দাঁড়ানোর শিক্ষার উপলব্ধি।' 'বনলতা' আবেগ ও কাব্যিকতাকে সামনে নিয়ে আসার মধ্যে দিয়ে আমরা যে বিভিন্ন সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছি, তারই এক পর্যালোচনা। কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন শিল্পীদের কাজ ছাড়াও যৌথ শিল্পপ্রকল্প, গোষ্ঠী প্রদর্শনী ইত্যাদিরও আয়োজন থাকবে। কলকাতার আধুনিক-সমকালীন শিল্পচর্চা এবং শান্তিনিকেতনের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অপূর্ব বন্ধন দেখতে পাবেন শিল্পরসিকরা।





জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা'র সৃষ্টিরহস্য তুলিতে ফুটিয়ে তুলছেন শিল্পীরা। পাশে, কবির ছবি।

শব্দরঙ্গ-৪৪৭

■	■	১		২	■	৩
■	৪			■		■
■		■	৫			
৬				■	■	■
	■	■	■	৭		৮
৯		১০			■	■
	■		■	১১		■
	■	১২			■	■

পাশাপাশি

১. প্রাণবিশিষ্ট ৪. স্থিতি, হওয়া ৫. তাঁবু ৬. রসের স্বাদ গ্রহণ ৭. নির্বোধ, মূর্খ ৯. অগ্ন্যাশয়ের গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন বিশেষ, যার অভাবে ডায়াবিটিস হয় ১১. জীবন ১২. নিরুপায়, অক্ষম।

উপর-নীচ

১. লোকালয়
২. মেজো, দ্বিতীয়
৩. আজকের দিন পর্যন্ত বা এই সময় পর্যন্ত
৪. আশ্বাস
৬. রান্না ও ভোজন
৭. অক্ষয়
৮. বন, অরণ্য
১০. কলা

সমাধান-৪৪৬

ছ	ন্দ	ক	■	■	বি	চ্ছে	দ
ল	■	র	দ্দি	মা	ল	■	র্প
ছু	■	সে	■	■	■	গু	ণ
তো	লা	বা	জ	■	■	ড্ডি	■
■	লি	■	■	উ	প	চা	র
স	ত্য	■	■	■	ত্রা	■	ঙ্গ
টা	■	ঢ	লা	ঢ	লি	■	ভূ
ন	র্ডি	ক	■	■	কা	য়ে	মি

শুভজ্যোতি রায়

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● **জি বাংলা সোনার**
সকাল ৬-০০ **দাদাঠাকুর,** দুপুর ১-০০ **কমলার বনবাস,** দুপুর ৩-৩০ **প্রাণের চেয়ে প্রিয়,** বিকেল ৫-৩০ **সত্যমিথ্যা,** রাত ৮-৩০ **আশ্রয়,** রাত ১১-০০ **সুলতান দ্য সেভিয়র**

● **কালার্স বাংলা সিনেমা**
সকাল ১০-০০ **ওগো বিদেশিনী,** দুপুর ১-০০ **প্রেমী,** বিকেল ৪-৩০ **বড় বউ,** রাত ৯-৩০ **দেবতা**

● **কালার্স বাংলা**
দুপুর ১২-৩০ **সত্যমেব জয়তে**

● **আকাশ আট**
দুপুর ৩-০৫ **গোলাপি এখন বিলেতে**

● **ডিডি বাংলা**
দুপুর ২-৩০ **কিছু সংলাপ কিছু প্রলাপ**

● **জলসা মুভিজ**



সকাল ৭-৩০ **ষড়রিপু ২,** সকাল ১০-১৫ **কুমারী মা,** দুপুর ১-৩০ **খেলাঘর,** বিকেল ৫-১৫ **শত্রু,** রাত ৯-৩০ **যেখানে ভূতের ভয়**

● **জি সিনেমা**
সকাল ৬-০০ **তুম্বড়,** সকাল ৭-৫০ **বাজিগর,** সকাল ১১-১৫ **বাদশা,** দুপুর ২-৫৫ **ডন ২,** সন্ধে ৬-০০ **করণ অর্জুন,** রাত ৯-১০ **জওয়ান**

জি বাংলা সোনার
প্রধান
সকাল ৯-০০

সোনি ম্যাক্স ২
শক্তি
দুপুর ১২-৪২



বিশেষ অনুষ্ঠান

● **গুড মর্নিং আকাশ**

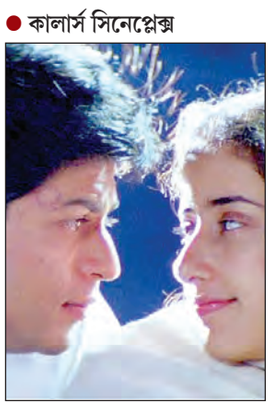




বলিউডের 'বেতাজ বাদশা' শাহরুখ খানের জন্মদিন উপলক্ষে গানে গানে অভিনেতাকে শুভেচ্ছা জানাবেন অনুষ্ঠানের আজকের অতিথিশিল্পী দীপমালা ও দেবজিৎ দত্ত।

আকাশ আট: সকাল ৭-০০

● **কালার্স সিনেপ্লেক্স**



সকাল ৮-৫০ **দিল সে,** সকাল ১১-১৫ **ডিয়ার জিন্দেগী,** দুপুর ২-১৫ **দেবদাস,** সন্ধে ৬-০০ **চেন্নাই এক্সপ্রেস,** রাত ৮-৫০ **ম্যায় হুঁ না**

● **সোনি ম্যাক্স ২**
সকাল ৭-৩৮ **ভাই হো তো অ্যায়সা,** সকাল ১০-০১ **দিল হ্যায় বেতাব,** বিকেল ৪-০০ **শাওয়ান কী ঘটা,** সন্ধে ৭-০৪ **রোজা,** রাত ১০-০০ **কর্পোরেট**

ধারাবাহিক

● **নল-দময়ন্তী**



নলকে মায়াঘরে বন্দি করা নিয়ে নল আর পুষ্করের মধ্যে বচসা বেড়ে যাওয়ায় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা স্থগিত রাখেন মহারাজা বীরসেন। অন্য দিকে, নল ও দময়ন্তীকে পরস্পরের কাছে না আসতে দেওয়ার জন্য দময়ন্তীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেন মহারানি মৈত্রেয়ী। এত বাধা পেরিয়ে কি নল-দময়ন্তীর দাম্পত্য জীবন সুখের হবে?

সান বাংলা: সন্ধে ৭-০০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: সোমবার, ১৬ কার্তিক ১৪৩৩, ইং ২ নভেম্বর ২০২৬, মুং ২১ জমাদিয়ল আউয়ল ১৪৪৮
সূর্যোদয় ঘ ৫।৪৫।১০
সূর্যাস্ত ঘ ৪।৫৫।২৪
তিথি- (আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষ) অষ্টমী দং ১৮।৩৫ দিবা ঘ ১।১১
নক্ষত্র- অশ্লেষা দং ৫৫।৫ রাত্রি ঘ ৩।৪৭

অন্য পঞ্জিকা: সোমবার, ১৫ কার্তিক ১৪৩৩, ইং ২ নভেম্বর ২০২৬, হিজরি ২১ জমাদিয়ল আউয়ল ১৪৪৮

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস : 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল : 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল : 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল : 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল : 2641-5614
আসানসোল কন্ট্রোল : 0341-2250347
ব্যারাকপুর কন্ট্রোল :2593-2647
হাওড়া জিআরপি : 2641-3256
শিয়ালদা জিআরপি : 2350-3940
নিখোঁজ সংক্রান্ত : 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা : 98300-88884
নারী সহায়তা: 1091
অ্যাম্বুল্যান্স 102
লাইফকেয়ার: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক: 2554-0084
রাসমণি মিশন: 2867-6031
মীরা সেবাকেন্দ্র: 2411-8316
সেন্ট জনস অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653
বেল ভিউ ক্লিনিক: 99037-59103/ 82406-09986
দমকল 101
কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222
রাতের ওষুধ / অক্সিজেন
ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনদীপ: 2455-0926
সাউথ ব্যুরো: 2484-4322
বেল ভিউ ক্লিনিক ফার্মেসি: 6688-8888
ব্লাড ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফকেয়ার: 2284-6940/2298
অশোক ব্যাঙ্ক : 2472-0333
বেলভিউ ক্লিনিক: 6688-8888 / 99031-03088
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636
চক্ষুদান
গণদর্পণ: 94330-31504
বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্র: 2663-4178
শববহন
সুরুচি সঙ্ঘ, নিউ আলিপুর: 2400-9950
হিন্দু সৎকার: 2241-3849/ 2050
শ্রীভূমি স্পোর্টিং: 2534-0002
উদয়ের পথে: 98301-73814
যাদবপুর মার্চেন্টস: 2412-8165

সবুজ মঞ্চের চিঠি

উৎসবের মরশুমে লাউডস্পিকারে বাধ্যতামূলক 'সাউন্ড লিমিটার' ব্যবহার, অনুমোদন ছাড়া অনলাইন ও অফলাইন বাজি বিক্রি বন্ধ করা-সহ আরও বেশ কিছু আবেদন জানাল সবুজ মঞ্চ। পরিবেশ সংগঠন সবুজ মঞ্চের তরফে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুজোর সময় ডিজে বন্ধ করতে ও রাত ১০টার পর লাউড স্পিকার বাজানোয় রাশ টানতে প্রশাসনের ইতিবাচক পদক্ষেপের জন্য চিঠিতে ধন্যবাদও জানানো হয়েছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নব দত্ত জানিয়েছেন, আসন্ন কালীপুজোয় শব্দ ও বায়ুদূষণ রোধে আগাম ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। সংগঠনের অভিযোগ, ২০০৯ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত ৪০ বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন প্রায় ২১১ জন। তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার এবং এই সংক্রান্ত মামলাগুলি পুনরায় চালু করার আবেদন জানিয়েছে সংগঠন।

আবহাওয়া

সোমবার	সর্বোচ্চ	৩১
আংশিক মেঘলা আকাশ।	সর্বনিম্ন	২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস
রবিবার	সর্বোচ্চ ৩১.০ (০)	
বৃষ্টি হয়নি	সর্বনিম্ন ২৪.৯ (+২)	
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	৯৫%	৭৩%

বাংলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উলুবেড়িয়া ৩৪.০°



সিএএ নিয়ে মতুয়া মহাসঙ্ঘ প্রকাশিত বইয়ের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, প্রাক্তন মন্ত্রী মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর, বিধায়ক সোমা ঠাকুর প্রমুখ। ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে, রবিবার। ছবি: আজকাল

‘এ বছরের মধ্যেই সিএএ শংসাপত্র পাবেন মতুয়ারা’

● ১ পাতার পর

সেখানে সিএএ সংক্রান্ত আবেদন নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে প্রায় আড়াই লক্ষ আবেদনকারীর নথি ও আবেদন খতিয়ে দেখার কাজ চলছে।’ এরপই তিনি ঘোষণা করেন, ‘আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত শুনানি শেষ করে যোগ্য আবেদনকারীদের হাতে নাগরিকত্বের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে।’

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আগের ঘোষণার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অমিত শাহের সঙ্গে ঠাকুরনগরে এসেছিলেন তিনি। সেই সময় ২০২৪ সালের আগেই সিএএ-র নিয়ম কার্যকর করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার সেই নিয়ম জারি করে। সম্প্রতি এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নথির অভাবে বহু মতুয়া সমস্যায় পড়েছেন। তাঁদের আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আগামী জানুয়ারি মাসে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হলে সিএএ শংসাপত্রপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যাতে নিজেদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন, তার জন্য প্রশাসন সাহায্য করবে। প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ এবং আবেদন প্রক্রিয়াতেও সহযোগিতা করা হবে। নাগরিকত্ব পাওয়ার পর মতুয়ারা যাতে সরকারি সামাজিক প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন, সেদিকেও নজর রাখবে রাজ্য সরকার।’ এই কাজের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের একজন নির্দিষ্ট আধিকারিক দায়িত্বে থাকবেন বলে জানান তিনি।

এদিনের সম্মেলনে মতুয়া সমাজের উন্নয়নের জন্য একাধিক পরিকল্পনার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। মতুয়া বোর্ড পুনর্গঠন করে চলতি অর্থবর্ষে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। এই অর্থ দিয়ে মতুয়া-অধ্যুষিত এলাকার উন্নয়ন এবং গোঁসাই সমাজের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হতে পারে। পাশাপাশি, ঠাকুরনগরকে পৃথক পুরসভা হিসেবে গড়ে তোলার আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালকে ১৫ শয্যা থেকে বাড়িয়ে ১০০ শয্যার হাসপাতালে পরিণত করার পরিকল্পনার কথাও জানান। এছাড়াও ঠাকুরবাড়ির মন্দিরকে আরও বড় ও উন্নত পরিকাঠামোয় গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার সহযোগিতা করবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পরিবারের একজনকে চাকরি

● ১ পাতার পর

কারা আবেদন করতে পারবেন? বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মৃত ব্যক্তির পরিবারের একজন, যিনি সেই পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য, তিনি আবেদন করতে পারবেন। মৃতের স্বামী অথবা স্ত্রী। এছাড়া পুত্র (মৃত্যুর আগে আইনত দত্তক নেওয়া পুত্র হলেও), কন্যা (মৃত্যুর আগে আইনত দত্তক নেওয়া কন্যা হলেও), তৃতীয় লিঙ্গ সন্তান (মৃত্যুর আগে আইনত দত্তক নেওয়া তৃতীয় লিঙ্গ সন্তান) আবেদন করতে পারবেন। যদি মৃত ব্যক্তি অবিবাহিত হয়ে থাকেন এবং তাঁর ভাই অথবা বোন যদি সেই ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল থাকেন, তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন। এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, ডিরেক্টরেট, কালেক্টরেট-সহ সরকারি অফিসে গ্রুপ ডি পদে নিয়োগের সুযোগ দেওয়া হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন পদ সৃষ্টি করা হবে। এই মুহূর্তে যে পদগুলি রয়েছে, তার ওপর কোনও প্রভাব পড়বে না। প্রতিটি আবেদনকারীর কাগজপত্র খতিয়ে দেখবে জেলা স্তরের স্ক্রিনিং কমিটি। পুলিশ ভেরিফিকেশন এবং তাঁর দেওয়া তথ্য খতিয়ে দেখার পর মেডিক্যাল পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হতে হবে প্রার্থীদের। প্রার্থীকে ভারতীয়, এবং অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে। কিন্তু আরও কতকগুলি নিয়ম রয়েছে আবেদনকারীদের জন্য।

কারা আবেদন করতে পারবেন

প্রার্থীকে অবশ্যই অষ্টম শ্রেণি বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। ২০২৬-এর ১ জানুয়ারি তারিখে ন্যূনতম ১৮ বছর বয়স হতে হবে এবং গ্রুপ ডি পদে চাকরি পাওয়ার যে সর্বোচ্চ বয়সসীমা রয়েছে, তার বেশি হলে হবে না। যদি দেখা যায়, চাকরির আবেদন করার সময় ওই মৃত ব্যক্তির পারিবারিক আয় মাসিক ৫০ হাজার টাকার বেশি, তা হলে চাকরিপ্রার্থীর আবেদন গ্রাহ্য হবে না, যদি পরিবারের কেউ সরকারি চাকরি করেন অথবা পরিবারের কোনও সদস্য আয়কর দেন, তা হলেও আবেদন গ্রাহ্য হবে না। মৃতের পরিবারের একজনই আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে দিতে হবে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর শংসাপত্র। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে আবেদনকারীর সম্পর্কের প্রমাণ। সংশ্লিষ্ট ঘটনার অভিযোগপত্র (এফআইআর), ওই মামলার চার্জশিট, আদালতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গঠিত চার্জের নথি। আবেদন জমা পড়ার পর জেলা স্তরের স্ক্রিনিং কমিটি খতিয়ে দেখবে এবং ৯০ দিনের মধ্যে কমিটিকে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে। যদি স্ক্রিনিং কমিটির সিদ্ধান্তে আবেদনকারী সন্তুষ্ট না হন, তা হলে তিনি ৩০ দিনের মধ্যে ফর্ম বি পূরণ করে রাজ্য স্তরে কমিটির কাছে আবেদন করতে পারবেন। জেলা স্তরের কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন জেলাশাসক, সদস্য থাকবেন পুলিশ সুপার। কলকাতার ক্ষেত্রে ডিসি পদমর্যাদার অফিসার এবং স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের একজন অফিসার। রাজ্য স্তরের কমিটিতে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব/প্রধান সচিব/আইন দপ্তর, অর্থ দপ্তরের প্রতিনিধিরা থাকবেন।

যাঁরা এই প্রকল্পে চাকরি পাবেন, তাঁদের প্রতি বছর ৩১ জানুয়ারির মধ্যে ফর্ম সি জমা দিতে হবে। সেখানে স্পষ্ট করে বলা থাকবে, মৃত ব্যক্তির পরিবারের অন্যান্য নির্ভরশীল সদস্যের ভরণপোষণের দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন। চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর প্রশিক্ষণ, প্রবেশন, স্থায়িত্ব, সিনিয়রিটি এবং চাকরির ক্ষেত্রে অন্যান্য যে সব নিয়মবিধি, তা মানা হবে।

মাদক পাচারের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পুলিশের

অভিজিৎ চৌধুরি
মালদা, ১ নভেম্বর

রাজ্যে মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সকে বিশেষ সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মালদার কালিয়াচকে বিপুল পরিমাণ বেআইনি মাদক উদ্ধারের পর সামাজিক মাধ্যমে এই সাফল্যের কথা তুলে ধরে রাজ্য হুঁশিয়ারি দিয়ে স্পষ্ট বলেন, ‘মাদক পাচার ও অপরাধ চক্রের বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান আপসহীন। জিরো টলারেন্স নীতি মেনে প্রতিটি অপরাধীকে কঠোর হাতে দমন করা হবে এবং সুস্থ ও মাদকমুক্ত রাজ্য গড়ে তুলতে নেশার বিরুদ্ধে এই লড়াই অব্যাহত থাকবে।’ বর্তমানে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এই বিপুল পরিমাণ মাদক কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিনন্দন

সরকারের কড়া অবস্থানের বার্তা দিয়েছেন তিনি। ঘটনার বিস্তারিত জানিয়ে এক্স হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘মালদার কালিয়াচকের মধুঘাট সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে বিশেষ অভিযান চালিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স প্রায় ২.৬৮৮ কেজি নিষিদ্ধ মাদক বাজেয়াপ্ত করেছে এবং এই ঘটনায় নির্দিষ্ট মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।’

এই সুপরিকল্পিত ও সমন্বিত অভিযানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য পুলিশ এবং এসটিএফের সমস্ত আধিকারিক ও কর্মীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান। একই সঙ্গে তিনি কড়া

গোপন তথ্যের ভিত্তিতে মালদার কালিয়াচক থানার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের মধুঘাট এলাকায় অভিযান চালায় এসটিএফ। অভিযান চলাকালীন একটি চারচাকা গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালাতেই বাজেয়াপ্ত হয় ২ কেজি ৬৮৮ গ্রাম নিষিদ্ধ ব্রাউন শুগার। আন্তর্জাতিক বাজারে এই মাদকের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকা। এই ঘটনায় কালিয়াচকের গয়েশবাড়ি অঞ্চলের বাখরপুর ও সুজাপুর এলাকার বাসিন্দা মাসুদ রহমান (২০), হাসিবুর শেখ (৩৭) ও মহম্মদ নাবিউল হক (২৭) নামে তিন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

আজকালের প্রতিবেদন

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ‘খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক, ছোট গল্পকার ও ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।’



শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী অবলম্বনে নরেন্দ্রপুর রঙ্গ অপেরার প্রযোজনায় ‘কেশরী হত্যা’ নাটকের মঞ্চে অটলবিহারী বাজপেয়ীর ভূমিকায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। নাটকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অধিকারী কৌশিক। পরিচালনায় দেবাশিস বিশ্বাস। রবীন্দ্র সদনে, রবিবার। ছবি: বিপ্লব মৈত্র

আজ বিজেপির মহামিছিলে থাকবেন নীতিন নবীন

আজকালের প্রতিবেদন

আজ, সোমবার কলকাতায় বিজেপির মহামিছিল। কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত এই মিছিলে থাকবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। মিছিলে থাকতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ বিজেপির শীর্ষ নেতারা। ‘গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও’ স্লোগান সামনে রেখে মিছিল হবে। জানা গেছে, আজ দুপুর ৩টে নাগাদ মিছিল শুরু হবে কলেজ স্ট্রিট থেকে। পূর্ণিয়া থেকে বিমানে কলকাতায় আসবেন নীতিন নবীন। এই মিছিল যাবে ধর্মতলায়। সেখানে ভাষণ দেবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। বিরোধীদের ভোটচুরির অভিযোগের পাল্টা জবাব দিতে বিজেপি এই কর্মসূচি নিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতেও একই উদ্দেশ্যে মিছিল হবে। প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই মিছিল নিয়ে বৈঠক হয়েছে। এসআইআর নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করতে ভোটারদের কাছে পৌঁছোবে বিজেপি। ভোটারদের কাছে নথি, তথ্য তুলে ধরা হবে। ইতিমধ্যেই প্রথম পর্যায়ের মিছিল নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক শেষ হয়েছে। কলকাতা, শিলিগুড়ি, কৃষ্ণনগর, হাওড়া ও দুর্গাপুরে এই মিছিল হবে।

কাল শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর পদযাত্রা

অলক সরকার
শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর

মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে পা রাখছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এসেই তিনি শিলিগুড়ির রাজপথে পদযাত্রায় অংশ নেবেন। গণতন্ত্রের পক্ষে এবং দেশে অরাজকতা সৃষ্টিকারীদের যোগ্য জবাব দিতেই এই পদযাত্রা। পাশাপাশি, শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্ক ও এয়ারভিউ মোড়ে পথসভায় মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্যও পেশ করতে পারেন বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে। এ ছাড়াও উত্তরকন্যায় একটি পর্যালোচনা বৈঠক করার পরিকল্পনা রয়েছে।

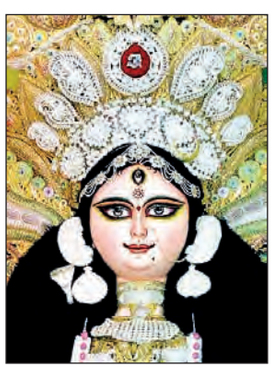
এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী আসবেন বলে মূলত বিজেপির শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি অত্যন্ত ব্যস্ত। পদযাত্রার রুট, মানুষের জমায়েত, নিরাপত্তা, মিছিলের প্রচার নিয়ে চরম ব্যস্ত দলীয় নেতৃত্ব।

দুর্গোৎসবের মতো জাঁকজমক হবে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোতেও

রিনা ভট্টাচার্য

এবার দুর্গাপুজোর মতোই চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোকে জাঁকজমকপূর্ণ করতে চায় রাজ্য সরকার। ১৫-১৯ নভেম্বর চন্দননগর জুড়ে এই উৎসবের আয়োজন হচ্ছে। নাম দেওয়া হয়েছে ‘আলোর শহর চন্দননগর: জগদ্ধাত্রী উৎসব ২০২৬’। আলোকশিল্পীদের ‘আলোর সম্মান’, প্রতিমাশিল্পীদের ‘শিল্পী সম্মান’ এবং ১০০ বছরের বেশি প্রাচীন পুজোগুলিকে ‘প্রাচীন পুজো সম্মান’ দেওয়ারও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পুজো কমিটিগুলিকে আর্থিক সহযোগিতা করা যায় কি না, সে বিষয়েও ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। ২২ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে একটি বিশেষ মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হবে। সেখানে চন্দননগরের পুজো কমিটির প্রতিনিধি এবং চন্দননগর, কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি ও কাটোয়ার পাটুলির শিল্পীরা অংশগ্রহণ করবেন। শিল্পীদের নিজস্ব শিল্পকর্ম ও কারুশিল্প নিয়ে তাঁদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মতবিনিময় করবেন। ওই অনুষ্ঠানেই আলোর সম্মান, শিল্পী সম্মান এবং প্রাচীন পুজো সম্মান দেওয়া হবে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, এই উপলক্ষে ১৫ নভেম্বর চন্দননগরে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর থাকার কথা আছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চন্দননগরের স্ট্র্যান্ডে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, ১০৮ জন ঢাকির বাদ্য-সহ হুগলি নদীর তীরে গঙ্গা-আরতির আয়োজন করা হবে। ঘাটগুলিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে কার্তিক দীপদানেরও আয়োজন করা হবে। আলোয় সাজিয়ে তোলা হবে পুরো শহর। নবমীর রাতে হুগলি নদীর ওপর প্রায় ১২ মিনিটের একটি বিশেষ ড্রোন শো-এর আয়োজন করা হবে। স্ট্র্যান্ড থেকে দর্শনার্থীরা এই অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন। ড্রোন শো-তে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার বিভিন্ন রূপ, চন্দননগরের আলোকসজ্জা এবং



নদীকেন্দ্রিক ঐতিহ্য তুলে ধরা হবে।

এই উপলক্ষে চন্দননগর স্ট্র্যান্ডেই টানা তিন দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সেখানে ঢাকের দল, বাউল ও লোকসঙ্গীত এবং স্থানীয় ও রাজ্য স্তরের শিল্পীদের শাস্ত্রীয় নৃত্য পরিবেশিত হবে। সন্ধেয় আরতির পর অনুষ্ঠানগুলির সময় নির্ধারণ করা হবে, যাতে পুজোর আচার-অনুষ্ঠানে কোনও অসুবিধে না হয়। পুজো কমিটিগুলির মধ্যে আলোকসজ্জা, প্রতিমা, পরিবেশবান্ধব পুজো, ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং শোভাযাত্রার ট্যাবলো-সহ বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। দর্শনার্থীদের জন্য রিল তৈরির প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হবে।

আর তাই রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ৫ নভেম্বর থেকে শুরু হবে ‘চলো চন্দননগর’ প্রচার অভিযান। কলকাতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হোর্ডিং দেওয়া হবে। রেল স্টেশন ও মেট্রোর স্ক্রিন এবং এফএম রেডিওর মাধ্যমে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচার করা হবে।

উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার

পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম জগদ্ধাত্রী ঠাকুর দেখাতে একদিনের ভ্রমণ প্যাকেজ তৈরি করারও চেষ্টা করছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। আর এই অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ভাবে করার জন্য কাল, সোমবার জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব সৌমিত্র মোহন। ওই বৈঠকে থাকবেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো বাংলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী উৎসব। আড়াইশো বছরেরও বেশি প্রাচীন এই উৎসবে চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বরের ১৮০টি বারোয়ারি পুজো আয়োজিত হয়।

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড
এ.পি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তলা, ১ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা-৭০০০০১; ফোন: (মোবাইল) +৯১ ৯৮৩০৬৬৮৪০৯

পরিশিষ্ট IV [নিয়ম ৮(১) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)]

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত অফিসার হিসাবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩- সহ পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ঋণগ্রহীতা/গণ/সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ/জামিনদার/গণকে উক্ত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ চুক্তিভিত্তিক সুদের হারসহ দণ্ডমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানিয়ে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। ঋণগ্রহীতা/গণ/সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ/জামিনদার/গণ, অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষত ঋণগ্রহীতা/গণ/সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ/জামিনদার/গণকে এবং জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং উক্ত বিধির ৮ বিধি অনুসারে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিচে উল্লিখিত তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। বিশেষত ঋণগ্রহীতা/গণ/সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ/জামিনদার/গণকে এবং জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনও প্রকার লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যেকোনো লেনদেন, নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থসহ সুদ এবং দণ্ডমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি তারিখ থেকে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের চার্জের অধীন হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত বিষয়ে সারফেইসি আইন, ২০০২ এর ১৩ ধারার উপধারা (৮) এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক) নোটিশের তারিখ অনুযায়ী প্রদেয় টাকার পরিমাণ খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. মেসার্স দাস হার্ডওয়্যার স্টোরস স্বত্বা নিতাই দাস খাগড়াবাড়ি, থানা কোতোয়ালি, পোঃ কোচবিহার, ইউবিআই সংলগ্ন, শিলিগুড়ি রোড, জেলা কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৩৬১০১। ২. মিঃ নিতাই দাস, পিতা সন্তোষ দাস ৩. শ্রীমতি রীতা দাস, স্বামী নিতাই দাস উভয়ের ঠিকানা- খাগড়াবাড়ি, থানা কোতোয়ালি, পোঃ কোচবিহার, ইউবিআই সংলগ্ন, জেলা কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং ৭৩৬১০১।	ক) লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯১৯০৩০০৩১৩১৭৯৩৫-এর অধীনে ০৪-০৪-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী প্রদেয় ১৫১৬৮০৪.৮০/- টাকা (এই টাকার মধ্যে ০৫-০১-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত)। খ) ০৪.০৪.২০২৬ গ) ৩০.১০.২০২৬ (প্রতীকী দখল)

তফসিল বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ

থানা- কোতোয়ালি, জেলা- কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৬১০১-এর অন্তর্গত মৌজা খাগড়াবাড়ি, জে.এল. নং-৮৯, এল.আর. খতিয়ান নং ৭৭৮৫, এল.আর. প্লট নং ৩৮৮৫, আয়তন ৪.০০ ডেসিমেল, ভূমি শ্রেণীবিভাগ "বাস্তু" বিষয়ক সমস্ত জমি, তার উপর নির্মিত সকল দালান ও কাঠামো, ফিক্সচার, ফিটিংস এবং মাটিতে সংযুক্ত কোনও কিছুর সঙ্গে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি সহ।
সম্পত্তিটি শ্রী নিতাই দাসের নামে।

তারিখ: ০২.১১.২০২৬;
স্থান: কোচবিহার

অনুমোদিত অফিসার,
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

Chola
Enter a better life

চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস: চোলা ক্রেস্ট, সুপার বি, সি৫৪ ও সি৫৫, ৪, থিরু ভি ক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গিন্ডি, চেন্নাই-৬০০০৩২, তামিলনাড়ু

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ('দ্য অ্যাক্ট') এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ ('দ্য রুলস')-এর বিধানাবলির অধীনে

নিম্নস্বাক্ষরকারী, চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে উক্ত আইনের অধীনে এবং আইনের ১৩(১২) ধারার সঙ্গে পঠনীয় বিধি ৩ অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে উক্ত আইনের ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন, যেখানে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(দের)-কে উক্ত নোটিস প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নিজ নিজ নোটিসে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। নিম্নস্বাক্ষরকারী যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করেন যে ঋণগ্রহীতা(গণ) দাবি বিজ্ঞপ্তি গ্রহণ এড়িয়ে চলছেন, তাই বিধি অনুযায়ী নোটিসটি সাঁটানো ও প্রকাশের মাধ্যমে জারি করা হচ্ছে। দাবি বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু নীচে উল্লেখ করা হল:-

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	ঋণের অর্থাঙ্ক	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং বকেয়া অর্থাঙ্ক	সম্পত্তি / সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ
১	**লোন অ্যাকাউন্ট নং: HL25BDW000100178** **১. মিঃ হাসিবুর শেখ** **২. মিঃ মিনাই শেখ** **৩. মিসেস রতন বিবি** ঠিকানা:- ইন্দ্রনগর, মুদ্দা, মোদ্দা, মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, ইন্দ্রনগর মোড়ের কাছে, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১৬৮; আরও ঠিকানা: জে এল নং ৩৪, খতিয়ান নং ১২৪, এল আর প্লট নং ৫৪৩, মৌজা- রুইথানপুর, পোঃঅঃ কুলি কান্দি, থানা বড়ঞা, খর্জুনা, গ্রাম পঞ্চায়েত ইন্দ্রনগর রামরামপুর, বড়ঞা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১৬৮।	**₹২৪,৫০,০০০/-**	২৮.০৭.২০২৬ **₹২৪,৮৬,২৩৭/- (চব্বিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার দুশো সাইত্রিশ টাকা মাত্র)** ২৮.০৭.২০২৬ **তারিখ অনুযায়ী**	নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের যার স্থিতি ও বিবরণ: দলিল অনুযায়ী জমির পরিমাপ সামান্য কমবেশি ০৫ ডেসিমেল, মৌজা- রুইথানপুর, জে এল নং ৩৪, আর এস প্লট- ৫০১, এল আর প্লট নং ৫৪৩, বিক্রয় দলিল নং I-৫৮৩/২০১৭ অনুযায়ী এল আর খতিয়ান নং ১২৪, পরচা অনুযায়ী এল আর খতিয়ান নং ১৪০৮, থানা- বড়ঞা-এর অধীনে, জেলা- মুর্শিদাবাদ। দলিল অনুযায়ী সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: পূর্ব- মজিবর শেখ-এর সম্পত্তি; পশ্চিম- আসারুল মোল্লা-র সম্পত্তি; উত্তর- ৪ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা; দক্ষিণ- আসারুল মোল্লা-র সম্পত্তি।

এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা(দের) দাবি বিজ্ঞপ্তি(গুলি) মেনে চলার এবং এই প্রকাশনার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে তাতে উল্লিখিত দাবিকৃত অর্থের সঙ্গে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ, অতিরিক্ত সুদ, বাউন্স চার্জ, খরচ এবং ব্যয় পরিশোধের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ঋণগ্রহীতা(গণ) খেয়াল রাখবেন, চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড একটি সুরক্ষিত ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতা(দের) দ্বারা নেওয়া ঋণের সুবিধাটি হল ঋণগ্রহীতা(দের) দ্বারা বন্ধক রাখা সুরক্ষিত সম্পদ বা স্থাবর সম্পত্তি(গুলি)-র বিনিময়ে একটি সুরক্ষিত ঋণ। ঋণগ্রহীতা(গণ) যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁদের দায়বদ্ধতা পুরোপুরি মেটাতে ব্যর্থ হন, তবে সুরক্ষিত ঋণদাতা উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে সুরক্ষিত সম্পদ(গুলি)-র দখল নেওয়ার সমস্ত অধিকার প্রয়োগ করার অধিকারী, যার মধ্যে সম্পদ বিক্রি করে তা হস্তান্তর করা বা আইন এবং এর অধীনে থাকা বিধিমালার অধীনে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের মাধ্যমে অর্থ আদায় করা অন্তর্ভুক্ত, তবে তা কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সুরক্ষিত ঋণদাতা বিক্রি বা হস্তান্তরের অধিকার প্রয়োগ করার আগে সুরক্ষিত সম্পদ(গুলি) ক্রোক এবং/অথবা সিল করার ক্ষমতাও রা

আজকাল

৪৬ বর্ষ ২১৭ সংখ্যা ১৫ কার্তিক ১৪৩৩ সোমবার ২ নভেম্বর ২০২৬

সামান্য দাবি, ১৭০

দেশের বৃহত্তম বিরোধী দল কংগ্রেসের বিবেচনাবোধ অপরিসীম। বিরোধী শিবিরের প্রধান দল, ২০২৯ সালে পালাবদলের ক্ষীণতম সম্ভাবনা থাকলে রাহুল গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দীর্ঘলালিত ইচ্ছা ও চেষ্টা বাস্তবায়িত হতে পারে। আঞ্চলিক দলগুলোর অবস্থা ভাল নয়। মতপার্থক্য থাকলেও কংগ্রেস তথা রাহুলের নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে। বিজেপি সঙ্গত ভাবেই বলতে পারে, যা হবে না তা নিয়ে আলোচনা করে কী হবে। তবু, তবু, কংগ্রেস আশা করতেই চাইবে। এবং সেজন্য প্রয়োজনে উদার থাকবে। উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। গত লোকসভা ভোটে রাজ্যে ৮০-র মধ্যে ৪৩ আসন পেয়েছে বিরোধী শিবির। প্রধানত সমাজবাদী পার্টি, সেই দলের সহায়তায়, কয়েকটি আসন পেয়েছে কংগ্রেস। ব্যস। মাথা ঘুরে গেল যেন। আসন্ন বিধানসভা ভোটে আসন নিয়ে দর-কষাকষি শুরু হল। ৪০৩ আসনের মধ্যে কত চাইতে পারে কংগ্রেস? প্রথমে শোনা গেল, ৭০। বিস্ময়। অখিলেশ যাদবের দল শুধু প্রধান বিরোধী দল নয়, উত্তরপ্রদেশে অনেক বেশি শক্তিশালী। গত বিধানসভা ভোটে জোট করেনি কংগ্রেস। রাজ্যের দায়িত্বে থাকা সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। সমাজবাদী পার্টি ১১১ আসন পেয়ে প্রধান বিরোধী দল। কংগ্রেস কত? ৩৯৯ আসনে লড়ে ২! ভোট শতাংশ ২.৩। এবার ওদের দাবি ৭০ হতে পারে? ক্রমশ বাড়ল দাবির বহর। ১০০, ১৫০, সম্প্রতি হাইকমান্ডের অনুমোদনে কংগ্রেস সমাজবাদী পার্টির কাছে ১৭০ আসনের তালিকা তুলে দিল। অখিলেশ কাঁদবেন না হাসবেন ভেবে পাচ্ছেন না। এই যদি হয় দেশের বৃহত্তম দলের 'উদার' মনোভাব, যোগী আদিত্যনাথ নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। রাহুল এখন সক্রিয়, তাঁর ভাবনার সক্রিয়তা কোথায়?

প্রিয় সম্পাদক

অভাব অভিযোগ

ভয়ঙ্কর রূপে প্লাস্টিক

সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ এখন পরিবেশ দূষণের চূড়ান্ত মাত্রা অতিক্রম করে চলেছে। মুদি দোকান, সবজি বিক্রেতা, মাছ, মিষ্টির দোকান— সর্বত্র এই ক্যারিব্যাগের উপস্থিতি। প্রতিটি বাড়িতে মাসে কতকগুলি প্লাস্টিক জমা হয় তার হিসাব করলে কাউন্টিং মেশিনও বোধহয় অচল হয়ে যাবে। এরপর আছে প্যাকেটজাত সামগ্রীর রমরমা। গত বর্ষায় শহর কলকাতা ভেসেছিল নর্দমার পিটগুলিতে, প্লাস্টিক জমে।

বৃষ্টির জল মাটিতে জমা প্লাস্টিকের জন্য মাটির নীচের স্তরে পৌঁছোতে পারে না। জলস্তর নামার অপর একটি কারণ, উদ্ভিদের শিকড় বিস্তারে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে প্লাস্টিক।

আমরা একটু সজাগ হলে অনেকটা কমাতে পারি এই দূষণ। বাজারে যাওয়ার সময় নাইলন বা কাপড়ের ব্যাগ অনায়াসেই নিতে পারি। বিক্রেতারা কাগজের মোটা ঠোঙা বা কাগজের ব্যাগ অনায়াসেই দিতে পারেন। ক্যারিব্যাগ বাজারে চাইলে, তার জন্য দাম চাইলে ক্রেতারা পিছু হটবেন। পরিবেশের স্বার্থে এইটুকু ত্যাগ স্বীকার আমরা করতে পারব না কেন? এইটুকু ভাবার সময় এখনও কি আসেনি? আর কবে ভাবব?

● *অলোক কয়াল*
জোকা, কলকাতা ১০৪

প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করুক

হুগলি জেলার চুঁচুড়া শহরের স্টেশনের পাশে এগ্রিকালচার ফার্মে প্রতি সোমবার, হুগলি জেলার সেনেটে প্রতি মঙ্গলবার এবং হুগলি জেলার অমরপুরে প্রতি শুক্রবার হাট বা মেলা বসে। সমস্যা হল, প্রধান সড়কের পাশে এই মেলাগুলি বিকেল থেকে রাত্রি পর্যন্ত চলে। বহু সংখ্যক দ্বিচক্রযান প্রধান সড়কের দু'ধারে এমন ভাবে রাখা থাকে যে, রাস্তা দিয়ে অন্য যানবাহন চলাচল করতে সমস্যার মুখে পড়ে। এমনকী অনেক দর্শনার্থী রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে এমন ভাবে চপ, ফুচকা, চাউমিন ইত্যাদি খান যে গাড়িচালকরা একটু অসাবধান হলেই ধাক্কা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মেলা ও হাটের ধার্য দিনগুলিতে ওই সব স্থানে বেশি সংখ্যক পুলিশকর্মী মোতায়েন করার জন্য জেলার প্রশাসনের কাছে আবেদন করছি। এ ছাড়া চৈত্র সেল চলার সময় এবং পয়লা বৈশাখে হুগলি জেলার চুঁচুড়া শহরের এন এস রোড ও জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ রোড দিয়ে হাঁটাচলা করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। প্রতিটি রোডের মোড়ের মাথায় পুলিশকর্মীরা থেকে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু দুটি মোড়ের মধ্যবর্তী স্থানে কোনও পুলিশকর্মী থাকেন না। ওই দিনগুলিতে দুটি মোড়ের মধ্যবর্তী স্থানে কয়েকজন করে পুলিশকর্মী যানবাহন ও ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মোতায়েন করার বিষয়ে জেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

● *বিজনকুমার মিত্র*
চুঁচুড়া, হুগলি

বাসে চেপে স্টিমার-যাত্রা!

বাসে চেপে স্টিমার-যাত্রার অভিজ্ঞতা অনুভব করার স্বাদ কখনও চেখেছেন নাকি প্রিয় পাঠকবন্ধু? অবাক হবেন না। রসিকতাও করছি না। 'আজকাল' দৈনিকেই সাম্প্রতিক কালে 'প্রিয় সম্পাদক' স্তম্ভে হাওড়ার লিলুয়া, ঘুসুড়ি বা মালিপাঁচঘরা এলাকার বেহাল রাস্তাঘাট নিয়ে পাঠকদের অভিযোগের নানা ফিরিস্তি নজরে এসেছে। সেই তালিকায় আরও একটি নতুন সংযোজনের উদ্দেশেই আমার এই পত্র। সেদিন কাজের সূত্রে কলকাতা যাওয়ার জন্য বালিখাল-এসপ্ল্যানেড রুটের একটি বেসরকারি বাসে চেপেছিলাম। বেলুড় বাজার পার হওয়ার পরই জিটি রোডের ভগ্নপ্রায় দশা দেখে প্রমাদ গুনছিলেন সকল যাত্রীই। অবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠল জয়সওয়াল হাসপাতাল ছাড়ানোর পর নস্করপাড়া রোডে বাস ঢুকতেই। ভাঙাচোরা রাস্তায় প্রায় হাঁটু-সমান জল! এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় বাসটি অত্যন্ত বিপজ্জন ভাবে ডাইনে-বাঁয়ে কাত হয়ে যাচ্ছিল। স্থানীয় যাত্রীরা বলছিলেন, 'এ তো রোজের ব্যাপার।' আরও শুনলাম, গঙ্গায় সে সময় জোয়ার থাকার জন্য সংলগ্ন সমস্ত রাস্তার ম্যানহোলগুলি খুলে দেওয়া সত্ত্বেও সহজে জল নামছে না। ঈশ্বরকে ডাকছিলাম বাসটি এ রাস্তায় যেন বিকল হয়ে না পড়ে। তা হলেই সাড়ে সর্বনাশ! অবাক লাগে, দিনের পর দিন এলাকার মানুষের এমন দুর্দশা দেখেও প্রশাসন কিন্তু নির্বিকার।

● *বৈশাখী কর্মকার*
কোন্নগর, হুগলি

রাস্তা না কি নরক!

উত্তর হাওড়ার ছোট-বড় প্রায় সব রাস্তার হালই যে কতটা সঙ্গীন, এবারকার ম্যারাথন বর্ষা তা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। বিশাল মাপের একেকটা গর্ত, ভাঙাচোরা কংক্রিটের চাঙড় আর পলেস্তারা খসা জিটি রোডের অবস্থা সত্যিই কহতব্য নয়। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো রাস্তার পাশে খোলামুখ ড্যাট আর আবর্জনার স্তূপ পরিবেশকে নরক-সম করে তুলেছে। সালকিয়া চৌরাস্তা পেরোলেই বোঝা যায়, রাস্তার বেহাল দশা কী ভীষণ রকম তীব্র! অবনী দত্ত রোড, গুহ রোডের মতো রাস্তাগুলো সাধারণ মানুষের চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। তার ওপর পিলখানা চার রাস্তা মোড়ের পূতিগন্ধময় পরিবেশ যে কারও অন্নপ্রাশনের ভাত উঠিয়ে দেবে! রাস্তার পাশের বিরাট সাইজের জঞ্জাল ফেলার স্থান উপচে পড়ে মূল রাস্তার ওপরই ছড়ানো-ছিটোনো বিপুল আবর্জনার পাহাড়! বছরের পর বছর কর্তৃপক্ষের গাফিলতি এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সচেতনতার অভাবই এই নারকীয় পরিবেশের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী। কবে যে আমাদের চোখ খুলবে!

● *অম্লান বাগচী*
সালকিয়া, হাওড়া

রেল কর্তৃপক্ষ নজর দিন

দূরপাল্লার মেল এক্সপ্রেস ট্রেনের আসন সংরক্ষণ করতে হলে নির্দিষ্ট ফর্ম ফিল আপ করে কাউন্টারে জমা দিয়ে টিকিট কিনতে হয়। অনলাইনেও সংরক্ষিত আসনের টিকিট পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁরা অনলাইনে অভ্যস্ত নন, তাঁরা ফর্ম পূরণ করেই টিকিট কাটেন। রেল দপ্তর থেকে যে ছাপানো ফর্ম দেওয়া হয়, সেই ফর্মগুলি আকারে আরও বড় করা দরকার। লেখার জায়গা আরও বেশি থাকা দরকার। অক্ষরগুলি বড় হরফে ছাপানো দরকার। এছাড়া লক্ষ করা যায় যে, রেল কাউন্টারে থাকা কর্মচারী দু-তিনটির বেশি ফর্ম দিতে চান না। সেক্ষেত্রে উক্ত রির্জাভেশন ও ক্যানসেলেশন ফর্ম যাতে জেরক্স করে ব্যবহার করা যায়, তার অনুমতি রেল কর্তৃপক্ষ দিলে যাত্রীরা উপকৃত হবেন। প্রসঙ্গত, রেলের টিকিট সংরক্ষণ ও ক্যানসেলেশন একই ফর্মে করা যায়।

● *বিমলকুমার দত্ত*
বড়নীলপুর, পূর্ব বর্ধমান

পরিষেবায় অসুবিধা

সম্প্রতি ইউকো ব্যাঙ্কের বাকসাড়া শাখা (হাওড়া) বাকসাড়া বাজারের মধ্যে একটি জায়গায় স্থানান্তরিত হয়েছে। আগে যে জায়গায় শাখাটি ছিল (সিংহ ভবন), সেই শাখাতে অনেক জায়গা ছিল। গ্রাহকরা খুবই সুবিধাজনক ভাবে তাঁদের কাজকর্ম সেখানে সারতে পারতেন। কিন্তু এই নতুন জায়গায় প্রচণ্ড স্থানাভাব। ছোট্ট পরিসরের মধ্যে শত শত গ্রাহকের ব্যাঙ্ক পরিষেবা পেতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ, অবিলম্বে একটি নতুন জায়গায়, অনেক বড় পরিসরে এই ব্যাঙ্কের শাখাকে স্থানান্তরিত করা হোক, তা না হলে গ্রাহকদের দুর্দশা ক্রমশ বেড়েই চলবে।

● *শুভাশিস সেনগুপ্ত*
বাকসাড়া, হাওড়া

উদাসীন

উত্তরপাড়া রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকার রাস্তাটি স্থানীয় রেলযাত্রী এবং সাধারণ মানুষের চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। গত প্রায় সাড়ে চার মাস ধরে রাস্তাটির ওই একই হাল। যখন থেকে রেল কর্তৃপক্ষ স্টেশন-সংলগ্ন অঞ্চলে বছরের পর বছর ধরে বসা থাকা বেআইনি দোকানঘর এবং জবরদখলকারীদের উৎখাত করার কাজে হাত দিয়েছে, তখন থেকেই স্টেশনের পাশের রাস্তাটি এমনই জরাজীর্ণ, এবড়ো-খেবড়ো অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার, এতেও রেল কর্তৃপক্ষের সামান্যতমও হেলদোল নেই। স্টেশনের ১ নম্বর লাইনের গা ঘেঁষে থাকা পাঁচিলটির ঠিক পরেই পুকুর সংলগ্ন আরও একটি সরু পথ। বহু বছর ধরে সেটিরও বেহাল দশা। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো স্টেশনে যাওয়ার রাস্তাটি এখন আবর্জনায় স্তূপাকার, জঞ্জালে ভর্তি। ফলত, সকালের 'অফিস-টাইম' বা বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামলেই আলোহীন ওই রাস্তা ধরে অন্ধকারের মধ্যেই ট্রেন ধরতে যাওয়া বা ট্রেন থেকে স্টেশনে নেমে বাড়িমুখো যাত্রীরা বেজায় দুর্ভোগে পড়ছেন। প্রায়শই লেগে থাকছে ছোটখাটো দুর্ঘটনা। রেল কর্তৃপক্ষ তবুও উদাসীন। কবে যে চোখ খুলবে রেল কর্তৃপক্ষের?

● *অম্লান ঘোষ*
হিন্দমোটর, হুগলি

ডাবল লেন চাই

হুগলি জেলার পোলবা থানার অন্তর্গত গোটুতে কুন্তী নদীর ওপর বহু পুরনো একটি ব্রিজ আছে। ব্রিজটি সঙ্কীর্ণ হওয়ায় যানজট লেগেই থাকে। উক্ত ব্রিজটি ডাবল লেনের করা প্রয়োজন। তাহলে যানজটের সমস্যা থাকবে না। এছাড়া কুন্তী নদী মজে গিয়েছে। কচুরিপানায় ভর্তি। কুন্তী নদীরও সংস্কার করা দরকার।

● *বিকাশ দাস*
কাশ্বাড়া, হুগলি

চিঠি লিখুন ই-মেলেও priyo.sampadak100@gmail.com

সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প প্রসারের বিপুল সম্ভাবনা পশ্চিমবঙ্গে

সঞ্জয় ঘোষাল

'ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম...।' সেই সূর্যের দেশেই যখন আমরা রয়েছি, চিন্তা কী! সৌরশক্তির বিপুল ভাণ্ডারকে শুধু সময়োপযোগী করে কাজে লাগালেই কেল্লা ফতে। প্রচলিত শক্তির ওপর নির্ভর না করে শুধু সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা আরও বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগোতে হবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে। সেই লক্ষ্যে বর্তমান রাজ্য সরকার টাটা পাওয়ার রিনিউয়েব্‌ল এনার্জি লিমিটেডের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছে। রাজ্যে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ইতিমধ্যেই বিপুল বিনিয়োগের দুয়ার খুলে দিয়েছে টাটা গোষ্ঠী।

ভারতের সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে ১৭১.০৫ গিগাওয়াট এসি-তে পৌঁছেছে। এবং হয়ে উঠেছে বিশ্বের দ্রুততম সৌরশক্তি উৎপাদনকারী দেশ। চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে ২০২৬ সালে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদক দেশ হিসেবে নিজেকে তুলে এনেছে ভারত। একটা ছোট্ট পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট হবে ভারতের সৌরবিদ্যুৎ ক্ষেত্রে দ্রুততার সঙ্গে অগ্রগতির বিষয়টি। বছরে প্রায় ৩০০টি রৌদ্রোজ্জ্বল দিন পাওয়া যায় এদেশে। আর সেইমতো ভারতীয় ভূখণ্ডে গণনা করা সৌরশক্তির পরিমাণ বছরে প্রায় ৫,০০০ লক্ষ কোটি কিলোওয়াট/ঘণ্টা। হিসেব অনুযায়ী এক বছরে উপলব্ধ সৌরশক্তি ভারতের সমস্ত জীবাশ্ম জ্বালানি শক্তি উৎপাদনের থেকেও বেশি।

ভারত বা পশ্চিমবঙ্গের সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে সম্ভাবনার কথা বলতে গেলে শুরুর ইতিহাস একটু জানিয়ে রাখা দরকার। ২০০৩ সালে চালু হয় ইন্ডিয়ান সোলার লোন প্রোগ্রাম। মূলত দক্ষিণ ভারতের গ্রামীণ অঞ্চলের একটি কর্মসূচি ছিল সেটি। তখনও বিদ্যুৎ গ্রিড পৌঁছোয়নি ওই অঞ্চলে। এরপর ২০১০ সালের ১১ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর জাতীয় কর্মপরিকল্পনার অধীনে জওহরলাল নেহরু জাতীয় সৌর মিশনের উদ্বোধন করেন। এই মিশনের লক্ষ্য ছিল পরবর্তী ১২ বছরের মধ্যে নিয়মিত বিরতিতে ১০০০ মেগাওয়াট, ১০ গিগাওয়াট এবং ২০ গিগাওয়াট সৌরক্ষমতা অর্জন করা। ২০২২ সালের জন্য ২০ গিগাওয়াট ক্ষমতার চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারিত সময়ের চার বছর আগেই অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। তবে রুফটপ সেক্টরের দুর্বল পারফরমেন্সের কারণে ছাদে সোলার প্যানেল বসানোর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব হয়নি। সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে আরও তিন বছর সময় লেগে যায়। এর মধ্যেই সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে বিদেশি বিনিয়োগে ছাড়পত্র ও ২০১৫ সালের ৩০ নভেম্বর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ফ্রাঁসোয়া ওলাদেঁর আন্তর্জাতিক সৌর জোট চালু করার উদ্যোগ দেশকে এই ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে দেয়। সৌরশক্তির প্রচার ও উন্নয়নের পাশাপাশি ২০৩০ সালের মধ্যে ১ ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ভারত। অর্থাৎ সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে নতুন উচ্চতায় পৌঁছোতে বদ্ধপরিকর কেন্দ্রের সরকার।

এখন দেখার, ভারতের এই সৌরবিদ্যুৎ ক্ষেত্রের সাফল্য কতটা বাংলার বুকে পর্যবসিত হয়েছে। বাংলা কি আদৌ দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সৌরশক্তির উৎপাদনকে চূড়ান্ত অবস্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে? বর্তমান রাজ্য সরকারের পরিকল্পনার পাশাপাশি বিগত সরকারের কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করলেই সেই উত্তর পাওয়া যাবে। তার আগে পশ্চিমবঙ্গে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প চালুর ইতিহাস একটু দেখা যাক। ভারতে পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলা কিন্তু অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। গ্রামীণ অফ-গ্রিড বিদ্যুদয়ন থেকে শুরু করে এশিয়ার প্রথম বাণিজ্যিক সৌর প্রকল্প চালুর গৌরব রয়েছে এই রাজ্যেরই। অপ্রচলিত ও



নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল রিনিউয়েব্‌ল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি গঠন হয়েছিল। এটিই ছিল সৌর প্রযুক্তির প্রসারে প্রথম নোডাল এজেন্সি। এর পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৯৪ সালে বাঁকুড়ার বনগোপালপুরে ২০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ভারতের দ্বিতীয় অফ-গ্রিড সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এলাকার অন্ধকার দূর করতে বড় ভূমিকা নিয়েছিল বাঁকুড়ার ওই কেন্দ্র। ১৯৯৬ সালে কলকাতার সল্টলেকের বিদ্যুৎ ভবনে ২৫ কিলোওয়াটের ভারতের প্রথম গ্রিড-সংযুক্ত সৌরবিদ্যুৎ-চালিত রুফটপ প্রকল্প চালু করা হয়। জাতীয় স্তরে হইচই ফেলে দেয় সেই ঘটনা। সেই সাফল্যের পর দুর্গম সুন্দরবনের দ্বীপগুলিতে সোলার হোম লাইটিং ও স্ট্রিট লাইটের মাধ্যমে সফল হয় আলো জ্বালানোর পরিকল্পনা। এটা ছিল এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। কারণ, সুন্দরবনের ওই দুর্গম এলাকায় মূল গ্রিডের বিদ্যুৎ পৌঁছোনো অসম্ভব ছিল। সেই কারণেই ২০০৩ সালে বিখ্যাত আন্তর্জাতিক 'অ্যাশডেন পুরস্কার' লাভ করে বাংলা। এছাড়াও সৌরবিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ২০০৮ সালে নিউ টাউনে ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ সৌর আবাসন প্রকল্প 'রবি রশ্মি হাউজিং কমপ্লেক্স' চালু করা হয়।

২০০৯ সালে পশ্চিম বর্ধমানের জামুরিয়ায় এশিয়ার প্রথম ইউটিলিটি-স্কেল বা বাণিজ্যিক সৌর ফোটোভোল্টাইক পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করা হয়। এরপর ২০১০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত গ্রিড সম্প্রসারণ ও ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ তরান্বিত করার প্রয়াস চলছে। রাজারহাটে দেশের মধ্যে প্রথম ১০ কিলোওয়াট ক্ষমতার পরীক্ষামূলক ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প কমিশন করা হয়। পরবর্তীতে এটি বড় আকারে সাগরদিঘি ও মুকুটমণিপুর বাঁধেও ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০১৪ সালে উন্নয়ন ভবনে ৪০ কিলোওয়াট রুফটপ প্ল্যান্টের মাধ্যমে নিজস্ব সৌরযাত্রা শুরু করে সরকার। পরে রাজ্যের সব তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফাঁকা জমি ও জলাশয়ে সৌর প্যানেল বসানো শুরু হয়। ২০১৬ সালে রাজ্য সরকার 'আলোশ্রী' প্রকল্পে রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল এবং সরকারি ভবনের ছাদে বাধ্যতামূলক ভাবে সৌর প্যানেল বসানোর কাজ করে। উত্তরবঙ্গের চা-বাগান থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের বড় বড় সেচ প্রকল্পে সোলার টিউবওয়েল ব্যবহারের মাধ্যমে সৌরশক্তিকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে তুলছে বাংলার সরকার।

রাজ্যে ক্ষমতায় এসে বিজেপিও সেই ধারা বজায় রেখেছে। সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে উৎপাদন বৃদ্ধিতে আরও বিনিয়োগ আনার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। এরই মধ্যে রাজ্যের সৌরবিদ্যুৎ ক্ষেত্রে লগ্নির পরিকল্পনা ঘোষণা করে টাটা গোষ্ঠী হাত বাড়িয়ে দিয়েছে নতুন সরকারের দিকে। পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গে একাধিক সৌর প্রকল্প গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় জমি চেয়েছে টাটা পাওয়ার রিনিউয়েব্‌ল এনার্জি লিমিটেড। টাটা পাওয়ার-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চিফ এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার প্রবীর সিন্‌হা স্বয়ং জানিয়েছেন, তাঁরা এ-রাজ্যে ৫০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত সৌরবিদ্যুৎ ক্ষমতার প্রকল্প তৈরিতে আগ্রহী। এক লপ্তে ৫০০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ তৈরির উপযুক্ত জমি পাওয়া কঠিন হলে, টাটা পাওয়ার রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় একাধিক সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়তে চায়। সে-কথা রাজ্য সরকারকে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে টাটা এবং এই ৫০০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য মোট ২,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনাও তাঁদের রয়েছে বলে ব্যক্ত করেছেন এমডি। রাজ্য সেই লক্ষ্যপূরণে হলদিয়া ছাড়াও দুর্গাপুর, বাঁকুড়ার মতো জায়গায় জমির খোঁজ চালাচ্ছে। জমি চিহ্নিত করলেই বিনিয়োগ হয়ে যাবে। শুরু হবে উৎপাদন। রাজ্যের সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প অনতিবিলম্বে অধিক উচ্চতায় পৌঁছোবে বলে বিশ্বাসী সরকার। টাটার এই প্রকল্প রাজ্যকে দেবে নতুন আলোর দিশা।

আর্থিক নিশ্চয়তা, সরকারি পরিষেবার দাবি

জেন জি বিক্ষোভে অগ্নিগর্ভ জার্মানি

সংবাদ সংস্থা
ফ্রাঙ্কফুর্ট, ১ নভেম্বর

উন্নত সরকারি পরিষেবা এবং আরও বেশি আর্থিক নিশ্চয়তার দাবিতে জেন জি প্রতিবাদের ঢেউ এবার আছড়ে পড়ল জার্মানিতে। জীবনযাপনের খরচ বৃদ্ধি, শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ না বাড়ানো এবং সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক যোগদানের বিরুদ্ধে পথে নামলেন হাজার হাজার প্রতিবাদী। জ্বলল আগুন, চলল জলকামান, মলোটভ ককটেল।

শনিবার ফ্রাঙ্কফুর্ট, মিউনিখ, বার্লিন-সহ জার্মানির ৩৪টি শহরের রাজপথের দখল নেন প্রতিবাদীরা। জার্মানির আর্থিক হাব ফ্রাঙ্কফুর্ট, শহরের অন্তত দুটি দোকানে মুখোশধারী প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে ভাঙচুর, লুটপাট চালানোর অভিযোগ উঠেছে। জার্মান প্রশাসনের কথায়, বেশির ভাগ জায়গায় প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ ছিল। উগ্র মতাদর্শে বিশ্বাসী গোষ্ঠীগুলো শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে ইন্ধন দিয়ে অস্থিরতা ছড়াতে পারে।

শনিবার জার্মানির প্রতিবাদের নেতৃত্বে ছিল 'জেন জি-রেগেল্ট' নামের গোষ্ঠী। সরকার-বিরোধী স্লোগান শোনা যায় বার্লিন- ফ্রাঙ্কফুর্ট সর্বত্র। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে এগোয় পুলিশ। চলে লাঠিচার্জ, জলকামান এবং পেপার স্প্রে ব্যবহার। জায়গায় জায়গায় ব্যারিকেড দেওয়া ছিল। হামবুর্গে ব্যারিকেডে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, শহরের দোকানপাটে নির্বিচারে ভাঙচুর হয়েছে। পুলিশ ও জরুরি পরিষেবা কর্মীদের লক্ষ্য করে মলোটোভ ককটেল ছোড়া হয়েছে। পরিস্থিতি একসময় এমন দাঁড়ায়, ফ্রাঙ্কফুর্টের একাধিক এলাকা এড়িয়ে চলার আর্জি জানায় পুলিশ।



জার্মানির রাজপথে প্রতিবাদীরা। ছবি: সংগৃহীত

প্রতিবাদীদের বক্তব্য, 'যুদ্ধ বা জোরাজুরি নয়, শান্তি ও স্বাধীনতার দাবিতে প্রতিবাদ। সবচেয়ে আগে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে। সেনাবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক রাখা যাবে না। সাধারণ মানুষের ওপর আর্থিক বোঝা বাড়ছে। জনতার উদ্বেগ নিয়ে প্রশাসন নির্বিকার। সাধারণের দিকে প্রশাসন নজর না দেওয়া পর্যন্ত প্রতিবাদ চলবে।'

চলতি বছর ইওরোপের একাধিক দেশ জেন জি বিক্ষোভের সাক্ষী হয়েছে। সার্বিয়ায় সরকার বদলে গেছে জেন জি বিক্ষোভের ধাক্কায়। শনিবার জেন জি প্রতিবাদ দেখল জার্মানি।

ঢাকায় পোশাক-শ্রমিকদের বিক্ষোভ, অবরোধ, আগুন, বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী

সমীর দে
ঢাকা, ১ নভেম্বর

ন্যূনতম মাসিক বেতন ৩০ হাজার টাকা করার দাবিতে রবিবার রাজধানী ঢাকা-সহ আশপাশের এলাকায় বিক্ষোভ দেখালেন পোশাক-শ্রমিকেরা। আন্দোলনরত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক সড়ক-মহাসড়ক অবরোধ করে এক পর্যায়ে পুলিশের গাড়ি ও বক্সে আগুন ধরিয়ে দেন। পোশাকের গুদাম-সহ বিভিন্ন জায়গায় আগুনের কারণে ঢাকা মেট্রো রেল চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। গড়া হয়েছে বোর্ড। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিভিন্ন এলাকার ৩০০ গার্মেন্টসে ছুটি ঘোষণা করা হয়। আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে পুলিশ ২৮ জনকে আটক করেছে। পুলিশ বলছে, এঁরা আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মী।

রবিবার টানা দ্বিতীয় দিনের মতো ঢাকার মিরপুরে সকাল ১১টার দিকে পোশাক-শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালে সড়ক থেকে শ্রমিকদের সরিয়ে দিতে চেষ্টা চালায় পুলিশ। শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশবাহিনীর দফায় দফায় সঙ্ঘর্ষ ঘটে। এদিকে, গাজিপুরে পোশাক কারখানার শ্রমিকেরাও রবিবার সকাল ৯টার দিক থেকে বিক্ষোভ ও অবরোধ করেন। অবরোধের কারণে প্রায় ছ'ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর বেলা তিনটে থেকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে যান চলাচল শুরু হয়। শ্রমিক ও পুলিশের ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়ায় আহত হয়েছেন অন্তত ২৫ জন।

জানা গেছে, সকাল থেকে গাজিপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা, পল্লীবিদ্যুৎ, সফিপুর, মৌচাক এবং মহানগরীর কোনাবাড়ি, ভোগড়া ও নাওজোড় এলাকায় শ্রমিকেরা বিক্ষোভ শুরু করেন। বিভিন্ন জায়গায় যানবাহন ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। সকালে কাজে যোগ দিতে আসা শ্রমিকদের অনেকেই পরে আন্দোলনে যোগ দেন। কারখানা ছুটি ঘোষণার পর শ্রমিকেরা সড়কে অবস্থান নেওয়ায় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান নিয়ে অগ্নিসংযোগ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ও ভাঙচুর চলে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দুপুরে পোশাক-শ্রমিকদের মজুরি বাড়াতে ছয় সদস্যের নতুন মজুরি বোর্ড গঠন করে সরকার।

'দশ মিনিটে ধ্বংস করে দিতে পারি' ইরানকে ফের হুমকি ট্রাম্পের

সংবাদ সংস্থা

দিল্লিতে ৫০% কর্মীকে ওয়ার্ক ফ্রম হোম

শীতের মরশুমে দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে নতুন পদক্ষেপ করল কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (সিএকিউএম)। আগামী ৫ থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত দিল্লি এবং এনসিআরের ছ'টি জেলায় সরকারি ও বেসরকারি অফিসের সর্বাধিক ৫০ শতাংশ কর্মীকে অফিসে এসে কাজ করতে হবে। বাকিরা বাড়ি থেকে কাজ করবেন। ওই সময়ে গোটা এনসিআর অঞ্চলে ধুলো তৈরি হয় এমন কাজ এবং বাইরের নির্মাণকাজেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশ কার্যকর হবে দিল্লি, হরিয়ানার গুড়গাঁও, ফরিদাবাদ ও সোনিপত এবং উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ ও গৌতম বুদ্ধ নগর (নয়ডা) জেলায়।

বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বাড়ল ১০ টাকা

রবিবার থেকে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১০ টাকা বেড়ে ২,৮২০ টাকা করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিমান জ্বালানি বা এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েলের দামও লিটারপিছু ১.৩৭ টাকা বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি। হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে মূলত ১৯ কেজির সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয়। ১ অক্টোবর এই সিলিন্ডারের দাম ৬২.৫০ টাকা বাড়ানো হয়েছিল। আগস্টে সিলিন্ডার পিছু ১৯২ টাকা এবং জুলাইয়ে ১৮৩.৫০ টাকা দাম কমানো হয়েছিল। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি সরবরাহে বিঘ্ন এবং চড়া দামের কারণে জুনে বাণিজ্যিক এলপিজির দাম রেকর্ড বাড়ে। নতুনের ক্ষেত্রে ৫ কেজির ফ্রি ট্রেড এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১,৯০৩ টাকা। রিফিল করতে খরচ হবে ৭৮২ টাকা।

মণিপুরে ২ দেহ উদ্ধার, উত্তেজনা

অশান্ত মণিপুরে দুটি মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। ছড়িয়েছে ব্যাপক সঙ্ঘর্ষ। রবিবার সকালে কংপোকপি জেলায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারির সময় দেহ দুটি উদ্ধার হয়। দু'জনই কুকি সম্প্রদায়ের। একজনের নাম পাওগিনলাল হ্যাংশিং (২০) এবং অপরজন টিংগিনলুন চোংলোই (২১)। ২৮ অক্টোবর থেকে তাঁরা তাফৌ গ্রাম থেকে নিখোঁজ হন। এছাড়াও 'কুকি ইনপি মণিপুর' (কেআইএম)-এর তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, নোনে জেলায় তিনজন কুকি-জো গ্রাম স্বেচ্ছাসেবককেও হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, নিরাপত্তা বাহিনীর অবহেলার কারণেই সশস্ত্র জঙ্গিরাই এই হামলা চালিয়েছে। অন্যদিকে, সাসপেনশন অফ অপারেশন (জঙ্গি দমন অভিযান) চুক্তি বাতিলের দাবিতে মেইতেই ও নাগা সম্প্রদায়ের তরফে মণিপুর জুড়ে শুরু হয়েছে লাগাতার আন্দোলন।

মেঘালয়ে মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন মেতবাহ

মেঘালয়ের রাজনীতিতে বড় ধাক্কা খেল ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (ইউডিপি)। দলের ১২ জন বিধায়কের মধ্যে ১১ জনই দল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দিলেন ইউডিপি সভাপতি মেতবাহ লিংডো। মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমার নেতৃত্বাধীন মেঘালয় ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (এমডিএ) সরকারের মন্ত্রিসভায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ছিলেন তিনি। দলের আট বিধায়ক বিজেপিতে এবং তিন বিধায়ক ন্যাশনাল পিপলস পার্টিতে (এনপিপি) যোগ দিয়েছেন। ফলে মেঘালয় বিধানসভায় ইউডিপির বিধায়ক সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১-এ। এই পরিস্থিতিতে মন্ত্রী হিসেবে তাঁর পক্ষে আর দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন মেতবাহ।

৬১-তে শাহরুখ, সাজছে মন্নত

আজ, সোমবার ৬১-তে পা দিলেন বলিউডের বাদশা শাহরুখ খান। জন্মদিনে অনুরাগীদের জন্য বিশেষ চমক দিতে কোনও খামতি রাখছেন না অভিনেতা। তাঁর জন্মদিনের আগেই মুম্বইয়ে শুরু হয়ে যায় উদ্‌যাপন। শনিবার রাতে শহরের বিখ্যাত বান্দ্রা-ওরলি সি লিঙ্ক আলোয় সাজিয়ে তোলা হয় শাহরুখের আগামী ছবি 'কিং'-এর প্রচারের জন্য। সেতুর গায়ে ফুটে ওঠে ছবির পোস্টার। এ দিকে, শাহরুখের বাড়ি মন্নতের সামনেও জোরকদমে চলে প্রস্তুতি। শোনা যাচ্ছে, আজ মন্নতে 'কিং'-এর টিজার সরাসরি প্রোজেকশনের মাধ্যমে দেখানো হতে পারে। সেজন্যই বাড়িটিকে বড় পর্দার মতো করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

রামলীলায় বিরোধী সমাবেশ

জেলে যাবেন জ্ঞানেশ, হুঙ্কার ইন্ডিয়া জোটের

আবু হায়াত বিশ্বাস
দিল্লি, ১ নভেম্বর

ভোট চুরির জন্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে জেলে যেতে হবে। তাঁকে কোনও ভাবেই ছাড়া হবে না। রামলীলা ময়দানে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিলেন ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। রবিবার দিল্লিতে বিরোধী জোটের সমাবেশ থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিশানা করেন বিরোধী নেতারা। এসআইআর ইস্যুতে তাঁকে কাঠগড়ায় তোলেন কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গে থেকে রাহুল গান্ধী, সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব, তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জিরা। জ্ঞানেশের পাশাপাশি বিজেপি সরকারকেও নিশানা করেন তাঁরা। অভিযোগ করেন, ভোট চুরি করে একাধিক রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এদিন বলেন, 'জ্ঞানেশ কুমার জেলে যাবেন।' নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

এদিনের সভায় বিপুল জমায়েত হয়। এই সভা থেকে বিজেপিকে রাহুলের বার্তা, 'অমিত শাহজি বলেছিলেন, নরেন্দ্র মোদি কোথাও যাবেন না। আমি আপনাদের উল্টোটা বলছি। নরেন্দ্র মোদি কোথাও যেতে পারবেন না। যদি তিনি যেতেও চান, আমরা তাঁকে যেতে দেব না। জ্ঞানেশ কুমারের পর তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।' বাংলা, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনে ভোট চুরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এমনকী ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনেও যোগ্য ভোটারদের নাম কেটে ভোট চুরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ রাহুলের। এদিনের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে, কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি, জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা, পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব-সহ বিরোধী জোটের শীর্ষনেতারা। বিভিন্ন দলের কর্মী-সমর্থক, যুব ও ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন।

সমাবেশে অখিলেশ যাদব দাবি করেন, এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটারদের নাম বাদ যাওয়ার বিষয়টি এখন বিজেপির সমর্থকদেরও উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। তাঁর বক্তব্য, উত্তরপ্রদেশে ১ কোটি ২৭ লক্ষ হিন্দু ভোটারের নাম বাদ পড়েছে বলে দাবি উঠেছে। বিরোধীদের আন্দোলনের ফলে বিজেপিও বুঝতে পারছে, এই প্রক্রিয়ায় তাদের সমর্থকদের ভোটও বাদ যেতে পারে। বিগত এমএলসি নির্বাচনে কাশীর মানুষ বিজেপিকে 'ডাবল ইঞ্জিন সরকারের বদলে ডাবল জিরো' উপহার দিয়েছেন বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। অখিলেশের অভিযোগ, বিজেপি শুধু নিজেদের দলের সদস্যদেরই দেশের ভোটার ও নাগরিক হিসেবে দেখতে চায়। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ভোট লুঠ করে জিতেছে বলে ফের অভিযোগ করেন অখিলেশ। তাঁর দাবি, বিজেপি এবং কমিশন নানা চক্রান্ত করছে।

তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি রামলীলার সভায় বলেন, 'বাংলা শুধু নয়, সারা দেশ এসআইআরের শিকার। আমরা এই প্রক্রিয়া মেনে নেব না।' তাঁর অভিযোগ, বাংলার গণতন্ত্র, অধিকার ও নির্বাচনকে লুঠ করা হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ভোটগণনা কেন্দ্রীয় ভাবে প্রভাবিত করার অভিযোগও তোলেন তিনি। মমতার কথায়, 'আমরা হারিনি, আমাদের হারানো হয়েছে। রাজনৈতিক লড়াইয়ের মাধ্যমেই এর জবাব দেব।' আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব রামলীলা ময়দানের সমাবেশকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, 'গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।' সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি, সিপিআই(এমএল) লিবারেশন নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, এনসি নেতা ফারুক আবদুল্লা, পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতিও সরব হন। দেশের গণতন্ত্র রক্ষার জন্য লড়াই চলবে বলে জানান তাঁরা। এদিনের সভায় আইসা নেত্রী নেহা বোরাও ভাষণ দেন। তবে সিজেপি এই সভায় যোগ দেয়নি। আগেই সিজেপি জানিয়েছিল, তারা সরাসরি রামলীলা ময়দানের প্রতিবাদে যোগ দেবে না। তবে যে কারণে এই প্রতিবাদ হচ্ছে, তাকে তারা সমর্থন করে।



ইন্ডিয়া জোটের 'চলো দিল্লি' প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তা তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। রয়েছেন, তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়্গে প্রমুখ। দিল্লির রামলীলা ময়দানে, রবিবার। ছবি: পিটিআই

ক্ষতি ১২ হাজার কোটি!

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১ নভেম্বর

রামলীলা ময়দানের সভার কারণে কনট প্লেস ও সংলগ্ন এলাকার ৮০ শতাংশ দোকানপাট ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে হয়েছে। এর ফলে বিপুল পরিমাণ ব্যবসায়িক ক্ষতি হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছে দিল্লির ব্যবসায়িক সংগঠন— চেম্বার অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রি (সিটিআই)। এদিন দিল্লিতে প্রায় ২.৫ লক্ষ দোকান বন্ধ রাখতে হয়েছে বলে জানিয়েছে সিটিআই। ব্যবসায়ীদের তরফে জানানো হয়েছে, সামনেই দেওয়ালি উপলক্ষে যেখানে তাঁদের দৈনিক ব্যবসা অত্যন্ত জরুরি, সেই সময়ে ২০টি বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ বাজার বন্ধ রাখা হয়েছে। এর ফলে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

মহড়া সংসদেই থাকুন, শাহের কটাক্ষ রাহুলকে

বীরেন ভট্টাচার্য
দিল্লি, ১ নভেম্বর

প্রধানমন্ত্রী হতে চাইলে সারা জীবন এভাবে মহড়া সংসদেই থাকুন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে রামলীলা ময়দানে রাহুল গান্ধী এবং ইন্ডিয়া জোটের কর্মসূচিকে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

রবিবার চণ্ডীগড়ের একটি অনুষ্ঠান থেকে রাহুল গান্ধীর সমালোচনা করে অমিত শাহ বলেন, সারা জীবনে কখনওই রাহুল গান্ধী দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। রাহুল গান্ধীর ভালবাসার দোকানের স্লোগানকে কটাক্ষ করে শাহ বলেন, 'আপনার ভালবাসার দোকান থেকে কখনওই কেউ ঘৃণা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে যেতে পারবে না।' ১৯৮৪ সালের ১ নভেম্বর, ইন্দিরা গান্ধী খুন হওয়ার পর পাল্টা শিখ-বিরোধী হিংসা ছড়িয়েছিল। সেই দিনেই এই কর্মসূচি পালন করার সমালোচনা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেসের এই কর্মসূচি শিখদের ভাবাবেগে আঘাত করেছে। রাহুল গান্ধী শিখ-বিরোধী হিংসার সেই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েছেন বলে মন্তব্য করেন অমিত শাহ। তিনি জানান, এই দিনটিতে কর্মসূচি না করার জন্য কংগ্রেসকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, যদিও তারা সে-কথা শোনেনি। তাঁর দাবি, 'বিদেশের চাপে এদিনই সভা করেছেন রাহুল গান্ধী।' তাঁর কথায়, ভারত এবং পাঞ্জাব এই হিংসা কখনও ভুলবে না।

অন্য দিকে, বিজেপির আরেক হেভিওয়েট নেতা জেপি নাড্ডা বলেন, এদিনের কর্মসূচি একটি বোকামিপূর্ণ কর্মসূচি। তাঁর কথায়, অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলার সামনে দেশের গণতন্ত্রকে বিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। তিনি বলেন, 'এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য উৎসবের মরশুমে দিল্লির ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করা এবং গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকারের মধ্যে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে অরাজকতা সৃষ্টি করা।' নাড্ডার বক্তব্য, 'ভারতীয় গণতন্ত্রে ১ নভেম্বর একটি কালো এবং সবচেয়ে অন্ধকার দিন। এই দিনে আমাদের দেশের শিখ ভাইদের হত্যা করেছিল কংগ্রেস-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। লক্ষাধিক শিখ পরিবার এই দিনে গৃহহীন হয়েছিলেন।'



চণ্ডীগড় পুলিশের হীরকজয়ন্তী উদ্‌যাপনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার। ছবি: পিটিআই

২ এমএলসি বিধায়ক বিজেপিতে এসেও...

আজকালের প্রতিবেদন

বিহারের দু'জন এমএলসি বিধায়ক। একজন বংশীধর ব্রজবাসী। জিতেছেন তিরহুত গ্র্যাজুয়েট কেন্দ্র থেকে। অন্যজন রাহুল রাজ। জিতেছেন সারণ টিচার্স কেন্দ্র থেকে। দু'জনেই জিতেছেন নির্দল প্রার্থী হিসেবে। হারিয়েছেন এনডিএ-র জোট শরিক জেডিইউ-র প্রার্থীদের। এরপর দু'জনেই বিজেপির একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ঘোষণা করেন, তাঁরা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। সেই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরি, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সঞ্জয় সারাওগি, বিহারে বিজেপির ভারপ্রাপ্ত নেতা হরিশ দ্বিবেদী। এদিকে, এই দু'জনের বিজেপিতে যোগদানের খবর পেয়ে তাদের এমএলসি পদ খারিজের দাবি করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব। সংবিধানের দশম তফসিলের ২ (২) ধারায় এই দাবি করেন তিনি। সেই নিয়ম অনুযায়ী, কোনও নির্বাচনের জেতার পর নির্দলরা যদি কোনও দলে যোগ দেন তাহলে তাঁদের বিধায়ক পদ খারিজ হবে। তেজস্বী এই দুই বিধায়কের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। এরপরেই ওই দুই এমএলসি সদস্য জানান, তাঁরা বিজেপিতে যোগ দেননি। পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান, তাঁরা শুধু বিজেপির কর্মসূচিকে সমর্থন করেছেন মাত্র।

বিহার

প্রার্থী-তালিকা বেরোতেই ইস্তফা ২ আপ বিধায়কের

আজকালের প্রতিবেদন

আগামী বছরের গোড়াতেই পাঞ্জাবে বিধানসভা নির্বাচন। তবে ভোট ঘোষণার আগেই শনিবার প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে আম আদমি পার্টি। প্রথম তালিকায় নাম রয়েছে ৪০ জনের। যদিও তারপরেই সমস্যার মুখে পড়েছেন আপ নেতৃত্ব। কারণ রবিবারই ইস্তফা দিয়েছেন দলের দুই বিধায়ক। তাঁরা ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন বিধানসভায়। এই দুই বিধায়ক হলেন সানাউর কেন্দ্রের হরমিত সিং পাঠানমাজরা এবং সামানা কেন্দ্রের চেতন সিং জৌরামাজরা।

বিভিন্ন ইস্যুতে অনেক দিন ধরেই পাঠানমাজরার সঙ্গে সঙ্ঘাত বেধেছে দলের নেতৃত্বের। সঙ্ঘাত বেধেছে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ফৌজদারি মামলা নিয়েও। জৌরামাজরা ছিলেন পাঞ্জাবের প্রাক্তন মন্ত্রী। মে মাসে শিরোমণি অকালি দলের প্রাক্তন নেতা সুরজিৎ সিং রাখরা আপে যোগ দেন। তাঁকে সামানায় দলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়। এতে প্রভাব কমে স্থানীয় বিধায়ক জৌরমাজরার। ফলে দলের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ ছিলই।

আপ শনিবার যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান ধুরি আসন থেকেই লড়বেন। জেলে থাকা ক্যাবিনেট মন্ত্রী সঞ্জীব অরোরা লড়বেন লুধিয়ানা পশ্চিম আসন থেকে। এ ছাড়া পাঞ্জাব বিধানসভার অধ্যক্ষ ও দলের দু'বারের বিধায়ক কুলতার সিং সান্ধোয়ান প্রার্থী হচ্ছেন কোটকাপুরা কেন্দ্র থেকে। ডেপুটি স্পিকার লড়বেন গরশঙ্কর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। তালিকায় রয়েছে চারজন মহিলা বিধায়কের নাম। এঁরা হলেন বলজিন্দর কৌর (তালবন্দি সাবো কেন্দ্র), ইন্দরজিৎ কৌর মান (নাকোডার কেন্দ্র), সন্তোষ কাটারিয়া (বালাচুর কেন্দ্র) এবং আমনদীপ কৌর অরোরা (মোগা কেন্দ্র)।

পাঞ্জাব

ডিম্বাণু পাচার চক্র, হায়দরাবাদে ধৃত ৮

সংবাদ সংস্থা
হায়দরাবাদ, ১ নভেম্বর

আন্তঃরাজ্য মানব ডিম্বাণু সংগ্রহের একটি চক্রের সন্ধান পেল হায়দরাবাদ পুলিশ। এই চক্রটি ডিম্বাণু দানের জন্য মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ করত। তদন্তকারীদের ধারণা, আইভিএফ ও প্রজনন স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে মহিলাদের বাণিজ্যিক ভাবে শোষণ করা হচ্ছিল। বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে পুলিশ আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র-সহ অন্যান্য রাজ্য থেকে আসা ৪৩ জন মহিলাকে উদ্ধার করেছে।

উদ্ধার ৪৩ মহিলা

জানা গিয়েছে, বেগমপেট ও সরুরনগর পুলিশ এবং মালকাজগিরি কমিশনারেটের 'স্পেশ্যাল অপারেশনস টিম' এই অভিযানটি চালায়। প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, প্রতিটি ডিম্বাণু সংগ্রহের প্রক্রিয়ার বিনিময়ে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে এই মহিলাদের হায়দরাবাদে নিয়ে আসা হয়েছিল। বিভিন্ন রাজ্য থেকে দালালরা তাদের নিয়ে আসত। এবং ভাড়াবাড়িতে রাখার পর তাদের প্রজনন ক্লিনিকে নিয়ে যেত। অভিযান চালিয়ে পুলিশ 'হিউমগ এইচপি ১৫০ আইইউ' ইঞ্জেকশনের পাঁচটি ভায়াল, একটি সিরিঞ্জ, দুটি সুচ এবং 'প্রিমোলুট' ও 'মেপ্রেট' ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে। তদন্তকারীদের সন্দেহ, অনুমোদিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধান ছাড়াই কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পন্ন করা হয়ে থাকতে পারে এবং বায়োমেডিক্যাল বর্জ্য অপসারণের নির্ধারিত কিছু নিয়মকানুনও হয়তো লঙ্ঘন করা হয়েছে। অমিত শর্মা (৪৪), নিক্কাত পারভিন (৩১), রেশমা খাতুন (২৬), মেঘাবথ শ্রীনিবাস ওরফে সোনু (২৩), জেপ্রায় প্রদীপ (২৭), এসকে পারভিন (৪২), বিজয় ভাগওয়া রাও সালুঙ্কে (৪৬) এবং পঙ্কজ সোনি (৫২) নামে আট সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশের ধারণা, এদের মধ্যে অমিত শর্মা চক্রের মূল পান্ডা। মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ করত নিক্কাত, আইভিএফ এজেন্ট রেশমা।

এভারেস্ট ট্রেকিংয়ের পথে হোটেলে আগুন, রক্ষা পেলেন বাংলার ২৯

মলয় সিন্‌হা

ইয়ুথ হস্টেল্‌স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া (ওয়াইএইচএআই) বসিরহাট ইউনিট এবং ট্রাভেলার্স গিল্ডের যৌথ উদ্যোগে এভারেস্ট বেসক্যাম্প ট্রেকিংয়ে বেরিয়েছিল বাংলার একদল অভিযাত্রী। কিন্তু মাঝপথেই ঘটে বিপত্তি। গত ৩০ অক্টোবর সোলুখুম্বু জেলার খুম্বু পাসাং লামু গ্রামীণ পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ডিংবোচেতে অবস্থিত 'হোটেল গুড লাক'-এ সকাল ১১টায় গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। অল্পের জন্য বেঁচে যান বাংলার ২৯ জন ট্রেকার-সহ অন্যরা। তবে বসিরহাট অভিযাত্রী দলের পর্যাপ্ত শীতের পোশাক, খাবার-সহ তাঁদের ব্যাকপ্যাকে থাকা প্রয়োজনীয় সামগ্রী, টাকা আগুনে পুড়ে যায়। সেই সময় হোটেলের বাইরে ভারী তুষারপাতের পাশাপাশি টেম্পারেচার মাইনাস ৯ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সবাই আশ্রয় নেয় পাশের হোটেলে।



আগুনের গ্রাসে ডিংবোচের হোটেল গুড লাক।

গত ২১ অক্টোবর ওয়াইএইচএআই-এর বসিরহাট ইউনিট এবং ট্রাভেলার্স গিল্ডের ২৯ জনের দলটি এভারেস্ট বেসক্যাম্প ট্রেকিংয়ের জন্য নেপালের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। দুর্ঘটনার দিন হোটেল গুড লাকে ছিলেন তাপস দাস, চঞ্চল বিশ্বাস, দেবাশিস পোদ্দার, সুমিত মণ্ডল, অসিত মণ্ডল, অরিন্দম বিশ্বাস-সহ অন্যরা। ট্রাভেলার্স গিল্ড-এর সাধারণ সম্পাদক শান্তিকুমার রায় জানান, ' ডিংবোচের হোটেলে সদস্যরা ডাইনিং স্পেসে ছিলেন। হঠাৎ রান্নাঘরে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ভয়াবহ আগুন লেগে যায়। মোবাইল ফোন ছাড়া তাঁদের অন্য সব জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।' জানা গেছে, রবিবার প্যাংবোচেতে দু'দলে ভাগ হয়ে নীচের দিকে নামছে। একটি দল লুকলা যাবে। অন্য দলটি সালেরি হয়ে জনকপুর পৌঁছে যাবে।

তুষারপাতে আটকে ৪ বাঙালি-সহ ৬

সংবাদ সংস্থা
কাঠমান্ডু, ১ নভেম্বর

গাইডের কথা না শুনে এগিয়ে গিয়েছিলেন ছ'জন ভারতীয় পর্যটক। নেপালের শে-ফোকসুন্দো ন্যাশনাল পার্ক এলাকায় শনিবার দুপুর থেকে ভারী তুষারপাতের কারণে আটকে পড়েছেন তাঁরা। ডোলপা জেলায়। সূত্রের খবর, তাঁদের মধ্যে চারজন বাঙালি। পর্যটকদের নাম মৌমিতা হালদার, পিয়ালি কোলে, জজলা ত্রিবেদী কুমার, আদিত্য সিংহ, দীপলিনা বিশ্বাস ও রাজেশ দে। পর্যটকদের উদ্ধারে নিরাপত্তাকর্মীরা চেষ্টা চালাচ্ছেন। সেনাবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার পৌঁছোনোর কথা সেখানে। ডোলপা জেলার মুখ্য আধিকারিক জুনু ধাকালের কথায়, পর্যটকেরা শে-ফোকসুন্দো গ্রামীণ পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ধো এলাকায় গিয়েছিলেন। এলাকাটি তখন ভারী তুষারে ঢাকা ছিল। ওই গ্রামীণ পুরসভাতেই রয়েছে শে-ফোকসুন্দো হ্রদ, যা নেপালের গভীরতম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩,৬০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই হ্রদের আনুমানিক গভীরতা ১৪৫ মিটার। তিনি জানান, নিরাপত্তাকর্মী এবং তাঁদের সঙ্গে থাকা নেপালি গাইডের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করেই পর্যটকেরা ওই এলাকায় গিয়েছিলেন। ভারী তুষারপাতের মধ্যেও গাইডকে ছেড়ে তাঁরা হ্রদের দিকে এগিয়ে যান। ওইদিন সন্ধেয় ওই গাইড ডোলপা জেলা প্রশাসনের দপ্তরে যোগাযোগ করে জানান, ভারী তুষারপাতের কারণে পর্যটকেরা আটকে পড়ে থাকতে পারেন। রবিবার সকালে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে ধাকাল স্পষ্ট করেন, 'ওঁদের নিখোঁজ বলা যাবে না, কারণ তাঁরা কোথায় আটকে রয়েছেন, তা আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি।'

নেপাল

৪০ ভিলা থেকে আয় ১.৮ কোটি!

সংবাদ সংস্থা
জয়পুর, ১ নভেম্বর

মাত্র ৬ কোটি টাকায় ৪০টি ভিলা-রিসর্ট কিনে সেগুলি থেকেই বছরে প্রায় ১.৮ কোটি টাকা আয়! রাজস্থানের এক আইএএস আধিকারিক ও তাঁর আইপিএস স্ত্রীর বিরুদ্ধে এমনই দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, একটি রিয়েল এস্টেট সংস্থাকে বেআইনি সুবিধা পাইয়ে দিয়েছিলেন ওই আধিকারিক। বিনিময়ে সংস্থাটির কাছ থেকে বাজারদরের তুলনায় কমে ভিলা ও রিসর্ট কিনেছিলেন।

এই ঘটনায় আইএএস আধিকারিক শিখর আগরওয়ালের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে রাজস্থানের দুর্নীতিদমন শাখা। তদন্তকারীদের অভিযোগ, গোয়েল ফ্যাশন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থাকে নির্মাণ সংক্রান্ত নিয়মে বেআইনি ছাড় পাইয়ে দিয়েছিলেন শিখর। তার পর সংস্থাটির কাছ থেকে নিজের নামে, স্ত্রী, সন্তান ও আত্মীয়দের নামে ২০২৩ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে ৪০টি ভিলা ও রিসর্ট কেনেন তিনি।

তদন্তকারী সূত্রের দাবি, এর মধ্যে উদয়পুরে রয়েছে ২০টি ভিলা। প্রতিটি ভিলা ১৫ লক্ষ টাকা দরে কেনা হয়েছিল। আলওয়ারে আরও ২০টি ভিলা ও রিসর্ট কেনা হয়। প্রতিটির দাম ছিল ১৬ লক্ষ টাকা। অভিযোগ, সম্পত্তিগুলি কেনার পর যে সংস্থার কাছ থেকে সেগুলি কেনা হয়েছিল, সেই সংস্থাকেই লিজে দেওয়া হয়। এর বিনিময়ে ওই দম্পতির বছরে আয় হত ১.৮ কোটি টাকা।

রাজপথের প্রতিবাদকে নতুন চেহারা দিচ্ছে ব্যাটম্যানরা

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ১ নভেম্বর

একটি প্রতিবাদ সমাবেশ মানেই সাধারণত প্ল্যাকার্ড, ব্যানার আর স্লোগানের এক বিশাল সমাহার। তবে যত দিন যাচ্ছে, ক্রমেই সভা-সমাবেশের চরিত্র বদলাচ্ছে। একটু ভাল করে তাকালে ভিড়ের মাঝে কিছু অপ্রত্যাশিত চরিত্র চোখে পড়তে পারে। হয়তো দেখা গেল বিক্ষোভকারীদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন ব্যাটম্যান। কিংবা মিছিলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন স্পাইডারম্যান। এখন রাজপথের প্রতিবাদের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠছে এই বিখ্যাত চরিত্রগুলি।

ভারতের বিভিন্ন শহরে প্রতিবাদকারীরা সুপারহিরোর পোশাক ও মুখোশ পরে রাস্তায় নেমে আসছেন। এর মাধ্যমে তাঁরা সিনেমা, কমিক বই বা ভিডিও গেমের কাল্পনিক চরিত্রগুলোকে নিয়ে আসছেন বাস্তব জীবনের প্রতিবাদী কর্মসূচিতে।

এই দৃশ্যগুলোর ছবি ও ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু ভারতেই নয়, বিশ্ব জুড়ে এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সেও সুপারহিরো সিনেমা বা অ্যানিমেশন সিরিজের চরিত্রগুলির বেশভূষায় অনেককে বিক্ষোভকারীদের পাশে দেখা গেছে।

রাজনৈতিক প্রতিব

কর্মখালি

• VACANCY DR. B. R. AMBEDKAR COLLEGE Principal, Librarian & Assistant Professors As per applicable NCTE/ University norms Education, Bengali, English, Hindi, Sanskrit, History, Geography, Mathematics, Physical & Life Science, Political Science, Food &Nutrition,Physical Education, Fine Arts &Music,Send CV in email: drbracollegeape00317@gmail.com Cont: 9064693439, Last Date: 15.11.2026

নাম পদবি পরিবর্তন

• I, Kartick Chakravorty S/o Lt. K C Chakravorty have corrected my name from Kartick Chakraborty S/o Lt. K C Chakraborty via affidavit before Ld. J. M (1st Class), Barasat Court on 30.10.2026 for updation of surname in DL & RC at Barasat RTO(WB25).

• I,Rajat Majumder S/o Late Debendra Nath Majumder resident of 16/A,Shyamasreepally,P.O: Nona Chandanpukur, Barrackpore dohereby declare that I have changed my name from Rajat Majumder to Rajat Kumar Majumder and henceforth I shallbe known as Rajat Kumar Majumder in all purpose,vide affidavitno.36244 sworn before the Notary public at Sealdah on 28th October 2026. Rajat Kumar Majumder and Rajat Majumder both are same and one identical person.

• Sankar Dutta with Passport M8554314, known as Shankar Dutta vide Affidavit 64 of 27Oct/26 at Notary Public Tehatta.

বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল (১) যমুনা দেবী রানা, স্বামী– শংকর সিং রানা, (২) সাবিত্রী বিশ্বকর্মা, স্বামী– চিত্র বাহাদুর বিশ্বকর্মা উভয়ের ঠিকানা– বি বি হালে সরণি ডিপু, পোঃ– ব্রেসব্রিজ, থানা– গার্ডেনরিচ, কলকাতা–৭০০০৮৮, মৌজা– চট্টাকালিকাপুর, এল আর দাগ–373, জমি– 6 কাঠা 30 বর্গফুট মালি। বেহালা রেজিস্ট্রি অফিসে I-02915/2010 দলিল মূলে শ্রীমতি রীনা নস্করের কাছ থেকে ক্রয় করেন। বেহালায় রেজিস্ট্রিকৃত I-1505/2006 দলিল মূলে শ্রী অনাথ মণ্ডল, পিতা– নিরঞ্জন মণ্ডল–এর কাছ থেকে ক্রয় করে বিক্রি করেন। D.S.R. II রেজিস্ট্রি অফিসে IV-00100/2003 আমমোক্তার দলিল মূলে শ্রী অনাথ মণ্ডল, পিতা– শ্রী নিরঞ্জন মণ্ডলকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেছিলেন।
বর্তমানে আমার দুই মক্কেল এই জমির মালিকানাধীনে আছেন এবং বি.এল.আর. অফিসে মিউটেশন–এর জন্য আবেদন করেছেন MN/2026/1614/10655 এবং MN/2026/1614/10670 তা সকলকে অবগত করা হল। এই জমি সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ থাকলে 39 বীরেন রায় রোড, কলকাতা–70008 এই ঠিকানায় বি.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করতে পারবেন।

বিনীত, অ্যাডভোকেট
জগন্নাথ মণ্ডল

NOTICE

My Client Samir Majumder, S/o Tapan Majumder, residing at - Sewli, P.O. Sewli Telinipara, P.S. Mohanpur, Dist - 24 PGS (N), Kol - 700121, purchased 2(Two) Cottahs land situated at Mouza - Telinipara, J.L. No.10, Re.Su. No. 73, contained in R.S. & L.R. Dag No. 1449/1738, L.R. Khatian No. 1012, under the jurisdiction of A.D.S.R.O. Barrackpore, within the local limits of Sewli Gram Panchayat, by way of Deed of Sale through the constituted Attorney Sk Munna (S/o Late Sk. Giasuddin) under registered Power of Attorney vide No. 00590, Dated 02/05/2012, registered at A.D.S.R.O. Barrackpore for and on behalf of Vendor Sri Chandan Ghosh (S/o Mangal Chandra Ghosh) and the said Deed of Sale was duly registered at A.D.S.R.O. Barrackpore on 01/03/2013 and recorded in Book No.1, CD Volume No.7, vide Deed No. 01912, for the year 2013. That my Client Samir Majumder intends to record his name in respect of the said property. Any person having any objection may contact the B.L. & L.R.O. Barrackpore - II, within 1(One) month.
Prabir Kr. Ghosh, Advocate
Barrackpore Court, EN. NO.-WB/843/1995

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 7/EE/HGD/W&S/KMDA of 2026-2027

e-Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, W&S Sector, KMDA, 1, R.N. Tagore Road, Kolkata-700076, from eligible and resourceful contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Emergency leak repairing of 600 mm dia 1 nos DI pipe near Kalyani Expressway & K.S Dutta road junction (Ward No-12) primary grid on Kalyani expressway under North Dum Dum Municipality., Rs.2,40,839/-, Rs.4,817/-, 02 days, **End date and time of Bid submission**: 18.11.2026 upto 14:30 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-694)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA-T19473(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT,
PPP Cell
SWASTHYA BHAWAN, SALT LAKE, KOLKATA-700091
Memo No.: HFW-14015(13)/9/2024-SPSRC SEC-Dept. of H&FW/842
Date: 30/10/2026
TENDER NOTICE
NIT No. PPP/NIT/54/2026

Request for Proposal for Selection of Private Partner for Establishment, Operation, Maintenance and Management of PET CT Scan Centre at NRS Medical College and Hospital (MCH) in West Bengal under Public Private Partnerships (PPP) Mode – 2nd Call. **Sr. No. 1. District:** Kolkata. **Project location :** NRS Medical College and Hospital (MCH). **NIT No. :** PPP/NIT/54/2026. The document containing the scheme and the eligibility criteria of the applicants may be obtained from the website **www.wbhealth.gov.in** under the option 'TENDER' & **https://tenders.wb.gov.in** Interested Organizations may attend a PRE-BID meeting to be held on **06/11/2026 (12:00 P.M.)** at SPSRC, 5th floor, B wing, Swasthya Bhawan, Sec-V, Salt Lake, Kolkata- 700 091. The start date of receipt of Bids in the prescribed format online provided in the document for the project is 02/11/2026 from 10:00 A.M. and Bid submission closing date & time online : 23/11/2026 till 5:00 P.M. Sd/- Joint Director (SPSRC), Government of West Bengal. **ICA- T19479(3)/2026**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer(Civil)/BR-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EE-III/13/12/26-27

Name of the Work: **Repairing of IPS and paver block passage at 17 G. S. Lane and 11/2 Canal Circular Road different area in Ward No. 13 disturbed by Water Supply Deptt.**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,99,782.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **30 days**; Last date and time of submission of bid: **17.10.2026** up to **12 noon**; Date and time of opening of bid : **19.11.2026** after **12 noon**; The bid forms and other details are available on and from **03.11.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer(Civil)/BR-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

(1) NIT No.: KMC/IX/071/033/2026-2027/REST

Name of the Work: **Restoration of Road surface at 5, 12, 22 Rup Narayan Nandna Lane & surrounding areas in Ward No. 71**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,84,620.35**; Earnest Money: **Rs. 9,700.00**; Period of Completion: **60 days**.

(2) NIT No.: KMC/IX/079/017/2026-2027/UTTARAN

Name of the Work: **Repairing of I.P. passage at 49/5/2E/H/3 K.M. Sarani, 49/5/H/172, 49/5/H/189 K. M. Sarani near Babubazar Uttaran and surrounding areas in Ward No. 79**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,48,264.00**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**; Period of Completion: **45 days**.

(3) NIT No.: KMC/IX/075/019/2026-2027/UTTARAN

Name of the Work: **Maintenance of Uttaran Sewer Line by desilting work along Garden Reach Road, Nitya Ghosh Street and surrounding area in Ward No. 75**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,49,659.00**; Earnest Money: **Rs. 3,000.00**; Period of Completion: **90 days**.

(4) NIT No.: KMC/IX/075/022/2026-2027/UTTARAN

Name of the Work: **Repairing of Uttaran IPS passages at 2/10, 2E Nitya Ghosh Street, 21, 22 Munshigunge Road and etc. in Ward No. 75**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,98,299.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **30 days**.

(5) NIT No.: KMC/IX/075/024/2026-2027/UTTARAN

Name of the Work: **Repairing of IPS passages at 17, 19C Munshigunge Road, 98/H/12/5/1, Garden Reach Road, 6, 6/2 Canal Road and different Uttaran areas in Ward No. 75**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,99,116.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **30 days**.

(6) NIT No.: KMC/IX/075/020/2026-2027/UTTARAN

Name of the Work: **Maintenance of Uttaran drainage system by supplying fitting and fixing M. H. Cover, G. P. Cover, C. P. Cover & inspection Pit Cover in Ward No. 75**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,99,816.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **90 days**; Last date and time of submission of bid: **07.11.2026 - 12 noon [For Sl. No. 1)** and **18.11.2026 - 12 noon [For Sl. No. 2 to 6]**; Tender will be opened on : **13.11.2026 - 12 noon [For Sl. No. 1)** and **20.11.2026 - 12 noon [For Sl. No. 2 to 6]**; The bid forms and other details are available on and from **30.10.2026 (5 p.m.) [For Sl. No. 1)** and **03.11.2026 - (5 p.m.) [For Sl. No. 2 to 6]** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1)** and **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 2 to 6].**

669/26-27

ডায়মন্ড হারবার পুলিশের বিজয়া সম্মিলনীতে মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন
ডায়মন্ড হারবার, ১ নভেম্বর

রবিবার রাতে ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনীতে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই প্রথম রাজ্যের কোনও মুখ্যমন্ত্রী ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার বিজয়া সম্মেলনীতে যোগ দিলেন। বজবজের বাওয়ালি রাজবাড়িতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক অভিষেককুমার তেওয়ারি ও ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সুপার চন্দ্রশেখর বর্ধন এবং পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। এদিন রাত ৯টার পর মুখ্যমন্ত্রী বাওয়ালি রাজবাড়িতে এসে পৌঁছোন। মুখ্যমন্ত্রী আসার খবর পেয়ে এলাকার মানুষ তাঁকে দেখার জন্য ওই রাজবাড়ির সামনে এসে ভিড় করেন। পুলিশ কঠোর নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে উপস্থিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় রাজবাড়ির সামনে পৌঁছোতেই জনতার মধ্যে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস দেখা যায়। কেউ কেউ 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনিও দেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় সোজা রাজবাড়িতে ঢুকে যায়। প্রায় চল্লিশ মিনিট মুখ্যমন্ত্রী সেখানে ছিলেন। তারপর কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। ফিরে যাওয়ার সময় উপস্থিত জনতার উচ্ছ্বাসে সাড়া দেন মুখ্যমন্ত্রী। গাড়ির জানলা খুলে হাত নাড়তে দেখা যায় তাঁকে।



তৈরি হচ্ছে বারাসতের পাইওনিয়ার অ্যাথলেটিক ক্লাবের মণ্ডপ। ছবি: ভবতোষ চক্রবর্তী

বারাণসীর মণিকর্ণিকা ঘাট বারাসতের কালীপুজোয়

সোহম সেনগুপ্ত

বারাণসীর মণিকর্ণিকা ঘাটের আদলে সন্ধ্যা আরতি দেখতে হলে দর্শনার্থীদের এবার আসতেই হবে বারাসতের পাইওনিয়ার অ্যাথলেটিক ক্লাবের ৫৪তম বর্ষে কালীপুজোর মণ্ডপে। এই পুজোমণ্ডপে এলে দর্শনার্থীরা এখানে দেখতে পাবেন গঙ্গার বুকে ভাসমান প্রদীপ, নৌকা আর চোখ–ধাঁধানো আলোকসজ্জা। পুজোমণ্ডপ সংলগ্ন পাইওনিয়ার পুকুরে আয়োজন করা হচ্ছে লাইভ আরতিও। যেখানে থাকবে প্রায় দশ হাজার প্রদীপ। পুকুরটি এখন মণিকর্ণিকা ঘাটের অনুকরণেই নিখুঁত কারুকার্যের মাধ্যমে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। এই পুজো কমিটির সভাপতি তথা বিজেপির যুব মোর্চার জেলা সভাপতি শুভঙ্কর সেন জানান এখানে এলে দর্শনার্থীরা বারাণসীর মণিকর্ণিকা ঘাটের পরিবেশ ঐতিহ্য ও ধর্মীয় আচার দেখতে পাবেন। ওই ঘাটের অনুকরণে পাইওনিয়ার পুকুরে শুধু দশ হাজার প্রদীপই নয় থাকবে নৌকাও। শুভঙ্কর জানান ৬ নভেম্বর তাঁদের পুজো উদ্বোধনে আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এছাড়াও মন্ত্রী অর্জুন সিং, মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া, বারাসতের বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জি থাকবেন পুজো উদ্বোধনে। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকেও আনার জন্য প্রয়োজনীয় কথা–বার্তা চলছে বলেও জানান তিনি। সবমিলিয়ে পাইওনিয়ারের পুজোমণ্ডপ এবারের বারাসতের কালীপুজোর অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্র বলেই মনে করছেন অনেকে। জানা গেছে শুধু লাইভ আরতিই নয় কাশীর শ্মশানঘাটের অনুকরণে তৈরি শ্মশানও থাকবে পুজোমণ্ডপে। সেখানে থাকবেন সাধু–সন্তরা। প্রদীপের আলো ও মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক পরিবেশ তুলে ধরার জন্যও ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন শুভঙ্কর সেন। পাইওনিয়ার ক্লাবের থিমের অভিনবত্বে ভরা পুজোমণ্ডপে ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে গেছেন রাজ্য পুলিশের পদস্থ কর্তারা।



এয়ার মার্শাল মেহতাব সিং দেশওয়াল

পূর্বাঞ্চলে নতুন বায়ুসেনা প্রধান

ইস্টার্ন এয়ার কমান্ডের এয়ার অফিসার কমান্ডিং–ইন–চিফ হলেন এয়ার মার্শাল মেহতাব সিং দেশওয়াল। রবিবার এই দায়িত্ব নেন তিনি। এয়ার মার্শাল দেশওয়াল ১৯৮৯ সালের ১৪ জুন ভারতীয় বিমান বাহিনীর ফ্লাইং শাখায় ফাইটার পাইলট হিসেবে যোগ দেন। বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধবিমান ৩২০০ ঘণ্টারও বেশি ওড়ানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। তিনি স্ট্রাইক এয়ারক্রাফট ও এয়ার ডিফেন্স বিশেষজ্ঞ এবং একজন 'পাইলট অ্যাটাক ইনস্ট্রাক্টর'। ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি এবং ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের প্রাক্তনী এয়ার মার্শাল দেশওয়াল। 'অতি বিশিষ্ট সেবা পদক' ও 'বায়ু সেনা পদক'–এ ভূষিত করা হয়েছে তাঁকে।

রাজনৈতিক হিংসার বলি

মুখ্যমন্ত্রীর চাকরির ঘোষণা, আশায় নিহতদের পরিবার

বুদ্ধদেব দাস
মেদিনীপুর, ১ নভেম্বর

রাজনৈতিক হিংসায় খুন হওয়া পরিবারের সদস্যদের একজনকে চাকরি দেবে রাজ্য সরকার। শনিবার গড়বেতার সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একথা ঘোষণার পর নতুন করে আশার আলো দেখছেন নিহতদের পরিবারের সদস্যরা। পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা, কেশপুর, সবং, পিংলা, বেলদা, নারায়ণগড়ের বহু মানুষ ১৯৯৮ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে খুন হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর চাকরির ঘোষণায় আশায় বুক বাঁধছেন বেলদার বিদ্যুৎ দাস ও দাঁতনের পবন জানার পরিবার। ২০২০ সালে রাজনৈতিক হিংসায় দুই তরতাজা যুবক খুন হয়েছিলেন। সেইসময় উত্তাল হয়েছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা ও দাঁতন। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় খুশি দুই পরিবার। তবে তারা নতুন করে ন্যায়বিচারের দাবিও জানাচ্ছে। বেলদার সরিষা এলাকায় বিদ্যুৎ দাসের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর তৈরি হয়েছিল। পরিবারের অভিযোগ, বিজেপি করার কারণে তাঁকে নিশানা করা হয়। জমিদখল ও তোলা চাওয়াকে কেন্দ্র করে তাঁকে মারধর করা হয় এবং সেই আঘাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় সিপিএম ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল পরিবার। ঘটনার পরেই পুলিশের দ্বারস্থ হয় বিদ্যুৎ দাসের পরিবার। পরিবারের দাবি, অভিযোগ দায়েরের পর তাঁদের বাড়িতে গিয়ে বিপুল অঙ্কের টাকা দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়েছিলেন কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা। তবে সেই প্রস্তাবে রাজি না হয়ে তাঁরা ন্যায়বিচারের দাবিতে অনড় রয়েছেন। পরিবারের কথায়, 'আমাদের টাকার প্রয়োজন নেই, আমরা সঠিক বিচার চাই।' অন্য দিকে, দাঁতনের কুসমী এলাকায় পবন জানার মৃত্যুর ঘটনাও তীব্র আলোড়ন ফেলেছিল। অভিযোগ, তৃণমূলের হাত থেকে বাবাকে বাঁচাতে গিয়েই মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছিল ওই যুবকের। এবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর চাকরি দেওয়ার ঘোষণায় নতুন করে আশার আলো দেখছে পবনের পরিবারও। দীর্ঘদিনের শোক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে সরকারি ঘোষণা ঘিরে নিহতদের পরিবারের সদস্যদের মনে নতুন প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে।

বিস্ফোরণ কেড়েছিল ১০ প্রাণ

বাজিকে বিদায় দিয়েছে এগরার গ্রাম

যজ্ঞেশ্বর জানা
এগরা, ১ নভেম্বর

অবৈধ বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে দশজনের প্রাণহানির ঘটনায় কেঁপে উঠেছিল এগরার বাজি গ্রাম নামে পরিচিত খাদিকুল। ২০২৩ সালের ১৬ মে–র সেই মর্মান্তিক স্মৃতি আজও তাড়া করে বেড়ালেও, ধ্বংসস্তূপ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে নতুনের বার্তা দিচ্ছে এগরা–১ ব্লকের সাহারা অঞ্চলের সেই বাজি গ্রাম। তৃণমূল সরকারের পতনের পর শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন নতুন রাজ্য সরকারের শব্দবাজির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিকে খাদিকুলের মানুষ অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। বিস্ফোরণে নিহতদের পরিবার সরকারি আর্থিক সাহায্য ও হোমগার্ডের চাকরি পেলেও, তৎকালীন সরকারের 'গ্রিন বাজি' ক্লাস্টার গড়ার ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়নি। তবে বর্তমান রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে গ্রামবাসীরা জীবনহানির পেশাকে স্থায়ী ভাবে বিদায় জানিয়েছেন।

ফাঁকা মাঠের মধ্যে দেড় বিঘা জমি জুড়ে ভানু বাগের সেই অভিশপ্ত বাজি কারখানা এখন লতাপাতায় ঢাকা। সেখানে দাঁড়িয়ে ভানু বাগের ভাই কালীপদ বাগ বলছিলেন, 'দাদার সঙ্গে বাজি কারবার নিয়ে আমার কম বিরোধ হয়নি। আমরা তো নয়ই, দাদার ছেলেও কখনও এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল না।' এক সময় বাজি তৈরির সঙ্গে যুক্ত গ্রামের প্রৌঢ় পঙ্কজ বাগ ও বাচ্চু পালরা বর্তমান প্রজন্মের সুরক্ষার স্বার্থে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা আর কখনও গ্রামে বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে চান না। মাতৃহারা বালক অংশু বাগ, যে ঘটনার দিন চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ত, সে এখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। সে জানিয়েছে, 'মাকে তো আর ফিরে পাব না, আর কোনও সন্তান যেন মাতৃহারা না হয়।' মৃত অম্বিকা মাইতির দেওর সমীরেশ মাইতি জানিয়েছেন, 'দীপাবলিতেও খাদিকুলে কোনও শব্দবাজির কানফাটা আওয়াজ বা বারুদের গন্ধ থাকবে না।' স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান পুষ্পরানি সাউ মাইতিও নিশ্চিত করেছেন যে, খাদিকুল তার 'বাজি গ্রাম'–এর কলঙ্কিত পরিচয় সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছে এবং অবৈধ বাজি তৈরিতে প্রশাসনের কড়া নজরদারি বজায় রয়েছে। সব মিলিয়ে বারুদের অভিশাপ কাটিয়ে খাদিকুলের ঘরে ঘরে আজ আলোর দীপ্তি ছড়াচ্ছে।

কালনায় বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু: বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু। নাম মোসলেমা বিবি (৩২)। মোসলেমার শ্বশুরবাড়ি কালনার শতকোটি মাঠেরপাড়ায়। শ্বশুরবাড়ির দাবি, বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। মৃতার ভাই হাফিজুল শেখ এই দাবি মানতে নারাজ। তার কথায়, 'শ্বশুরবাড়িতে প্রায়ই অত্যাচারের শিকার হত দিদি। তার আত্মহত্যার দাবি ঠিক নয়। পুলিশ তদন্ত করে প্রকৃত সত্য সামনে আনুক।'

আরামবাগে ডাকাত সর্দার ভীমের কালীপুজো

তুফান মণ্ডল
আরামবাগ, ১ নভেম্বর

ইতিহাস, লোককথা আর ধর্মীয় বিশ্বাসের মেলবন্ধনে আজও বিশেষ পরিচিতি ধরে রেখেছে আরামবাগের ভালিয়া গ্রামের ভীম সর্দারের কালীপুজো। কার্তিক মাসের অমাবস্যা এলেই এই গ্রাম পরিণত হয় ভক্তদের মিলনক্ষেত্রে। এই গ্রামে বছরে দুটি কালীপুজো অনুষ্ঠিত হয়। একটি ডাকাতে কালীর পুজো, অন্যটি ভীম সর্দারের বাড়ির কালীপুজো। গ্রামের কালীমন্দিরের পাশাপাশি রয়েছে ডাকাত সর্দার ভীমের মূর্তিও।

আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠিত হয় ডাকাতে কালীর পুজো। অন্যদিকে, কার্তিক মাসের অমাবস্যায় মহাসমারোহে যে কালীপুজো অনুষ্ঠিত হয়, তার প্রচলন করেছিলেন একসময়ের ডাকাত সর্দার ভীম।

ভীম সর্দারের বর্তমান বংশধর উদয় মাঝি জানান, আগে তালপাতার ছাউনি দেওয়া মণ্ডপে পুজো হত। এখন অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া মণ্ডপে সারা বছর অমাবস্যায় পুজো হয়। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় চারদিন ধরে উৎসব চলে। বহু ভক্তের সমাগম হয়।

গ্রামবাসীদের কথায়, সময়ের সঙ্গে এই পুজোর জনপ্রিয়তা ক্রমশ বেড়েছে। বছরের পর বছর ধরে ভক্তি, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে ভালিয়া গ্রামের এই কালীপুজো আজও মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রয়েছে।



শ্রীরামপুরের মহিলা ক্ষমতায়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১১ হাজার ভক্তের সমবেত কণ্ঠে গীতাপাঠ, ৫০০ মহিলার কলস শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হল। ছিলেন পদ্মশ্রী স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ (কার্তিক মহারাজ), পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দয়িতাপতি স্বামী ভবানী দাস, মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরের সভাপতি সোমেন অধিকারী, মহিলা ক্ষমতায়ন ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন নমিতা নায়েক। মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে। রবিবার। ছবি: আজকাল

বিজ্ঞপ্তি

• আমার মক্কেল শম্পা মন্ডল, মৌজা– পাঁচপোতা, JL নং–42, LR দাগ–86, LR খতিয়ান–344, পাওয়ার দলিল নং–2937, 467/2013, 2003 সাল, গ্রহীতা– সঞ্জয় নস্কর, কেস নং– MN-32824/26 কারও আপত্তি থাকলে 15 দিনের মধ্যে Sonarpur BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করুন।
RAJ DEY, Advocate

• আমার মক্কেল কার্তিক সরদার, মৌজা– রাধানগর, JL নং–26, LR দাগ–2408, LR খতিয়ান–7675, পাওয়ার দলিল নং–1376/2025 সাল, গ্রহীতা– শুভঙ্কর মন্ডল, কারও আপত্তি থাকলে 15 দিনের মধ্যে Sonarpur BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করুন।
RAJ DEY, Advocate

• আমার মক্কেল রাজীব সাউ, মৌজা– তিহুরিয়া, JL নং–16, LR দাগ–1007, LR খতিয়ান–651, পাওয়ার দলিল নং–464/2023 সাল, গ্রহীতা– গৌরচন্দ্র নস্কর, কারও আপত্তি থাকলে 15 দিনের মধ্যে Sonarpur BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করুন।
RAJ DEY, Advocate

EVEREADY
GIVE ME POWER, GIVE ME RED

এভারেডি ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ২, রেইনি পার্ক, কলকাতা–৭০০০১৯
CIN: L31402WB1934PLC007993 ; ফোন: ৯১–৩৩–২৪৫৫৯২১৩, ০৩৩–২৪৮৬৪৯৬১; ফ্যাক্স: ৯১–৩৩–২৪৮৬৪৬৭৩
ই–মেল: investorrelation@eveready.co.in ; ওয়েবসাইট: www.eveready.in

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ছয় মাসের অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র / পুঞ্জীভূত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিবৃতির সংক্ষিপ্তসার

(শেয়ার প্রতি তথ্য বাদে কোটি টাকার অঙ্কে)

ক্রম নং	বিবরণ	স্বতন্ত্র			পুঞ্জীভূত		
		সমাপ্ত ৩ মাস (৩০.০৯.২০২৬)	সমাপ্ত ৬ মাস (৩০.০৯.২০২৬)	পূর্ববর্তী বর্ষে সমাপ্ত সম্পর্কিত ৩ মাস (৩০.০৯.২০২৫)	সমাপ্ত ৩ মাস (৩০.০৯.২০২৬)	সমাপ্ত ৬ মাস (৩০.০৯.২০২৬)	পূর্ববর্তী বর্ষে সমাপ্ত সম্পর্কিত ৩ মাস (৩০.০৯.২০২৫)
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১	কারবার থেকে মোট আয়	৪২৭.৭৭	৮৩৫.৪৮	৩৮৬.২৭	৪২৮.২৪	৮৩৫.৯৫	৩৮৬.৭৮
২	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পূর্ব নিট মুনাফা/(ক্ষতি)	৩৯.৮১	৯০.৭৪	(০.৫৮)	৩৯.৯৬	৯০.৯০	(০.৪৩)
৩	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পরবর্তী নিট মুনাফা/(ক্ষতি)	৩১.৭৭	৬৮.৭৩	(৮.০৬)	৩১.৯২	৬৮.৮৯	(৭.৯১)
৪	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে মোট বোধগম্য আয় [সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর–পরবর্তী মুনাফা এবং কর–পরবর্তী অন্যান্য বোধগম্য আয় অন্তর্ভুক্ত করে]	৩২.০১	৬৮.৭২	(৭.৩৬)	৩২.২৪	৬৮.৯৫	(৬.৯৫)
৫	আদায়ীকৃত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য: ₹৫/–)	৩৬.৩৪	৩৬.৩৪	৩৬.৩৪	৩৬.৩৪	৩৬.৩৪	৩৬.৩৪
৬	শেয়ার পিছু আয় (বুনিয়াদি এবং মিশ্রিত) [প্রতিটি ₹৫/–] (বার্ষিকীকৃত নয়)						
	(ক) বুনিয়াদি	৪.৩৭	৯.৪৫	(১.১১)	৪.৩৯	৯.৪৮	(১.০৯)
	(খ) মিশ্রিত	৪.৩৭	৯.৪৫	(১.১১)	৪.৩৯	৯.৪৮	(১.০৯)

দ্রষ্টব্য:
উপরিলিখিত বিবৃতিটি হল সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫–এর রেগুলেশন ৩৩ মোতাবেক স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে পেশ করা অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র ও পুঞ্জীভূত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বয়ানের সংক্ষিপ্তসার। এই সকল অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র ও পুঞ্জীভূত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বয়ান কোম্পানির ওয়েবসাইট www.eveready.in–সহ স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং www.cse-india.com**–তেও উপলব্ধ রয়েছে।

পুরো ফল দেখার জন্য এই QR কোডটি স্ক্যান করুন

কলকাতা
৩১ অক্টোবর, ২০২৬

এভারেডি ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া লিমিটেড
বিবেক আগরওয়ালা
এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং সিএফও

মায়ের ‘স্বপ্নাদেশে’ প্রতিষ্ঠা হয় লেক কালীবাড়ি

মলয় সিন্‌হা

দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর সংলগ্ন সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ে রয়েছে ‘শ্রীশ্রী ১০৮ করুণাময়ী কালীমাতা মন্দির’। ভক্তদের কাছে এই মন্দির ‘লেক কালীবাড়ি’ নামে বেশি পরিচিত। তন্ত্রসাধক ও মা কালীর ভক্ত হরিপদ চক্রবর্তী মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে এটি একটি ছোট মাটির কুটির ছিল। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে ভক্তদের সহযোগিতা ও সংস্কারের মাধ্যমে মন্দিরের রূপ নেয়। জানা গেছে, এক রাতে স্বপ্নে মা কালী হরিপদ চক্রবর্তীকে দর্শন দেন। মা তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, স্থানটি তাঁর জন্য পবিত্র, তিনি যেন সেখানেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে মানবকল্যাণের কাজ করেন। তৎকালীন সময়ে সাধক হরিপদ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। মন্দির নির্মাণের মতো অর্থ তাঁর কাছে ছিল না। ধীরে ধীরে সাধক তাঁর সাধনার মাধ্যমে বহু মানুষের সমস্যার সমাধান করতে থাকেন। ১৯৪৯ সালের ১৩ এপ্রিল একটি ছোট কুটির প্রতিষ্ঠা থেকেই শুরু হয় লেক কালীবাড়ি মন্দির তৈরির যাত্রা। জনশ্রুতি রয়েছে, একসময় প্রায়ই একটি ছোট মেয়ে সাধক হরিপদ চক্রবর্তীর কাছে আসত। একজন তান্ত্রিক সাধক হিসেবে প্রথম দিকে তিনি মেয়েটিকে একেবারেই কাছে আসতে দিতেন না। তবে ধীরে ধীরে ওই মেয়েটিই নিজের মেয়ের মতো তাঁর ঘরে থাকতে শুরু করে। মেয়েটি নিঃশব্দে সাধকের সেবা করত। শোনা যায়, মেয়েটি যেন সাধকের মনের কথা আগে থেকেই বুঝতে পারত। একদিন কোনও কারণে সাধক মেয়েটিকে বকাঝকা করেন। হঠাৎই মেয়েটি অভিমান করে চলে যায়। মেয়েটিকে খুঁজেও আর পাওয়া যায়নি। একদিন রাতে স্বপ্নে সাধক দেখেন, মা কালীই মেয়েটির রূপে এসে তাঁর সেবা করেছিলেন। মেয়েটি চলে গেলেও তার পায়ের ছাপ রেখে যায় সাধকের ঘরে। তান্ত্রিক সাধক হরিপদ চক্রবর্তী ওই স্থানেই মা কালীর সাধনা শুরু করেন। তিনি পঞ্চমুণ্ডির প্রতীকের ওপর নির্মিত আসনে বসে সাধনা করতেন। তবে বর্তমানে সেই আসন মন্দিরে সংরক্ষিত রয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা হরিপদ চক্রবর্তী ১৯৮৭ সালে ১৬ জুন দেহ রাখেন। এরপর মায়ের মন্দিরের সেবায়েতের দায়িত্ব পান নিতাইচন্দ্র বসু। তাঁর কথায়, ‘গুরুদেব হরিপদ চক্রবর্তীকে স্বপ্নে মা যেভাবে দেখা দিয়েছিলেন মন্দিরের মূর্তিটি সেই ভাবেই তৈরি। গুরুদেবের বর্ণনায় তাঁর শিষ্য আশিস সেনগুপ্ত মায়ের ছবি আঁকেন। তা দেখে প্রথমে মাটির মূর্তি তৈরি হয়। তারপর প্লাস্টার অফ প্যারিসে তৈরি করা হয়েছিল। ১৯৭৩-এ কষ্টিপাথরের সাড়ে তিন ফুট মায়ের মূর্তি তৈরি করা হয়।’ তিনি বলেন, ‘বর্তমানে লেক কালীবাড়িতে অ্যাসবেস্টসের ঘরে একটি সিংহাসনের ওপর মা করুণাময়ী রয়েছেন। এছাড়াও মা সন্তোষী, মা বগলা, মা ধূমাবতী প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। ৭৭ বছর ধরে লেক কালীবাড়িতে ষোড়শ উপাচার সহযোগে পুজো হয়ে আসছে। দীপান্বিতা অমাবস্যার দিনেও পুজো হয়। পাশাপাশি, যেকোনও অমাবস্যায় পুজো হয়। এটি প্রতিষ্ঠিত মন্দির। তাই এখানে সকালে পুজো হয়, দুপুরে পুজো ও ভোগ নিবেদন করা হয়, বৈকালিক ভোগ নিবেদন, সন্ধ্যারতি এবং রাতে মাকে পুনরায় ভোগ দেওয়া হয়। মধ্যাহ্নভোজে শুধু মা কালীকে আমিষে মাছ, সপ্তাহে একদিন কালীঘাটের মন্দিরে বলি দেওয়া মাংস নিবেদন করা হয়।’ এই মন্দিরে কোনও পশুবলি হয় না। বিনিময়ে এখানে আখ, কলা, চালকুমড়ো বলি হয়। বর্তমান মন্দিরের ঠিক পেছনে নতুন মন্দিরের কাজ শুরু হয়েছে ২০০২-এর ১৪ আগস্ট। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানান, আগামী দু’বছরের মধ্যে নতুন মন্দির সর্বসাধারণের জন্য খুলে যাবে।



লেক কালীবাড়ির করুণাময়ী কালীমাতার বিগ্রহ।



‘বৈদেহী’ পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ উপলক্ষে ভারতসভা হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত পত্রিকার উপদেষ্টা দেবজিৎ সরকার, পত্রিকা সম্পাদক অলিপা বসু, প্রচার সচিব সুবল সাহা-সহ অন্যরা। ভারতের সনাতনি সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক চেতনা বিকাশের লক্ষ্যে পত্রিকার মানোন্নয়ন নিয়ে আলোচনাসভা, কবিতাপাঠ ও লেখক-সম্মান প্রদান অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকাল

ছোট ছিদ্র করে অস্ত্রোপচার

বড় কাটাছেঁড়া নয়, সামান্য ছোট্ট ছিদ্রের মাধ্যমেই সমাধান হল কিশোরীর জন্মগত হার্টের সমস্যার। বাংলাদেশের বাসিন্দা ১৩ বছরের কিশোরীর জন্ম থেকেই হার্টের সমস্যা ছিল। উন্নত মিনিম্যালি ইনভেসিভ সার্জারি করে সফল ভাবে চিকিৎসা করেন ব্রডওয়ে মণিপাল হাসপাতালের কার্ডিওথোরাসিক অ্যান্ড ভাস্কুলার সার্জারি বিভাগের প্রধান ডাঃ সুজয় চ্যাটার্জি। মাত্র দু’ইঞ্চির একটি ছোট্ট ছিদ্রের মাধ্যমে ডানদিকের বুকের অংশ দিয়ে অস্ত্রোপচারটি করা হয়।



সেন্ট্রাল কলকাতা পোস্টাল ডিভিশনকে উত্তর কলকাতা ও পূর্ব কলকাতার মতো অন্যান্য ডিভিশনের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রস্তাবের প্রতিবাদে যোগাযোগ ভবনের সামনে বিক্ষোভ ও অনশনে শামিল হয়েছিলেন ভারতীয় পোস্টাল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মীরা।

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক, ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি নম্বর এস.ও.১৫৩৩(ই) তারিখ ১৪.০৯.২০০৬ অনুসারে, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **মেসার্স শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী পোর্ট** কর্তৃক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পোর্ট, হলদিয়া, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স-এ পিপিপি পদ্ধতিতে বহুমুখী কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের ব্যবস্থা সহ কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের জন্য বাহিরের টার্মিনালের উন্নয়ন এবং ১১ ও ১২ নম্বর বার্থের আধুনিকীকরণের প্রস্তাবিত কাজের জন্য জনশুনানি **১১.১২.২০২৬** তারিখে **দুপুর ১২টায়** হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পোর্ট, হলদিয়া, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গে ধার্য করা হয়েছে।

কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি যিনি বা যাঁরা প্রভাবিত হতে পারেন বা সংযুক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, আলোচ্য প্রকল্পের এক্সিকিউটিভ সামারির কপি (ইংরেজি ও বাংলা) দেখতে পারেন এবং ইআইএ/ইএমপি রিপোর্টের ড্রাফ্ট বা খসড়া নিম্নলিখিত কার্যালয়গুলিতে পাওয়া যাবে (১) জেলাশাসক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর-এর কার্যালয় (২) অতিরিক্ত জেলাশাসক (এলআর)-এর কার্যালয়, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর (৩) সাব-ডিভিশনাল অফিসারের কার্যালয়, হলদিয়া সাব-ডিভিশন, পূর্ব মেদিনীপুর (৪) ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের কার্যালয়, সুতাহাটা-২ ডেভেলপমেন্ট ব্লক (৫) জেনারেল ম্যানেজার, ডি.আই.সি.,পূর্ব মেদিনীপুর-এর কার্যালয় (৬) সভাধিপতির কার্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ (৭) সভাপতির কার্যালয়, সুতাহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতি, পূর্ব মেদিনীপুর (৮) চেয়ারম্যানের কার্যালয়, হলদিয়া মিউনিসিপ্যালিটি, পূর্ব মেদিনীপুর (৯) এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারের কার্যালয়, হলদিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, মৌজা-রঘুনাথচক, থানা-ভবানিপুর (ফরমারলি সুতাহাটা), ডাক-বারঘষিপুর, হলদিয়া, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৫৭ (১০) পরিবেশ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রাণীসম্পদ ভবন, ৬ষ্ঠ তল, এলবি-২, সেক্টর-৩, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০১০৬ (১১) পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক, ইন্টিগ্রেটেড রিজিওনাল অফিস, কলকাতা, আইবি-১৯৮, সেক্টর-৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০১০৬ (১২) পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর সদর কার্যালয়, পরিবেশ ভবন, ১০এ, ব্লক-এলএ, সেক্টর-৩, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০১০৬। এক্সিকিউটিভ সামারি, ড্রাফ্ট ইআইএ রিপোর্ট ও প্রকল্পের আবেদনপত্র পর্ষদের ওয়েবসাইট- **www.wbpcb.gov.in** -এ পাওয়া যাবে।

প্রস্তাবিত প্রকল্প বা কার্যাবলীর দরুন স্থানীয়ভাবে প্রভাবিত হতে পারেন এরূপ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পোর্ট, হলদিয়া, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গে **১১.১২.২০২৬** তারিখে **দুপুর ১২টায়** অনুষ্ঠেয় জনশুনানিতে অংশ নিতে পারেন। জনশুনানির সভায় আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ/আপত্তি মৌখিক অথবা লিখিতভাবে জানাতে পারেন। প্রকল্প অথবা কার্যাবলীর পরিবেশগত দিক থেকে প্রভাবিত হবার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ আছে এরূপ অন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি লিখিত আকারে তাঁর পরামর্শ/আপত্তি জনশুনানির তারিখের পূর্বে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (ইআইএম সেল), পরিবেশ ভবন, ১০এ, ব্লক-এলএ, সেক্টর-৩, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০১০৬-এর কাছে জানাতে পারেন।

সদস্য সচিব
পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

হাইলাইট সাপ্লায়ার্স প্রাইভেট লিমিটেড
CIN: U51909WB2008PTC127210
রেজিস্টার্ড ঠিকানা: ১৫-বি ক্রাইভ রো, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ
ই-মেল আইডি: stenly2@rediffmail.com
ফর্ম নং: আইএনসি ২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০ অনুযায়ী]
এক রাজ্য থেকে অপর রাজ্যে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতা সমীপে
কোম্পানিজ আক্ট, ২০১৩-এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০ সাব রুল (৫) ক্লজ (এ) সম্পর্কিত বিষয়
~ এবং ~
সম্পর্কিত বিষয়: হাইলাইট সাপ্লায়ার্স প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ১৫-বি ক্রাইভ রো, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ
.....পিটিশনার
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে আয়োজিত উক্ত কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানিজ আক্ট, ২০১৩-এর ১৩ নং ধারাধীনে ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’ থেকে ‘মহারাষ্ট্র রাজ্য’-তে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সনদ্মারক পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পিটিশনার কোম্পানির তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি পিটিশন ফাইল করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তিনি/তাঁরা এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)-তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৪ (চোদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কর্পোরেট ভবন, ফ্লোর নং ৬, প্লট নং-IIIF/১৬, এএ-IIIF, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫ সমীপে তাঁর (পুং/ স্ত্রী) স্বার্থের ধরন ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে।
আবেদনকারীর জন্য ও তরফে
হাইলাইট সাপ্লায়ার্স প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/- **রাজু সরকার**
স্থান: কলকাতা ডিরেক্টর
DIN: 11334620 তারিখ: ০২.১১.২০২৬

ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল কলকাতা বেঞ্চ-২ সমীপে
কোম্পানি পিটিশন (সিপি) নং ৯৭/কেবি/২০২৬
যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত
কোম্পানি অ্যাপ্লিকেশন (সিএএ) নং ৫৪/কেবি/২০২৬
সম্পর্কিত বিষয়:
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ২৩০ থেকে ২৩২ নং ধারা;
এবং
সম্পর্কিত বিষয়:
কোম্পানিজ (কমপ্রোমাইজেস, অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যান্ড অ্যামালগামেশনস) রুলস, ২০১৬
~ এবং ~
সম্পর্কিত বিষয়:
১. লতা রিয়েলটর্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬-এর অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি এবং যার রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: ডায়মন্ড হেরিটেজ বিল্ডিং, ১৬ স্ট্রান্ড রোড, রুম নং ১৫১২, ফ্লোর ১৫, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, উপরোক্তের অধিক্ষেত্রাধীন।
২. প্রেস্টিজ স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬-এর অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি এবং যার রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: ডায়মন্ড হেরিটেজ বিল্ডিং, ১৬ স্ট্রান্ড রোড, ডায়মন্ড হেরিটেজ, ফ্লোর ১৫, ইউনিট ১৫১২, কলকাতা জিপিও কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, উপরোক্তের অধিক্ষেত্রাধীন।
৩. প্রেস্টিজ স্টিল ইভাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি এবং যার রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: ১৬ স্ট্রান্ড রোড, রুম নং ১৫১২, ফ্লোর ১৫, কলকাতা, জিপিও, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, উপরোক্তের অধিক্ষেত্রাধীন।
৪. নরসিং এক্সিম লিমিটেড, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬-এর অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি এবং যার রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: ডায়মন্ড হেরিটেজ বিল্ডিং, ১৬ স্ট্রান্ড রোড, রুম নং ১৫১২, ফ্লোর ১৫, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, উপরোক্তের অধিক্ষেত্রাধীন।
৫. নরসিং ইস্পাত লিমিটেড, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬-এর অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি এবং যার রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: ডায়মন্ড হেরিটেজ বিল্ডিং, ১৬ স্ট্রান্ড রোড, রুম নং ১৫১২, ফ্লোর ১৫, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, উপরোক্তের অধিক্ষেত্রাধীন।
~ এবং ~
সম্পর্কিত বিষয়:
১. লতা রিয়েলটর্স প্রাইভেট লিমিটেড
২. প্রেস্টিজ স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড
৩. প্রেস্টিজ স্টিল ইভাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
৪. নরসিং এক্সিম লিমিটেড
৫. নরসিং ইস্পাত লিমিটেড
.... পিটিশনারগণ
নোটিস
পিটিশনার কোম্পানিগুলি যথা লতা রিয়েলটর্স প্রাইভেট লিমিটেড (প্যান: AABCL6683J) (এখানে পরে ট্রান্সফেরর কোম্পানি ১ বা পিটিশনার কোম্পানি ১ হিসাবে উল্লিখিত) এবং প্রেস্টিজ স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড (প্যান: AADCP4189P) (এখানে পরে ট্রান্সফেরর কোম্পানি ২ বা পিটিশনার কোম্পানি ২ হিসাবে উল্লিখিত) এবং প্রেস্টিজ স্টিল ইভাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড (প্যান: AACCM5635L) (এখানে পরে ট্রান্সফেরর কোম্পানি ৩ বা পিটিশনার কোম্পানি ৩ হিসাবে উল্লিখিত) এবং নরসিং এক্সিম লিমিটেড (প্যান: AADCN8361P) (এখানে পরে ট্রান্সফেরর কোম্পানি ৪ বা পিটিশনার কোম্পানি ৪ হিসাবে উল্লিখিত) এবং নরসিং ইস্পাত লিমিটেড (প্যান: AACCN0208J) (এখানে পরে ট্রান্সফেরি কোম্পানি বা পিটিশনার কোম্পানি ৫ হিসাবে উল্লিখিত)-এর তরফে কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ২৩২(২) নং ধারা সহ পঠনীয় ২৩০(৬) নং ধারাধীনে ১৩ অক্টোবর, ২০২৬ (১৩.১০.২০২৬) তারিখে একটি পিটিশন পেশ করা হয়েছিল যেটি ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনালের কলকাতা বেঞ্চে ২৭ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে শুনানির জন্য নির্ধারিত হয়েছে।
কোনও ব্যক্তি উক্ত পিটিশন সমর্থন বা বিরোধিতা করতে চাইলে নিজের নাম ও ঠিকানার সঙ্গে তাঁর অথবা তাঁর অ্যাডভোকেটের স্বাক্ষর সমেত ইচ্ছা বিবৃত করে মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনালের কলকাতা বেঞ্চে ২৭ নভেম্বর, ফার্স্ট/সেকেন্ড ফ্লোর, প্লট নং-III F/16, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫ এবং পিটিশনারের অনুমোদিত প্রতিনিধি এমকেবি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, প্র্যাকটিসরত কোম্পানি সেক্রেটারি, শান্তিনিকেতন বিল্ডিং, ফ্লোর নং ৫, রুম নং ৫১১, ৮, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ বরাবরে এমনভাবে পাঠাবেন যাতে সেটি এই শুনানির নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে দুই দিন আগে পিটিশনারের অনুমোদিত প্রতিনিধির কাছে জমা পড়ে। কোনও ব্যক্তি এই পিটিশনের বিরোধিতা করতে চাইলে নিজস্ব হলফনামা সহ বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে ওই নোটিসের সঙ্গে সংলগ্ন করে দেবেন। প্রযোজ্য অর্থাঙ্ক আদায় দিয়ে যে কোনও ব্যক্তি নিম্নস্বাক্ষরকারীর থেকে ওই পিটিশনের কপি সংগ্রহ করতে পারেন।
তারিখ: ৩১.১০.২০২৬
স্বা/-
এমকেবি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
(অনুমোদিত প্রতিনিধি)
৮, ক্যামাক স্ট্রিট, শান্তিনিকেতন বিল্ডিং,
ফ্লোর নং ৫, রুম নং ৫১১,
কলকাতা-৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ

আজকাল
কর্মখালি/
ব্যবসা/বাণিজ্য/
হারানো/প্রাপ্তি
ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা
অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

পঞ্জাব নেশনাল বैंक ...भरोसे का प्रतीक!
punjab national bank ...the name you can BANK upon!

২৬.১১.২০২৬ তারিখের ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, দুর্গাপুর

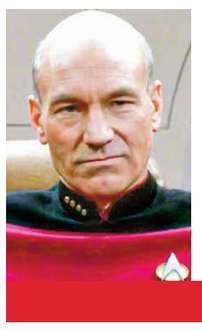
নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১৩২১৩, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। ই-মেল: cs8222@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ইএমডি (বায়না জমা) এবং নথিপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়: ২৬.১১.২০২৬, দুপুর ২টো পর্যন্ত
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২) অধীনে এই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ করা নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ [সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক / বাস্তবিক দখলে রয়েছে]

ক্রম নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম, ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতার নাম] এবং দখলের প্রকৃতি	ক) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) ১৩(২) নোটিসের তারিখে বকেয়া	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য (টাকার অঙ্কে)	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায় সম্পর্কিত তথ্য
১	**শাখা অফিস: সিবিবি দুর্গাপুর (০৩০৪১০)** **অ্যাকাউন্টের নাম: মেসার্স মা লক্ষ্মী রাইস মিল** **ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / অংশীদার:** **মেসার্স মা লক্ষ্মী রাইস মিল** **অংশীদারগণ:** **১. মিঃ অমরেশ মণি লাহা** **২. মিঃ অশেষ লাহা** **৩. মিঃ অলক লাহা** **৪. মিঃ অনুপ লাহা** **৫. মিঃ অরূপ লাহা** ধারাপাড়া, গুসকরা, বর্ধমান-৭১৩১২৮ **২. মিঃ অলক লাহা,** শ্যামলাল রোড, পোঃঅঃ- রাজবাটি, থানা ও জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩১০৪ **৩. মিঃ অমরেশ মণি লাহা,** শ্যামলাল রোড, পোঃঅঃ- রাজবাটি, থানা ও জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩১০৪ **৪. মিঃ অনুপ লাহা,** শ্যামলাল রোড, পোঃঅঃ- রাজবাটি, থানা ও জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩১০৪ **৫. মিঃ অরূপ লাহা,** শ্যামলাল রোড, পোঃঅঃ- রাজবাটি, থানা ও জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩১০৪ **৬. মিঃ অশেষ লাহা,** শ্যামলাল রোড, পোঃঅঃ- রাজবাটি, থানা ও জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩১০৪	নিম্নোক্ত কারখানা জমি ও ভবনের (তৎসহ যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ) অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, যার স্থিতি ও বিবরণ: (১) প্লট নং ৩১৯৪, পরিমাপ- ০.৮৮ একর, মৌজা- আলুটিয়া, জে এল নং ১০২, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- বর্ধমান, রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং ২৫৪২/১৯৬৩, ২৫৪৩/১৯৬৩, ২৮৪০/১৯৬৬ এবং ৮০৫১/১৯৭৪ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী অমরেশ মণি লাহা; (২) প্লট নং ২৬১৭, পরিমাপ- ০.০৭ একর, মৌজা- আলুটিয়া, জে এল নং ১০২, আর এস খতিয়ান নং ২৪৫, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- বর্ধমান, রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং ২৪৫৪/১৯৬৩ এবং ৮০৫১/১৯৭৪ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী অমরেশ মণি লাহা; (৩) প্লট নং ৫০৯২, পরিমাপ- ০.০৪ একর, মৌজা- দরিয়াপুর, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- বর্ধমান, রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং ৫৪৫১/১৯৭০ এবং ৮০৫১/১৯৭৪ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী অনিমেশ মণি লাহা; (৪) প্লট নং ২৬১৫, পরিমাপ- ০.২৪ একর, মৌজা- আলুটিয়া, জেএল নং ১০২, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- বর্ধমান, রেজিস্টার্ড দানদলিল নং ৪৪৭/১৯৮৫ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী অমরেশ মণি লাহা; (৫) প্লট নং ২৬১৪/৩৪৮৪, পরিমাপ- ০.৩২ একর, মৌজা- আলুটিয়া, জেএল নং ১০২, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- বর্ধমান, দলিল নং ২৮২২/২০১৪ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী অশেষ লাহা, অলোক লাহা, অনুপ লাহা, অরূপ লাহা; এবং (৬) প্লট নং ২৬১৭, পরিমাপ- ০.১৩ একর, মৌজা- আলুটিয়া, জেএল নং ১০২, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- বর্ধমান, রেজিস্টার্ড দলিল নং ৭৮০৬/১৯৯৪ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: মা লক্ষ্মী রাইস মিল, অংশীদারগণ: অশেষ লাহা, অলক লাহা, অনুপ লাহা, অরূপ লাহার নামে সম্পত্তি।	**ক) ২৮.০৮.২০১৮** **খ) ১৩.১১.২০১৮** **(প্রতীকী দখল)** **গ) ₹৪,০৫,৭২,০৩৯.০০** (চার কোটি পাঁচ লক্ষ বাহাত্তর হাজার উনচল্লিশ টাকা মাত্র), ৩০.০৬.২০১৮ অনুযায়ী **বাস্তবিক দখলের তারিখ:** **৩১.০৮.২০২৬**	**ক) ₹৩,২২,৩৭,০০০.০০** **খ) ₹৩২,২৩,৭০০.০০** **গ) ₹৫০,০০০.০০**	**২৬.১১.২০২৬** **সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে**	**বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই**
২	**শাখা অফিস: নাচন রোড দুর্গাপুর (৩৯৭০০)** **অ্যাকাউন্টের নাম: মেসার্স সিনার



আমায় চেনো?

গত সোমবার প্রকাশিত ছবিটি **নীরজা ভনোতের**। ঠিক উত্তরদাতা: **মঙ্গলকুমার দাস**, রায়দিঘি; **শঙ্কর সাহা**, পতিরাম; **তাপস বাগ** ও **প্রত্যুষ বাগ**, দাশনগর; **বাবুল চট্টোপাধ্যায়**, খড়দা; **প্রসূনকুমার সিংহরায়**, আগরতলা; **সৈয়দ সাদিক ইকবাল**, দক্ষিণ ২৪ পরগনা; **বাসুদেব চক্রবর্তী**, নিউ টাউন; **অরুণ গুপ্ত**, নিউ রায়পুর রোড।

শ্রেণিকক্ষে সিনেমা



কী পড়বে কেন পড়বে

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের চেয়ে অনেক বেশি কিছু শেখায় ফিল্ম স্টাডিজ। কেন পড়া উচিত এই বিষয়, কেরিয়ারই বা কেমন, জানাচ্ছেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতার ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগের ফ্যাকাল্টি **ড. ঈপ্সিতা বরাট**

ফিল্ম স্টাডিজ



কেমন পড়া

শুরুর দিকের ক্লাসগুলিতে আমি প্রায়ই আমার ছাত্রছাত্রীদের দুটি মৌলিক প্রশ্ন করি, 'ফিল্ম স্টাডিজ বা চলচ্চিত্র বিদ্যা কী এবং একটি অ্যাকাডেমিক বিষয় হিসেবে এটি নিয়ে পড়ার সার্থকতা কোথায়?' প্রথম প্রশ্নটির উত্তরে সাধারণত উৎসাহব্যঞ্জক ও সোজাসাপটা জবাব পাওয়া যায়। অনেকেই সিনেমার প্রতি তাদের আবেগের কথা প্রকাশ করে এবং গর্বের সঙ্গে নিজেদের 'সিনেফাইল' (চলচ্চিত্রপ্রেমী) বলে পরিচয় দেয়। তবে, যখন আমি তাদের ভবিষ্যৎ পেশা বা কেরিয়ারের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্নটি করি, তখন উত্তরগুলো বেশ সীমিত হয়ে আসে। কয়েকজন ছাত্রছাত্রী চলচ্চিত্র সমালোচক হওয়ার ইচ্ছার কথা জানায়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাদের উত্তর কিছুটা অস্পষ্টই থেকে যায়।

এরপর, আমি একটি ভিন্ন প্রশ্ন করি, 'ইংরেজি সাহিত্য কেন বেছে নিলে?' সর্বোপরি, এটি একটি সম্মানজনক অনার্স বিষয় হিসেবে বিবেচিত। ইংরেজি সাহিত্যে ডিগ্রি অর্জন করলেই কি লেখক হওয়া নিশ্চিত? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর উত্তর হল 'না'। এর বদলে ছাত্রছাত্রীরা বুঝিয়ে বলে যে, তারা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট, কারণ এটি একটি শিল্পমাধ্যম, যা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করতে এবং বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়াকে আরও গভীর করতে অপরিহার্য। তখন আমি তাদের বুঝিয়ে বলি যে, ফিল্ম স্টাডিজের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। সাহিত্য, চিত্রকলা বা ভাস্কর্যের মতোই চলচ্চিত্রও একটি শিল্পমাধ্যম, যদিও এটি অপেক্ষাকৃত বেশি আধুনিক।



অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলো মোশন পিকচার বা চলচ্চিত্রকে গবেষণার একটি বৈধ বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার অনেক আগেই, সমগ্র ভারতজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরে সিনেমা নিয়ে চিন্তাশীল চর্চা বিকাশ লাভ করেছিল, যা মূলত ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে সত্যজিৎ রায় এবং চিদানন্দ দাশগুপ্তের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা সূচিত ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির মতো ঐতিহাসিক সংগঠনগুলি, সেইসঙ্গে ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইন্ডিয়া, সিনেমা বিষয়ক সাক্ষরতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সেই যুগে ফিল্ম ক্লাবের বুলেটিন, বিষয়ভিত্তিক মনোগ্রাফ এবং সাহিত্য পত্রিকাগুলির মাধ্যমে পাণ্ডিত্যপূর্ণ চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটত। যদিও ১৯৬০ সালে পুণেতে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার দরজা খুলেছিল, তবুও এর প্রাথমিক ফোকাস মানবিক গবেষণার চেয়ে প্রযুক্তিগত প্রযোজনার দিকেই বেশি ছিল।

১৯৮০ সালে সম্মানসূচক ডক্টরেট গ্রহণের সময় সত্যজিৎ রায়ের দেওয়া একটি প্রস্তাবের সূত্র ধরে, শেষ পর্যন্ত ১৯৯৩ সালে কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিল্ম স্টাডিজের জন্য নিবেদিত দেশের প্রথম সারির একটি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। সময়ের সঙ্গে অন্যান্য বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান, যেমন- ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুল অফ আর্টস অ্যান্ড অ্যাসথেটিক্স-এর মাধ্যমে দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় এবং হায়দরাবাদের ইংলিশ অ্যান্ড ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস ইউনিভার্সিটি তাদের অ্যাকাডেমিক পাঠ্যক্রমে সিনেমা বিশ্লেষণকে অন্তর্ভুক্ত করে। বর্তমানে, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিয়মিতভাবে মাস কমিউনিকেশন (গণজ্ঞাপন), তুলনামূলক সাহিত্য এবং কালচারাল স্টাডিজ বা সাংস্কৃতিক অধ্যয়নের প্রোগ্রামগুলির মধ্যে ফিল্ম স্টাডিজকে যুক্ত করেছে।

ফিল্ম স্টাডিজের মূল্যায়ন: দুটি প্রধান দৃষ্টিকোণ

চাকরির বাজারের বাইরের দৃষ্টিকোণ	চাকরির বাজারের দৃষ্টিকোণ
সমালোচনামূলক ভিজ্যুয়াল সাক্ষরতা	অ্যাকাডেমিয়া ও গবেষণা
বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা	ফিল্ম কিউরেশন, প্রকাশনা সংস্থা
চিত্রনির্ভর মিডিয়াতে বিচরণ	আর্কাইভাল রিসার্চ অ্যান্ড ফেস্টিভ্যাল প্রোগ্রামিং
মতাদর্শ ও চাক্ষুষ আখ্যান বোঝা	ট্রেড এডিটোরিয়াল ও লিটারারি এজেন্সি
একটি ভিজ্যুয়াল সংস্কৃতিতে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার বিকাশ	পেশাগত পথের জন্য তাত্ত্বিক দক্ষতার বিকাশ

এই বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিয়া এবং গবেষণার দিকে আকৃষ্ট করলেও ফিল্ম কিউরেশন, আর্কাইভাল রিসার্চ অ্যান্ড ফেস্টিভ্যাল প্রোগ্রামিং, পাবলিশিং হাউস বা প্রকাশনা সংস্থা এবং ট্রেড এডিটোরিয়াল ও লিটারারি এজেন্সির মতো ক্ষেত্রেও নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ, একজন কিউরেটর সিদ্ধান্ত নেন যে দর্শকরা কোন চলচ্চিত্রগুলি দেখবে এবং সেগুলি কীভাবে উপস্থাপিত হবে; অন্যদিকে একজন আর্কাইভাল গবেষক দেশের চলচ্চিত্রের স্মৃতি সংরক্ষণে সহায়তা করেন। এগুলি ছাড়াও, স্নাতকরা ফিল্ম জার্নালিজম বা চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা, স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলির জন্য স্ক্রিপ্ট ডেভেলপমেন্ট ও কনটেন্ট রিসার্চ, সাবটাইটলিং ও অনুবাদ এবং শিক্ষকতার কাজেও যুক্ত হতে পারেন।

বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রগুলির তুলনায় এই পথগুলি সংখ্যায় কম এবং অপেক্ষাকৃত কম সুনির্দিষ্ট এবং এগুলির জন্য প্রায়শই লেখালেখি, ভাষা বা গবেষণায় অতিরিক্ত দক্ষতার প্রয়োজন হয়। তা সত্ত্বেও প্রতিটি ক্ষেত্র একই ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল, যা হল— সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে চিত্রগুলি পড়ার ক্ষমতা এবং চলচ্চিত্রগুলিকে তাদের সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করার সক্ষমতা।

পরিশেষে বলা যায়, ফিল্ম স্টাডিজ কেবল বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের চেয়ে অনেক বেশি কিছু প্রদান করে। এটি আমাদের সময়ের অন্যতম প্রভাবশালী একটি শিল্পমাধ্যম সম্পর্কে একটি তথ্যসমৃদ্ধ, সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে। বিশ্লেষণাত্মক, ব্যাখ্যামূলক এবং ভিজ্যুয়াল সাক্ষরতার দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই বিষয়টি শিক্ষার্থীদের বিশ্বের চির-পরিবর্তনশীল মিডিয়া প্রেক্ষাপটের সঙ্গে চিন্তাশীলভাবে যুক্ত হতে প্রস্তুত করে। এটি সরাসরি কোনও নির্দিষ্ট কেরিয়ারের দিকে নিয়ে যাক বা না যাক, সিনেমা নিয়ে পড়াশোনা সংস্কৃতি, সমাজ এবং আমাদের নিজেদের সম্পর্কে বোঝাপড়াকে সমৃদ্ধ করে, যা এটিকে কলা বা হিউম্যানিটিজ বিভাগের মধ্যে সত্যিকারের একটি মূল্যবান ক্ষেত্রে পরিণত করে।

কাজের সুযোগ

চাকরির বাজারের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, অন্যান্য তাত্ত্বিক ক্ষেত্রের মতো ফিল্ম স্টাডিজ পড়ার সার্থকতা মূল্যায়ন করতে গিয়ে, আমি একে দুটি প্রধান দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি। প্রথমত, চাকরির বাজারের বাইরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এই বিষয়টি সমালোচনামূলক ভিজ্যুয়াল সাক্ষরতা এবং বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা বৃদ্ধি করে, যা সোশ্যাল মিডিয়া এবং স্ট্রিমিং কনটেন্টে ভরা আমাদের এই চিত্রনির্ভর বিশ্বে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ভিজ্যুয়াল ন্যারেটিভ বা চাক্ষুষ আখ্যানগুলি কীভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়, অন্তর্নিহিত মতাদর্শগুলি কীভাবে শনাক্ত করতে হয় এবং চলমান চিত্রগুলির কৌশলগুলি কীভাবে বুঝতে হয়, তা শেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এই বহুমুখী দক্ষতাগুলি ব্যক্তিদের একটি চিন্তাশীল ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আজকের তথ্যের প্রেক্ষাপটে বিচরণ করতে সক্ষম করে তোলে।



ফিটফিয়েস্তা ২কে২৬

গুরু নানক ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও সুস্থতা প্রসারের লক্ষ্যে আয়োজিত হল 'ফিটফিয়েস্তা ২কে২৬'। কলকাতার রুবি জেনারেল হাসপাতাল এবং এএসজি আই হাসপাতালের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বরানগর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সুমনসানন্দজি মহারাজ, জেআইএস গ্রুপ ডিরেক্টর সর্দার সিমরপ্রীত সিং, রুবি জেনারেল হাসপাতালের হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ তন্ময় মাজি, ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরু নানক ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যক্ষ অধ্যাপক স্বরূপ কুমার মিত্র এবং রুবি জেনারেল হাসপাতালের অপারেশনস বিভাগের সিনিয়র ম্যানেজার বিশ্বজিৎ সাহা প্রমুখ।

ডিজিসিএ ছাড়পত্র পেল এয়ার ইন্ডিয়া



মহারাষ্ট্রের অমরাবতীর বেলোরা বিমানবন্দরে তাদের 'এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইং অ্যাকাডেমি'র জন্য ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ)-এর অনুমোদন পেয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া। এটি ভারতে পাইলট প্রশিক্ষণ জোরদার করা এবং দেশের অ্যাভিয়েশন ইকোসিস্টেমের বিকাশে সহায়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইং অ্যাকাডেমি হল ভারতের কোনও এয়ারলাইন্স কর্তৃক দেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম অ্যাকাডেমি। এখানে পাইলট প্রশিক্ষণের জন্য ৩১টি সিঙ্গল ইঞ্জিন এবং তিনটি টুইন ইঞ্জিন বিমান ব্যবহৃত হবে।



নারুলায় ডিগ্রিপ্রদান অনুষ্ঠান

জেআইএস গ্রুপের অন্তর্গত নারুলা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এনআইটি), কলকাতা ক্যাম্পাসে আয়োজিত হল ষষ্ঠ ডিগ্রিপ্রদান অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাকাউটের উপাচার্য অধ্যাপক তাপস চক্রবর্তী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আশুতোষ ঘোষ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কল্লোল পাল, নারুলা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির বোর্ড অফ গভর্নরসের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কে কে চৌধুরী, রেজিস্ট্রার ড. নিধি সিং, অধ্যক্ষ অধ্যাপক শুভ্রম দাস, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. বি কে মিশ্র এবং জেআইএস গ্রুপের ডিরেক্টর সর্দার সিমরপ্রীত সিং।

ভেটেরিনারি শিক্ষায় ভারতের পাশে জার্মানি ও কানাডা



পাটনার বিহার প্রাণিবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর আয়োজিত হল ইন্দো-কানাডিয়ান এডুকেশনাল ওয়ার্কশপ। সহযোগিতায় ইন্দো-জার্মান ভেট নেটওয়ার্ক (ইন্দিভেট)। এটি উদ্বোধন করেন ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের উপনির্দেশক (শিক্ষা) ড. যশপাল সিং মালিক। বহু বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষকরা এতে যোগ দিয়েছেন। আয়োজক বিহার প্রাণিবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও এতে অংশ নিয়েছেন ইন্দিভেটের ভারতীয় কো-অর্ডিনেটর তথা রাজ্যের প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সিদ্ধার্থ জোয়ারদার, উপাচার্য ড. তীর্থ কুমার দত্ত। উপস্থিত ছিলেন পাঞ্জাবের গুরু অঙ্গদদেব ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়, তামিলনাড়ুর ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়, অন্ধ্রপ্রদেশের পিভি নরসিমহা রাও ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কাশ্মীরের শের-ই-কাশ্মীর কৃষিপ্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরাও।

অনূর্ধ্ব ১১ স্কোয়াশে এশিয়াসেরা আলিয়া



আরপি গোয়েঙ্কা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ছাত্রী আলিয়া কাঙ্কারিয়া দেশের প্রথম বালিকা, যে ১২ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই স্কোয়াশ খেলায় তিনটি জাতীয় শিরোপা জয় করেছে।

সে ২০২৪ সালে কলকাতায় এবং ২০২৫ সালে চেন্নাইতে অনূর্ধ্ব ১১ বালিকা বিভাগে স্কোয়াশে তার প্রথম দুটি জাতীয় শিরোপা অর্জন করে। এরপর ২৯ অক্টোবর জয়পুরে অনূর্ধ্ব ১৩ বালিকা বিভাগে জাতীয় শিরোপা জিতে সে এই অসাধারণ কৃতিত্ব স্থাপন করে। জানুয়ারি মাস পর্যন্ত আলিয়া অনূর্ধ্ব ১১ বালিকা বিভাগে এশিয়ায় শীর্ষস্থানে ছিল এবং বর্তমানে অনূর্ধ্ব ১৩ বালিকা বিভাগে এশিয়ায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে।

স্যাটারডে ক্লাবে কোচ ও পরামর্শদাতা সন্দীপ কুমার যাদবের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে আলিয়া। বিগত দুই বছরে অনূর্ধ্ব ১৩ বালিকা বিভাগে ভারতীয় দলের সদস্য হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়া ও চীনে আয়োজিত বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছে আলিয়া। লক্ষ্য অর্জনে আরপি গোয়েঙ্কা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলেও তাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।

তমলুক ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজিতে রক্তদান শিবির



সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবিকতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে তমলুক ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি (টিআইএমটি) এবং এনএইচকে ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে আজ কলেজ প্রাঙ্গণে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরটি তমলুক ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং তাম্রলিপ্ত গভর্নমেন্ট ব্লাড সেন্টারের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মী-সহ ৫০ জন রক্তদান করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সকল রক্তদাতা, সহযোগী সংস্থা এবং অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। কলেজ সম্পাদক শেখ খাইরুল ইসলাম বলেন, 'রক্তদান শুধু একটি মহৎ কাজ নয়, এটি মানবতার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার। আমাদের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা।'



কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক শিক্ষা, গবেষণা ও শিল্পখাতে উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জয়েন্ট সেন্টার অফ এক্সেলেন্স প্রতিষ্ঠার জন্য গাঁটছড়া বাঁধল আইইএম-ইউইএম গ্রুপ এবং ইনভ্যারিজ প্রাইভেট লিমিটেড। এই সেন্টারটি এটি উন্নত গবেষণা, প্রযুক্তি উন্নয়ন, অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা এবং শিল্পভিত্তিক উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

এই সপ্তাহের বিতর্ক

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা রাজনীতিতে আসুন

নাম, পুরো ঠিকানা-সহ ১০০ শব্দের মধ্যে আপনার মতামত আগামী শুক্রবারের মধ্যে জানান এই ই-মেলে: aajkaalsopan@gmail.com

গত সোমবারের বিতর্কের বিষয়

শিষ্টতা-শালীনতার ধার ধারেন না রাজনীতিকরা; শিখছে যুবসমাজ

মিশেল ফুকো তাঁর 'ক্ষমতা তত্ত্বে' বলেছেন, 'ক্ষমতা ভাষা ও শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে'। জিম সিডানিয়াস ও ফেলিসিয়া প্রাটোর 'সোশ্যাল ডমিনেন্স তত্ত্ব' অনুযায়ী, 'আধিপত্য টিকিয়ে রাখার একটি প্রক্রিয়া হল প্রতিপক্ষের শালীনতাকে অস্বীকার করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করা'। আমাদের রাজনৈতিক নেতারা চেতনে বা অবচেতনে এই সত্যে প্রভাবিত, তাই বিরোধীদের প্রতি অশালীন বাক্য ও আচরণে তাঁদের দ্বিধা নেই। ছাত্র-যুবসমাজও এই অশিষ্টতাকেই সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা ও জনপ্রিয়তার উপায় ভাবছে, যা গণতন্ত্রের পক্ষে অশনিসঙ্কেত।

বাসুদেব চক্রবর্তী
নিউ টাউন, কলকাতা

রাজনীতি গণতন্ত্রের প্রাণ এবং সেই গণতন্ত্রের মূল সাধক রাজনীতিকরা। দেশের জনগণ, বিশেষত যুবসমাজের কাছে তাঁরা আদর্শস্বরূপ। কিন্তু, বর্তমানে রাজনীতিকদের কদর্য ব্যবহার, অশালীন উক্তি, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি যুবসমাজে তাঁদেরকে ভিলেনে পরিণত করেছে। রাজনীতিকরা সতর্ক হোন।

শুভাশিস সেনগুপ্ত
ন্যাশনাল প্লেস, বাকসাড়া, হাওড়া

রাজনীতিকরা যেভাবে অশ্রাব্য গালাগালি দিয়ে কথা বলছেন, তা কানে শোনা যায় না। ইউটিউবে তা কিশোর-কিশোরী ও যুবসমাজ দেখছে, শুনছে, সেটাই শিখছে। রাজনীতিকরাই এখন যুবসমাজের আইকন। তাঁরাই যদি শিষ্টতা-শালীনতার ধার না ধারেন, তাহলে ভবিষ্যতে আমরা কলুষিত যুবসমাজ পাব। রাজনীতিকদের কাছে অনুরোধ, কটূ কথা বন্ধ করুন, যুবসমাজকে সঠিক পথ দেখান।

সুদীপ্ত ব্যানার্জি
বড়বাগান, সিউড়ি, বীরভূম

ডেভিড ইস্টন বলেছেন, 'রাজনীতি হল সমাজে মূল্যবোধের সুষম বণ্টন'। 'মূল্যবোধ' তো এখন খুঁজে পাওয়াই দায়। একশ্রেণির রাজনীতিক মূল্যবোধের ধারই ধারেন না, শিষ্টতা-শালীনতার তো প্রশ্নই ওঠে না। আর ছিটেফোঁটা প্রসাদ পেতে নেতাদের দাসত্ব খাটছে যুবসমাজ।

সুনীল সাহা
কল্যাণী, নদিয়া

একটা সময় রাজনীতি বিষয়টি ছিল আদর্শের। এখনকার রাজনীতি বড়ই গোলমেলে। সেই সূত্রে রাজনীতিকরা আরও সাঙ্ঘাতিক! শিষ্টতা-শালীনতা, কোনও কিছুরই তাঁরা ধার ধারেন না। যার প্রভাব পড়ে যুবসমাজে। রাজনীতি যে অর্থ-উৎসের ক্ষেত্র নয়, তা এটা বোঝানোর দায়িত্ব রাজনীতিকদের।

বাবুল চট্টোপাধ্যায়
খড়দা, কলকাতা

স্বাধীনতা-পূর্ব আন্দোলনে দেশের কাজে সমষ্টির কাজে ভালবেসে বহু মানুষ যুক্ত হয়েছিলেন। পরিবর্তন সময়ের ধর্ম। আজ রাজনীতি সামাজিক কর্মকাণ্ড নয়, একশ্রেণির মানুষের পেশা। ভাল প্যাকেজের জন্যে চাকুরিরত কর্মীবন্ধুরা যেমন কোম্পানি বদলান, এখনকার রাজনীতিবিদরা তেমনই নির্দ্বিধায় দলবদল করেন। তবে এসবের সঙ্গে আজকের যুবসমাজের যোগ আণুবীক্ষণিক। ভগ্নাংশের বিচ্যুতি সত্ত্বেও গরিষ্ঠ যুবসমাজের শিরদাঁড়া আজও ঠিকঠাক। ধোঁয়া দেখেই ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন নয়, আগামীর অভ্যুত্থানের কথা ভাবুন— 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে।' সেদিন দূরে নেই।

তুষার ব্যানার্জি
সুতাহাটা, পূর্ব মেদিনীপুর

রাজনীতির মূল কথা মানুষের কল্যাণ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পারস্পরিক সম্মান। কিন্তু বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক পরিসরে শিষ্টতা ও শালীনতার অভাব ক্রমশ দিন দিন প্রকট হচ্ছে। উদ্বেগের বিষয়, রাজনীতিকদের এই আচরণ তরুণ প্রজন্মও অনুসরণ-অনুকরণ করছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যুক্তিতর্কের বদলে গালিগালাজ ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ছে অবলীলায়। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও শালীন ভাষা, যুক্তিনির্ভর বিতর্ক এবং পরস্পরের প্রতি সম্মান বজায় রাখা জরুরি। সেই সঙ্গে যুবকদেরও ভাল-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণের মনন তৈরি করতে হবে। গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেওয়া ঠিক নয়।

সৈয়দ সাদিক ইকবাল
গ্রাম- সিমলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বর্তমানে অধিকাংশ রাজনীতিকের মধ্যেই ব্যক্তি-আক্রমণ, অশালীন মন্তব্যের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে যা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। এর প্রভাবে বিপথে যাচ্ছে যুবসমাজ। রাজনীতিকদের সৌজন্যবোধ থাকা জরুরি। রক্ষকই যদি ভক্ষক হন, তাহলে সকলেরই ক্ষতি।

শিবপদ চক্রবর্তী
কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা

বর্তমানে রাজনীতির আঙিনায় অর্ধশিক্ষিত বা কুশিক্ষাপ্রাপ্তদেরই রমরমা। শিক্ষিত-যোগ্য প্রার্থীরা বছরের পর বছর ধরে দেখে আসছে, অশালীন আচরণকারী, অপরাধীরা রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থেকে বুক ফুলিয়ে আইন পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়; আর মার্জিত, উচ্চশিক্ষিত যুবক-যুবতীরা সরকারি উচ্চপদে আসীন থাকা সত্ত্বেও এই বাহুবলীদের আজ্ঞাবহ দাসানুদাস হয়ে ফরমায়েশ খাটে, সেখানে শিক্ষালাভ, মার্জিত আচার-আচরণের কোনও মূল্য থাকে কি?

সৌমেন সরকার
চাঁচল, মালদা

একদা এক দার্শনিক বলেছিলেন, 'রাজনীতি শয়তানির শেষ আশ্রয়স্থল'। রাজনৈতিক ব্যক্তিরা জানেন, ওপরে ওঠার জন্য কীভাবে পথের কাঁটা সরাতে হয়। তাঁদের কাছে নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ, সততা, সত্যবাদিতা মূল্যহীন। এই পেশায় আসতে কোনও নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগে না, অথচ উপার্জন মন্দ নয়। এই রাজনীতিকদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা, মিথ্যাচারিতা, মেকি দেশপ্রেম, নীতিহীনতা, আদর্শহীনতা যুবসমাজকে বিপথগামী করছে।

জয়ন্তকুমার মল্লিক
হিন্দুস্তান পার্ক, বেহালা, কলকাতা

টাকা থাকলেই সরকারি চাকরি পাওয়া যায়, মেধা-বুদ্ধি, পড়াশোনার কোনও দাম নেই, তাহলে ছাত্র-যুবসমাজ কেন কষ্ট করে লেখাপড়া করবে? আমরা কাদের নির্বাচিত করছি, এরা কেমন ধরনের রাজনৈতিক নেতানেত্রী? একটা জাতিকে ধ্বংস করার জন্য বোমারু বিমানের দরকার নেই, শুধু দরকার শিক্ষাব্যবস্থাকে পঙ্গু বা ধ্বংস করে দেওয়া। সেটাই হয়ে চলেছে। কাকে দায়ী করব আমরা?

জয়ন্তকুমার সাহা
কৃষ্ণপুর, উত্তর ২৪ পরগনা

একশ্রেণির রাজনীতিকের শিষ্টতা ও শালীনতার অভাব যুবসমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে। গুরুজনদের উপদেশ বা আদেশের বদলে তাদের আদর্শ সেই সব রাজনীতিক, যারা নিজেরাই আদর্শের ধার ধারেন না। সমাজের এই নগ্নরূপ সত্যিই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অরুণ গুপ্ত
নিউ রায়পুর রোড, কলকাতা

চলনে, বলনে, আচরণে শিষ্টতার ধার ধারেন না এখনকার অধিকাংশ রাজনীতিক। কে কত বেশি কুবাক্য বর্ষণ করতে পারেন, নেতাদের মধ্যে যেন তারই অলিখিত প্রতিযোগিতা। এঁরাই নাকি দাবি করেন দেশকে নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন? এদেশেই একদা রাজনীতি করে গেছেন সুভাষচন্দ্র, অরবিন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, গান্ধীজি, নেহরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, অটলবিহারী বাজপেয়ী, প্রণব মুখার্জির মতো তুখোড় রাজনীতিকরা, যাঁদের মুখে কখনও কুবাক্য শুনেছেন? বর্তমানে আদর্শ রাজনীতিক নেই বললেই চলে। বড় দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে চলছে বর্তমান প্রজন্ম।

অতীশচন্দ্র ভাওয়াল
কোন্নগর, হুগলি

বর্তমানে স্কুল-কলেজ, সংগ্রামের শিক্ষা না নিয়েই রাজনীতির আঙিনায় আজ ছেলেমেয়ে, বয়স্করা ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, যাঁদের অনেকেই স্বঘোষিত নেতানেত্রীও হয়ে যাচ্ছেন। স্মার্টফোনের সুযোগে ইচ্ছেমতন ভাষা সংলাপে শিষ্টাচার না মেনেই উদ্দাম বেগে গান, কবিতা, বক্তৃতা হয়েই চলেছে দিবারাত্র, ফলে অতীতের সাড়াজাগানো রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের সেই জ্বালাময়ী ভাষণ আর শোনা যায় না। পুরনো রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্মান-ঐতিহ্য আর দেখা যাচ্ছে না।

মৃত্যুঞ্জয় বোস
শেঠবাগান রোড, দমদম, কলকাতা

খেলা

আজকাল কলকাতা সোমবার ২ নভেম্বর ২০২৬

যুব অলিম্পিকে সিন্ড্রেলার জয়

সেনেগালের ডাকারে শুরু হয়েছে যুব অলিম্পিক। টেবিল টেনিসের মহিলা সিঙ্গলসে (রাউন্ড রবিন) দারুণ জয় দিয়ে শুরু সিন্ড্রেলা দাসের। রবিবার ভারতের এই বঙ্গকন্যা ১১-৩, ১১-৪, ১১-৫ পয়েন্টে হারিয়েছে ঘানার জোয়ানিতা বোর্তেইকে।



শহরে ফেরার পর মা-বাবার সঙ্গে সৌম্যজিৎ।

বিদেশের ক্লাব স্বপ্ন সৌম্যজিতের

আজকালের প্রতিবেদন

শেষ কয়েকদিন ভারতীয় ফুটবলের আলোচনা ছিল একটা বিষয় নিয়েই। ফিফা অনূর্ধ্ব ১৫ বিশ্বকাপ। ভারতীয় দলের পারফরমেন্স নিয়ে অনেকেই গর্বিত। বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের ফুটবলাররা স্বপ্ন দেখিয়েছে। এই দলেই ছিল বাংলার সৌম্যজিৎ সরকার। বিশ্বকাপের মঞ্চে গোল করে সাড়া ফেলে দিয়েছে শ্রীরামপুরের সাতঘরা পূর্বপাড়ার এই কিশোর। লাওসের বিরুদ্ধে গোল করেছিল সে। বিশ্বকাপ শেষের পর রবিবার শ্রীরামপুরের বাড়িতে ফিরল সৌম্যজিৎ। স্বাভাবিকভাবেই তাকে ঘিরে পরিবারে উচ্ছ্বাস।

১৫ বছরের সৌম্যজিতের দৃষ্টি কিন্তু অনেক সামনে। সাধারণত এই বয়সের ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বললে, তারা বলে বড় দলে খেলার কথা। জাতীয় দলে খেলার কথা। সৌম্যজিৎ রবিবার বাড়ি ফেরার পর ফোনে বলছিল, 'আমি বিদেশের ক্লাবে খেলতে চাই। জানি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমার স্বপ্নটা অনেক বড় শোনাচ্ছে, কিন্তু এটা সত্যি, স্বপ্নটা আমি দেখছি। আর তার জন্য যত পরিশ্রম করার দরকার আমি করব।' বিশ্বকাপের মঞ্চ থেকে কী শিখে এল সৌম্যজিৎ? 'আমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছি বাকি দেশগুলো কতটা এগিয়ে। তবে প্রমাণ করতে পেরেছি, ক্রমতালিকায় অনেক এগিয়ে থাকা দলকেও হারানো যায়।'

সৌম্যজিতের বাবা পাঁচুগোপাল সরকার একটি টেক্সটাইল কারখানায় কর্মরত। টালির বাড়িতে অনটনের মাঝেও সৌম্যজিৎ স্বপ্ন দেখছে। ফুটবল খেলেই পাল্টে ফেলতে হবে পরিবারের অবস্থা। মাটিতে পা রেখেই আকাশছোঁয়ার স্বপ্ন বিশ্বকাপে গোল করা কিশোরের।

লড়াই শেষ তক, জেদ ড্যানিদের

আজকালের প্রতিবেদন

অঙ্ক বলছে এসিএল টু-র পরের পর্বে যাওয়ার সম্ভাবনা এখনও রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। তবে এখন প্রতিটি ম্যাচই ড্যানি র‍্যামিরেজদের কাছে ফাইনালের মতো। তাই এইমুহূর্তে ইস্টবেঙ্গলের প্রত্যেক ফুটবলারের লক্ষ্য স্থির। মঙ্গলবার ঘরের মাঠে ম্যাচ ওমানের ক্লাব আল সিবের বিরুদ্ধে। দিনকয়েক আগেই এই দলের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে ড্র করে এসেছে ইস্টবেঙ্গল। সমর্থকদের সামনে তাই এসিএল টু-তে প্রথম জয় পাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে নামতে চাইছে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দল।

ম্যাচ মঙ্গলবার। তার দু'দিন আগে রবিবার সন্ধেবেলা ইস্টবেঙ্গল প্রস্তুতি সারল রাজারহাটে ফেডারেশনের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাঠে। ওমানে যে দল মাঠে নেমেছিল, সেই প্রথম একাদশ নিয়েই সম্ভবত ফিরতি ম্যাচে নামতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের কোচ হাবাস প্রথম একাদশের জন্য ভরসা রাখছেন দলের তিন বিদেশি জিভুলিচ, র‍্যামিরেজ এবং মহম্মদ রশিদের ওপর। আর্নে আকে লোবারা আসবেন ম্যাচের পরবর্তী পর্যায়ে। এদিনও ভারতীয় আক্রমণভাগ নিয়ে শুরু করতে চাইছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। তাই ডেভিড, এডমান্ডদের নিয়ে বিশেষ অনুশীলন করালেন হাবাস। মাঠের মধ্যে ফিতে ফেলে রেখে ফুটবলারদের দেখিয়ে দিলেন, কোন অংশ পর্যন্ত এসে গোলমুখী শট নিতে হবে। সেট পিস নিয়েও অনেকক্ষণ সময় ব্যয় করলেন স্প্যানিশ কোচ। তবে অনুশীলন দেখে একটা বিষয় পরিষ্কার। ঘরের মাঠে জয় তুলে নেওয়ার জন্য প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবলে জোর দেবে লাল-হলুদ ব্রিগেড।

এইমুহূর্তে ইস্টবেঙ্গল মাঝমাঠের প্রাণভোমরা ড্যানি র‍্যামিরেজ। যেদিন তিনি খেলতে পারছেন, সেদিন ইস্টবেঙ্গল সহজেই জিতছে। তিনি আটকে গেলেই আটকে যাচ্ছে দল। সেই র‍্যামিরেজ রবিবার অনুশীলনের পর বলে গেলেন, 'আমাদের এখনও পরের পর্বে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। অন্য দুটো ক্লাবের ম্যাচ ড্র হওয়ায় সেই সুযোগ বেড়েছে। আর যতক্ষণ অঙ্কের বিচারে আমাদের সুযোগ থাকবে, ততক্ষণ আমরা লড়ে যাব। এই প্রতিযোগিতার প্রতিটি ম্যাচেই আমরা জেতার জন্য নেমেছিলাম। ভাল খেলেও জয় আসেনি। আশা করছি মঙ্গলবার প্রথম জয় আসবে।'

এগিয়েও হার মুম্বইয়ের

আজকালের প্রতিবেদন

আইএসএলে রবিবার মুম্বই সিটি এফসি-কে ৩-২ ফলে হারাল এসসি দিল্লি। দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্তি সময়ে বাজিমাত করল তারা। প্রথমার্ধে ২৭ মিনিটেই ২-০ এগিয়ে যায় মুম্বই। প্রথম গোল আজসালের। দ্বিতীয়টি জোথানপুইয়ার। ৭৩ মিনিটে দিল্লির হয়ে প্রথম গোল করে ব্যবধান কমান ফোর্টেস। সংযুক্তি সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে অক্ষতের গোলে সমতা ফেরে। চতুর্থ মিনিটে জয়সূচক গোল সেবাস্তিয়ানের।

এদিন সন্ধের ম্যাচে, ইস্টার কাশীর বিরুদ্ধে ২-১ ব্যবধানে জয়ী এফসি গোয়া। ৩৫ মিনিটে গোয়ার হয়ে প্রথম গোল ফ্রান্সিসকোর। বিরতির পর সুমিত পাসির গোলে সমতা ফেরায় কাশী। এরপর চিকি গোল করে গোয়াকে কাঙ্ক্ষিত জয় এনে দেন। শেষদিকে, বিপক্ষের এক ফুটবলারকে বল মেরে লাল কার্ড দেখেন গোয়ার কোচ গৌরমাঙ্গি সিং।

র‍্যামিরেজকেই ভয় আল সিবের



প্রস্থেটিক হাত নিয়েই ইস্টবেঙ্গলকে হারাতে তৈরি ইরি। ছবি: প্রতিবেদক

রাজর্ষি গাঙ্গুলি

ইস্টবেঙ্গল তখন অনুশীলন করছে রাজারহাটে। প্রায় কাছাকাছি সময়ে তাদের মঙ্গলবারের প্রতিপক্ষ আল সিব অনুশীলন শুরু করল যুবভারতীতে। রবিবারই তারা কলকাতায় এসে পৌঁছেছে। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে বিমানবন্দরে। তারা কলকাতায় পৌঁছে আর সময় নষ্ট করেনি। সন্ধেবেলা যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে গা ঘামিয়ে নিল।

ইস্টবেঙ্গলের মতো এই ম্যাচ জিততে চাইছে আল সিবও। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে নিজেদের হোম ম্যাচের কিছুদিন আগেই দায়িত্ব নিয়েছেন নতুন কোচ ইরি খিট্রি। দীর্ঘদিন চেক প্রজাতন্ত্রের জাতীয় দলের সহকারী কোচের দায়িত্ব সামলেছেন। জন্ম থেকেই প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়ছেন তিনি। ডান হাতটি নেই। প্রস্থেটিক হাত তাঁর সঙ্গী। অনুশীলনের পর স্টেডিয়াম লাগোয়া টিম হোটেলে দাঁড়িয়ে আড্ডার মেজাজে বলছিলেন, 'আগের ম্যাচটায় আমরা যে কেউ জিততে পারতাম। জানি, এই ম্যাচটাও ভীষণ কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হতে চলেছে। ইস্টবেঙ্গল এই ম্যাচে সমর্থকদের পাশে পাবে। তাই ওরা আরও ভয়ঙ্কর হবে। তবে আমরাও আশা ছেড়ে দিচ্ছি না। আমাদের দলে চোট সমস্যা রয়েছে। তা নিয়েই ভাল ফুটবল উপহার দেব।' দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার এবং ওমান জাতীয় দলের জাহির আল আঘবারি গত ম্যাচের চোট থাকায় পরিবর্ত হিসেবে নেমেছিলেন। তাঁকে বেশি সময় ব্যবহার করতে চান কোচ।

ইস্টবেঙ্গলের একজন ফুটবলার বাড়তি মাথাব্যথা ওমানের দলের। তা গোপন করলেন না ইরি। 'ড্যানি র‍্যামিরেজকে গত ম্যাচে আমার খুব ভাল লেগেছে। মাথা দিয়ে ফুটবলটা খেলে। ইস্টবেঙ্গলের ও-ই মূল ফুটবলার। বেশিরভাগ আক্রমণ আসে ওর পা থেকেই। আমরা অবশ্যই বিষয়টা মাথায় রাখব। বাড়তি নজর রাখব। আর এই দলের জিভুলিচকে আমি বহুদিন থেকে চিনি। ওকে অনেক দলে খেলতে দেখেছি।'



এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে সৌরভ চক্রবর্তী। ছবি: অভিষেক চক্রবর্তী

যাত্রা শুরু টিটি স্কুলের

আজকালের প্রতিবেদন

পথচলা শুরু হল 'ক্লাব স্কুল অফ টেবিল টেনিস'-এর। মধ্য কলকাতার 'দ্য রেফিউজ'-এর ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্সের টেবিল টেনিস হলে এই টিটি কোচিং সেন্টার চালু হল। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ভারতীয় টেবিল টেনিস দলের কোচ সৌরভ চক্রবর্তী। এই কোচিং সেন্টারে মোট ৮টি বোর্ড বসানো হবে। ইতিমধ্যেই ৪টি বোর্ড এসে গেছে। রয়েছে অত্যাধুনিক ক্লাসরুম, স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং এরিয়া, দুটি প্লে জোন। আপাতত কোচিংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন কৌস্তভ দাস এবং সৌরভ পাড়ুই। পরামর্শদাতা হিসেবে থাকছেন সৌরভ চক্রবর্তী। এছাড়া প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে রয়েছেন মোনালিসা বড়ুয়া মেহতা। কমলেশ মেহতা, ইন্দু পুরীর মতো প্রাক্তন টেবিল টেনিস তারকারা কলকাতায় এলে পরামর্শ দেওয়ার জন্য তাঁদেরও কোচিং সেন্টারে নিয়ে আসা হবে। 'দ্য রেফিউজ'-এর আবাসিকরা কেউ টেবিল টেনিস শিখতে চাইলে, তাদের বিনামূল্যে শেখানো হবে।

শুরুতেই দাপট ইস্টবেঙ্গলের

২ ইস্টবেঙ্গল
ইকুয়াপুট-২

১ হো চি মিন সিটি
আন

আজকালের প্রতিবেদন



গোলের পর আত্মহারা ইকুয়াপুট। ছবি: ইস্টবেঙ্গল

গত মরশুমের কথা। দেশের প্রথম ক্লাব হিসেবে মহিলাদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার খুব কাছে ছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু গোল পার্থক্যের ভিত্তিতে গ্রুপ পর্বেই স্বপ্নভঙ্গ হয়। সেই যন্ত্রণা মুছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে রবিবার এবারের এসিএল অভিযান শুরু করল লাল-হলুদের মহিলা দল। কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভিয়েতনামের হো চিন মিন সিটির বিরুদ্ধে ২-১ ব্যবধানে জয়ী ইস্টবেঙ্গল। জোড়া গোল ফাজিলা ইকুয়াপুটের। হো চি মিন সিটির গোলটি দাউ আনের করা।

চলতি মরশুমে এসিএল ২-এ এখনও জয়ের খোঁজে ইস্টবেঙ্গলের ছেলেরা। কিন্তু রবিবার মহিলাদের প্রতিযোগিতায় প্রথমার্ধে প্রতিপক্ষকে নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করল ইস্টবেঙ্গল। তাদের হাইপ্রেসিং ফুটবলের কোনও উত্তর প্রতিপক্ষের কাছে ছিল না। ২১ মিনিটে প্রথম গোল। ফুটবল রিভিউ সিস্টেমের (এফভিএস) সাহায্য নিয়ে রেফারি লাল-হলুদের পক্ষে পেনাল্টি দেন। গোল করতে ভুল করেননি ইকুয়াপুট। ২৮ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে লাল-হলুদের অলিভিয়া আনোকাইয়ের শট বারে আছড়ে পড়ে। ৩৪ মিনিটে ২-০ করেন সেই ইকুয়াপুট। বক্সে ডিফেন্ডারকে আড়াল করে ডান পায়ে কোনাকুনি শটে ব্যবধান বাড়ান তিনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুটাও ভাল করেছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু ৬০ মিনিটে ম্যাচের গতির বিপরীতে ব্যবধান কমায় হো চি মিন। ফ্রিকিক থেকে গোল করেন দাউ আন। তারপর একাধিক সহজ সুযোগ নষ্ট করে হ্যাটট্রিক মাঠে ফেলে আসেন ইকুয়াপুট।

জয়ী বার্সা, শীর্ষে আর্সেনাল

আজকালের প্রতিবেদন

গত রবিবার রিয়েল মাদ্রিদের কাছে ঘরের মাঠে হেরে ধাক্কা খেয়েছিল বার্সিলোনা। এক সপ্তাহের মধ্যে আলাভেসকে ৬-১ উড়িয়ে হারানো আত্মবিশ্বাস এবং লা লিগার শীর্ষস্থান— দুটোই ফিরে পেল কাতালান ক্লাবটি। জোড়া গোল করলেন রাফিনহা এবং লামিন ইয়ামাল। একটি করে গোল ফারমিন লোপেজ, অ্যান্থনি গর্ডনের। এল ক্লাসিকো জয়ের আত্মবিশ্বাসে ছুটছে রিয়েল মাদ্রিদও। এদিন বিপক্ষের রেসিং স্যান্টাডারের ঘরের মাঠ এস্তাদিও এল সার্দিনেরোতে তাদের ৩-০ হারাল হোসে মোরিনহোর ছেলেরা।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে রবিবার মহারণে মুখোমুখি হয়েছিল আর্সেনাল ও লিভারপুল। কাই হাভার্টজের গোলে ১-০ ব্যবধানে লিভারপুলকে হারাল আর্সেনাল। এই জয়ের ফলে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে টপকে শীর্ষে উঠে এল আর্সেনাল। ৯ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ২৪, শনিবারের হারে সিটির ঝুলিতে ২১। অন্যদিকে, বুন্দেশলিগায় বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের সঙ্গে ২-২ ড্র করেছে বায়ার্ন মিউনিখ। গোল না পেলেও একটি অ্যাসিস্ট করেছেন সম্প্রতি ব্যালন ডি'ওর জয়ী হ্যারি কেন।

ম্যাচের আট মিনিটের মাথায় ফারমিনের পাস থেকে বল জালে জড়িয়ে বার্সিলোনার হয়ে গোলের সূচনা করেন রাফিনহা। এরপর ২৩ মিনিটে নিজেই গোল করেন ফারমিন। ৪১ মিনিটে ফের গোল রাফিনহার। এবারও অ্যাসিস্ট ফারমিনের। এই দু'জনের যুগলবন্দিতেই ম্যাচ প্রায় নিজেদের দখলে নিয়ে নেয় বার্সা। বাকি ছিল শুধু ইয়ামালের স্কোরলিস্টে নাম তোলা। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার ঠিক আগেই সেটা হয়ে গেল। হাফ ভলিতে দারুণ একটি গোলে ইয়ামাল ৪-০ করলেন। বিরতির পর বার্সিলোনা কিছুটা ঢিমেতালে খেলা শুরু করে। তাতেও আলাভেস সুবিধা করতে পারেনি। বরং ৬৪ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলটিও পেয়ে যান ইয়ামাল। ৮১ মিনিটে গোল করেন পরিবর্ত হিসেবে নামা গর্ডনও। খেলার শেষদিকে আলাভেস একটি সান্ত্বনাসূচক গোল পায়।

রিয়েল এদিন শুরু থেকেই দুরন্ত ছন্দে ছিল। ১১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন কিলিয়ান এমবাপে। ২২ মিনিটে দ্বিতীয় গোল জুড বেলিংহ্যামের। তৃতীয় গোল আসে ৩৬ মিনিটে, ইয়ান দিয়ামান্ডের পা থেকে। প্রথমার্ধের বিরতির আগেই তিনটি গোল তুলে নিয়ে ম্যাচ সেখানেই কার্যত শেষ করে ফেলে রিয়েল। রিয়েলের এই জয়ের পর ১১ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট দাঁড়াল ২৭। শীর্ষে থাকা বার্সিলোনার চেয়ে ৩ কম। ১১ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ।

এদিকে, ডর্টমুন্ডের বিরুদ্ধে বায়ার্ন দু'বার এগিয়েও জয় পায়নি। ৩৮ মিনিটে প্রথম গোল কনরাড লাইমারের। ৬০ মিনিটে ডর্টমুন্ড সমতা ফেরায়। এর কিছুক্ষণ পরে কেনের পাস থেকে বায়ার্নকে এগিয়ে দেন দায়োত উপামেকানো। ৮৯ মিনিটে ২-২ করে ডর্টমুন্ড। এদিন ম্যাচের আগে হ্যারি কেন দর্শকদের সামনে তাঁর ব্যালন ডি'ওর ট্রফিটি প্রদর্শন করেন।

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা Bank of Baroda

আরওএসএআরবি জিকেওএল
ডিএন-১৪, বিষ্ণু টাওয়ার, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১
ই-মেল: sargko@bankofbaroda.bank.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যানেক্সার 'এ'

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি; 'পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) ও ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি **'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে'** এবং **'যেমন আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই-নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য (বিড গুণক) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম /লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	মোট বকেয়া	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য / ইএমডি অর্থাঙ্ক / বিড বাড়ানোর মূল্য	দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী / বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	**মেসার্স বাপ্পা এন্টারপ্রাইজ, প্রোপ্রাইটর: বাপ্পা বৈদ্য,** ঠিকানা: হুমাইপুর, পাটুলি শীলতলা (শরৎ কানন), পোঃঅঃ- আবদালপুর, থানা- মধ্যমগ্রাম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১৫৫ **প্রোপ্রাইটর: শ্রী বাপ্পা বৈদ্য,** পিতা- শ্রী নিমাই বৈদ্য, ঠিকানা: হুমাইপুর, পাটুলি শীলতলা (শরৎ কানন), পোঃঅঃ- আবদালপুর, থানা- মধ্যমগ্রাম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১৫৫ **জামিনদার: শ্রী নিমাই বৈদ্য,** পিতা- শ্রী ভক্তরাম বৈদ্য, ঠিকানা: হুমাইপুর, পাটুলি শীলতলা (শরৎ কানন), পোঃঅঃ- আবদালপুর, থানা- মধ্যমগ্রাম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১৫৫	**সম্পত্তি নং ১:** মঞ্জুরকৃত প্ল্যান মোতাবেক নির্মিত ভবন সমেত সামান্য কমবেশি ১ কাঠা ১১ ছটাক ২৬ বর্গফুট মাপের প্লট নং 'এ' সংবলিত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- হুমাইপুর, জে এল নং ৫২, তৌজি নং ১৪৬, আর এস দাগ নং ১১৫২ ও এল আর দাগ নং ২২৯১, এল আর খতিয়ান নং ২৩৯, ১৪০, ৮১২/১, ২১৯৭/২ ও ১৫৮৪/২, থানা- বারাসত, হোল্ডিং নং ২৫৭/বি, ওয়ার্ড নং ৭, মধ্যমগ্রাম পুরসভার অন্তর্গত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। এডিএসআরও- বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা সমীপে নিবন্ধিত ২০১৭ সালের দলিল নং I-১৫০৩০৭৯২৭ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী বাপ্পা বৈদ্য, পিতা- শ্রী নিমাই বৈদ্য। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- ১৬ ফুট চওড়া চলাচলের পরিসর; দক্ষিণ- প্লট নং 'বি' স্কিমের জমি; পূর্ব- অন্য জমি এবং ৮ ফুট চওড়া চলাচলের পরিসর; পশ্চিম- ১৬ ফুট চওড়া চলাচলের পরিসর। সম্পত্তিটি বাণিজ্যিক এবং আবাসিক উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হচ্ছে। **সম্পত্তি নং ২:** দোতলা ভবন সমেত সামান্য কমবেশি ২ কাঠা বা সামান্য কমবেশি ১৪৪০ বর্গফুট জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- হুমাইপুর, জে এল নং ৫২, রে সা নং ৫৬, তৌজি নং ১৪৬, এল আর খতিয়ান নং ২১৯৭, ৮৭৬ ও ৬৪৩, দাগ নং ১৩৩৯, থানা- বারাসত, হোল্ডিং নং ২৮৬/এ, ওয়ার্ড নং ৭, মধ্যমগ্রাম পুরসভার অন্তর্গত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। এডিএসআরও- বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা সমীপে নিবন্ধিত ২০০৩ সালের দলিল নং I-০৫৩৩৮ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী নিমাই বৈদ্য, পিতা- শ্রী ভক্তরাম বৈদ্য। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- ১৩৩৯ নং প্লটের জমি; দক্ষিণ- ১৩৩৯ নং প্লটের জমি; পূর্ব- দাগ নং ১৩৪০; পশ্চিম- ১০ ফুট চওড়া চলাচলের পরিসর। সম্পত্তিটি আবাসিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।	₹ ৬২,৪১,৮৯৬.৫৬ ২০.০১.২০২৫ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল ও চার্জ ইত্যাদি	০৫.১২.২০২৬ সময়: দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে	**সম্পত্তি নং ১: সংরক্ষণ মূল্য: ₹৩৪,৭৫,০০০.০০ ইএমডি অর্থাঙ্ক: ₹৩,৪৭,৫০০.০০ বিড বৃদ্ধির অর্থাঙ্ক: ₹১০,০০০.০০** **সম্পত্তি নং ২: সংরক্ষণ মূল্য: ₹৩৬,৫৮,০০০.০০ ইএমডি অর্থাঙ্ক: ₹৩,৬৫,৮০০.০০ বিড বৃদ্ধির অর্থাঙ্ক: ₹১০,০০০.০০**	প্রতীকী দখল প্রতীকী দখল	যে কোনও কাজের দিনে (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টের মধ্যে) আগাম যোগাযোগ করে আসবেন
২	**মেসার্স এস আর এন্টারপ্রাইজ, প্রোপ্রাইটর: সইদুর রহমান** ঠিকানা: ছোট গাঁটি, পোঃঅঃ- গাঁটি, থানা- নারায়ণপুর (পূর্বতন এয়ারপোর্ট), জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পিন- ৭০০১৩২ প্রোপ্রাইটর: সইদুর রহমান, পিতা- সোরাব আলি, ঠিকানা: প্রেমিসেস নং ৪৭, বিএমসি ১/৪৭, ব্লক-এ, ছোট গাঁটি, পোঃঅঃ- গাঁটি, থানা- নারায়ণপুর (পূর্বতন এয়ারপোর্ট), জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৩২ **জামিনদার: শ্রীমতী হাবিবা খাতুন বিবি,** স্বামী- মহঃ সইদুর রহমান, ঠিকানা: প্রেমিসেস নং ৪৭, বিএমসি-১/৪৭, ব্লক-এ, ছোট গাঁটি, পোঃঅঃ- গাঁটি, থানা- নারায়ণপুর (পূর্বতন এয়ারপোর্ট), জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৩২	**সম্পত্তি নং ১:** সামান্য কমবেশি ৬.৫০ ডেসিমেল জমি ও এর উপরিস্থিত ভবনের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- গাঁটি, জে এল নং- ০১, আর এস নং ১১৮, তৌজি নং ১৬৯, আর এস খতিয়ান নং ২৯৬, এল আর খতিয়ান নং ৪৬৩, সাবেক দাগ নং ৪০৬, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৪৫১, রাজারহাট গোপালপুর ১ নং পুরসভার অধীনে, ছোট গাঁটি রোড, পোঃঅঃ- গাঁটি, থানা- নারায়ণপুর (পূর্বতন এয়ারপোর্ট), জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৩২। এডিএসআরও- বিধাননগর (সল্ট লেক সিটি) সমীপে বই নং I, সিডি ভলিউম নং ২২, পৃষ্ঠা ২১২ থেকে ২২৬-তে নথিভুক্ত ২০১১ সালের দলিল নং I-০৬৫৯১ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: (১) মহঃ সইদুর রহমান, পিতা- সোরাব আলি এবং (২) শ্রীমতী হাবিবা খাতুন (বিবি), স্বামী- মহঃ সইদুর রহমান। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- দাগ নং ৪৫১ এবং ৮ ফুট চওড়া চলাচলের পরিসর; দক্ষিণ- দাগ নং ৪৫২; পূর্ব- দাগ নং ৪৫১; পশ্চিম- দাগ নং ৪৫১।	₹ ৬০,২৯,১৭৫.১২ ২৯.০১.২০২৬ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল ও চার্জ ইত্যাদি	০৫.১২.২০২৬ সময়: দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে	**সম্পত্তি নং ১: সংরক্ষণ মূল্য: ₹৪৮,৩১,০০০.০০ ইএমডি অর্থাঙ্ক: ₹৪,৮৩,১০০.০০ বিড বৃদ্ধির অর্থাঙ্ক: ₹১০,০০০.০০**	প্রতীকী দখল	যে কোনও কাজের দিনে (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টের মধ্যে) আগাম যোগাযোগ করে আসবেন
৩	**মেসার্স এইচ বি এন্টারপ্রাইজ** ঠিকানা: প্রেমিসেস নং ৪৭, বিএমসি-১/৪৭, ব্লক-এ, ছোট গাঁটি, পোঃঅঃ- গাঁটি, থানা- নারায়ণপুর (পূর্বতন এয়ারপোর্ট), জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৩২ **প্রোপ্রাইটর: শ্রীমতী হাবিবা খাতুন,** স্বামী- মহঃ সইদুর রহমান, ঠিকানা: ছোট গাঁটি, পোঃঅঃ- গাঁটি, থানা- নারায়ণপুর (পূর্বতন এয়ারপোর্ট), জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৩২ **জামিনদার: মহঃ সইদুর রহমান,** পিতা- সোরাব আলি, ঠিকানা: ছোট গাঁটি, পোঃঅঃ- গাঁটি, থানা- নারায়ণপুর (পূর্বতন এয়ারপোর্ট), জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৩২	**সম্পত্তি নং ১:** সামান্য কমবেশি ২.৬১ ডেসিমেল বা ১ কাঠা ৯ ছটাক ১২ বর্গফুটের সমতুল জমি এবং এর উপরিস্থিত ভবনের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- গাঁটি, জে এল নং- ০১, প্লট নং- বি/১, আর এস নং- ১১৮, আর এস এবং এল আর দাগ নং ৭৬, এল আর খতিয়ান নং- ৪৯৪, ৩৩২, ৪০২, বিধাননগর পুরনিগমের এক্তিয়ারাধীন, ওয়ার্ড নং- ০১, ছোট গাঁটি রোড, পোঃঅঃ- গাঁটি, থানা- এয়ারপোর্ট বর্তমানে নারায়ণপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৩২। এডিএসআরও- বিধাননগর সমীপে নিবন্ধিত ২০২২ সালের দলিল নং I-১৫০৪০১৮১৭ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রীমতী হাবিবা খাতুন, স্বামী- মহঃ সইদুর রহমান। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর- ১ ফুট+৮ ফুট+১ ফুট = ১০ ফুট চওড়া চলাচলের পরিসর; দক্ষিণ- আর এস দাগ নং- ৭৭; পূর্ব- ক্রেতার জমি; পশ্চিম- আর এস দাগ নং ৭৬ এবং ১ ফুট+৮ ফুট+১ ফুট = ১০ ফুট চওড়া চলাচলের পরিসর। **সম্পত্তি নং ২:** বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে দক্ষিণমুখী সামান্য কমবেশি ২৫৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট ও রোলিং শাটার দেওয়া দোকান (শপ) নং ১-এর অপরিহার্য

৩–০ থেকে টি২০ সিরিজ শেষমেশ ৩–২

শেষ ম্যাচেও শোচনীয় হার

আজকালের প্রতিবেদন

বরুণ চক্রবর্তীর কপালে শিকে ছিঁড়লেও বৈভব সূর্যবংশীর নয়। কিন্তু গম্ভীরবাবু তো বলেই দিয়েছেন, সবাইকে খুশি করাটা তাঁর কাজ নয়। ‘জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া’–ই কাজ ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ গৌতম গম্ভীরের। বরুণ এবং কুলদীপ যাদব, নিজের দিনে ম্যাচ জেতানো এই দুই ভারতীয় স্পিনারই রবিবারের আগে পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে একটি ম্যাচেও সুযোগ পাননি। কুলদীপ এরপরেই কিউয়িদের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে ভারতীয় দলে আছেন। বরুণ নেই। তাই শেষ টি২০–তে বরুণ? গম্ভীরবাবুর ‘সঠিক সিদ্ধান্ত’–র উদাহরণ? সে তো বৈভবও এরপর আর নেই। ভারত ‘এ’ দলেও নেই পনেরোর বিস্ময়। এই টি২০ সিরিজে ১৯ বলে ৪৫ রানের একটি বিস্ফোরক ইনিংস খেলা সত্ত্বেও দুটি নিয়মরক্ষার ম্যাচের একটিতেও তার সুযোগ না পাওয়া নিয়ে ক্রিকেটমহল অবাক!

তবে এহেন ‘অবাক’–এর চেয়েও সম্ভবত বেশি অশনি সঙ্কেত শেষ দুটি ম্যাচে উপর্যুপরি হারে শ্রেয়স আয়ারের ভারতের ৩–০ ব্যবধান থেকে ৩–২–এ টি২০ সিরিজ জেতাটা। সেডন পার্কে রবিবার শ্রেয়স বিজয়ীর ট্রফি হাতে পোজ দিলেও কিউয়িদের বিরুদ্ধে দু’দিন বাদেই শুরু পাঁচ ম্যাচের একদিনের সিরিজ নিয়ে তাঁর কপালে অদৃশ্য চিন্তার ভাঁজ ছিল কি?



সিরিজ জয়ের ট্রফি হাতে অধিনায়ক শ্রেয়স। ছবি: পিটিআই

একদিনের সিরিজের শেষ দুটি ম্যাচে শুভমান গিলের বদলে শ্রেয়সই ভারত অধিনায়ক। যাঁর দল এদিন পঞ্চম টি২০ ম্যাচে টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে ২০ ওভারে তোলে ১৯১/৮। মূলত তৃতীয় উইকেটে ঈশান কিষাণ এবং শ্রেয়সের ৯৩ রানের জুটির দাপটে। দু’জনেই অর্ধশতরান করেন। ঈশান (৩২ বলে ৬১, ৫টি করে চার ও ছয়) বেশি রান করলেও শ্রেয়সের (২৩ বলে ৫০, ৩টি চার, ৪টি ছয়) ইনিংস একদিনের সিরিজ শুরুর আগে ভারতীয় শিবিরকে হয়তো বেশি স্বস্তি দেবে। টি২০ সিরিজে এত দিন বড় রান ছিল না তাঁর ব্যাটে। অভিষেক শর্মা (১) এবং সঞ্জু স্যামসনের (৪) ওপেনিং জুটি এদিনও ব্যর্থ। সিরিজ হারলেও সিরিজের সেরা নিউজিল্যান্ডের গ্লেন ফিলিপসের (৫ ইনিংসে ৩৪১ রান) পরেই দ্বিতীয় স্থানে থাকা অভিষেকের (৫ ইনিংসে ১৯৭) রানের ব্যবধান অনেক। সঞ্জুর (৫ ইনিংসে ১০৭ রান) পারফরমেন্স আরও খারাপ। কিউয়িদের এদিনের সেরা বোলার অ্যাডাম মিলনে (৪/১৯) দু’জনকেই ডাগআউটে ফেরান।

ম্যাচের পর শ্রেয়স টিভি ভাষ্যকারকে বলেন, ‘উইকেটটা মোটেই সহজ ছিল না।’ কিন্তু একই পিচে ভারতীয়দের ৮ উইকেট তুলে নেওয়ার পর জেতার টার্গেট ১৯২ রান নিউজিল্যান্ড (১৮ ওভারে ১৯৫/৩) কীভাবে মাত্র ৩টি উইকেট খুইয়ে সহজে টপকে গেল? মায়াঙ্ক যাদব এবং অক্ষর প্যাটেলকে বসিয়ে এদিন বরুণ চক্রবর্তী ও ভুবনেশ্বর কুমারকে খেলায় ভারত। উল্টে, রানের খরা কাটিয়ে কিউয়ি ওপেনার টিম সাইফার্ট ৫০ বলে ৯৩ রানের (১১টি চার, ৫টি ছয়) ঝোড়ো ইনিংস খেলে শুরুতেই ভারতীয় বোলিং লন্ডভন্ড করে দিলেন। যোগ্য সঙ্গত ফিলিপসের (৩৮ বলে অপরাজিত ৬৫ রান, ৮টি চার, ৩টি ছয়)। সব মিলিয়ে দিনটাই ছিল না ভারতীয়দের।

স্কোরবোর্ড

ভারত

সঞ্জু ক ব্রেসওয়েল ব মিলনে	৪ (১০)
অভিষেক ক মিচেল ব মিলনে	১ (২)
ঈশান ক স্মিথ ব টিকনার	৬১ (৩২)
শ্রেয়স ক সাইফার্ট ব স্মিথ	৫০ (২৩)
তিলক ক ও ব স্মিথ	৬ (৮)
নমন ক ব্রেসওয়েল ব টিকনার	৩৩ (২৩)
নীতীশ ক ফিলিপস ব মিলনে	২২ (১৭)
ভুবনেশ্বর ক মিচেল ব মিলনে	৬ (৪)
প্রিন্স অপরাজিত	০ (১)
অর্শদীপ অপরাজিত	১ (১)
অতিরিক্ত	৭
মোট (২০ ওভারে, ৮ উইকেটে)	১৯১

উইকেট পতন : ১/২, ২/১৯, ৩/১১২, ৪/১২৩, ৫/১৩৩, ৬/১৭৯, ৭/১৮৫, ৮/১৯০

বোলিং : ডাফি ৩–০–২৭–০, মিলনে ৪–০–১৯–৪, স্মিথ ৩–০–২৮–২, টিকনার ৪–০–৩৮–২, স্যান্টনার ৪–০–৩৯–০, ব্রেসওয়েল ২–০–৩৮–০

নিউজিল্যান্ড

সাইফার্ট ব নীতীশ	৯৩ (৫০)
অ্যালেন ক ঈশান ব অর্শদীপ	২ (৩)
মিচেল ক অভিষেক ব বরুণ	২৯ (১৬)
ফিলিপস অপরাজিত	৬৫ (৩৮)
জ্যাকবস অপরাজিত	১ (১)
অতিরিক্ত	৫
মোট (১৮ ওভারে, ৩ উইকেটে)	১৯৫

উইকেট পতন : ১/৯, ২/৮২, ৩/১৬৮

বোলিং : ভুবনেশ্বর ৪–০–৪১–০, অর্শদীপ ৪–০–৪০–১, প্রিন্স ৩–০–৩৫–০, বরুণ ৪–০–৪৫–১, নীতীশ ২–০–১৯–১, অভিষেক ১–০–১৩–০

নিউজিল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী

ম্যাচের সেরা: অ্যাডাম মিলনে

সিরিজের সেরা: গ্লেন ফিলিপস



রনজি ম্যাচের আগে মহারাষ্ট্রের পৃথ্বী শ–র সঙ্গে ইডেনে আড্ডায় মহম্মদ সামি। ছবি: সিএবি

ইডেনে দুই কক্ষচ্যুত তারকার দ্বৈরথ

বিশ্বজিৎ দাস

জাতীয় দলের কক্ষপথ থেকে দু’জনই ‘আপাতত’ ছিটকে গিয়েছেন। ‘আপাতত’, কারণ ক্রিকেট মহান অনিশ্চয়তার খেলা। প্রেক্ষাপট বদলাতে খুব একটা সময় লাগে না।

প্রথমজন প্রাণপাত লড়াই জারি রেখেছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক ভাবে পারফর্ম করছেন। আলোচনায় থাকছেন। তবুও জাতীয় দলের বন্ধ দরজা এখনও ভাঙতে পারেননি। কিন্তু মহম্মদ সামি লড়াই ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। যেন পণ করে ফেলেছেন, শেষ দেখেই ছাড়বেন। এবারের রনজিতেও দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন। অন্যজন, পৃথ্বী শ। বার বার শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য চর্চিত। ‘ব্যাড বয়’ তকমা লেগে গিয়েছে তাঁর গায়ে। অথচ, অসম্ভব প্রতিভা নিয়ে ক্রিকেট কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। পরবর্তী কালে একের পর এক শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনায় আপাতত ভারতীয় দলের কক্ষপথ থেকে অনেক দূরে। মুম্বই ক্রিকেটে সুযোগ না পেয়ে বর্তমানে মহারাষ্ট্র শিবিরে। সেখানেও দলীয় নিয়মকে খুব একটা গুরুত্ব দেন বলে মনে হল না। উদাহরণ? মহারাষ্ট্র শিবির কলকাতায় ঘাঁটি গেড়েছে শুক্রবার। শনিবার দুপুরে ইডেনে অনুশীলনও করেছে। পৃথ্বী কিন্তু দলের সঙ্গে আসেননি। শনিবার রাতে আসার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত কলকাতায় পা রাখেন রবি–সকালে। তাঁকে দেখলে প্রশ্ন উঠবে ফিটনেস নিয়ে। পৃথ্বী অবশ্য ভাবলেশহীন।

আজ

রনজি ট্রফিতে

বাংলা বনাম মহারাষ্ট্র

(ইডেন। সকাল ৯–০০)

এই দুই কক্ষচ্যুত তারকার দ্বৈরথই বাংলা–মহারাষ্ট্র ম্যাচের মূল আকর্ষণ হতে চলেছে। ইডেনে যাঁর দল শেষ হাসি হাসবে, সেই দল নিঃসন্দেহে নকআউটের দিকে অনেকটা এগিয়ে যাবে। জয়ের হ্যাটট্রিকের সুবাদে বাংলা আত্মবিশ্বাসী। তার ওপর ঘরের মাঠে ম্যাচ। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা অবশ্য সাফ বলছেন, ‘আত্মতুষ্টিতে ভোগার কোনও জায়গা নেই।’ অন্য দিকে, নিরপেক্ষ কিউরেটরের তদারকিতে বাইশ গজ থেকে ঘাস কার্যত উধাও। আগের দিন যতটা দেখা গিয়েছিল, তার সিংহভাগ গায়েব হয়ে গেলেও তিন পেসারে নামার পরিকল্পনায় অনড় বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। যুক্তি, সবুজের আভা না থাকলেও উইকেটের বুনন পোক্ত। তার ওপর মরশুমের প্রথম ম্যাচ খেলা হবে ইডেনের বাইশ গজে। অর্থাৎ, পেসারদের জন্য পুরোদস্তুর রসদ মজুত থাকবে। কেরল ম্যাচে মাথায় চোট পাওয়া মহম্মদ কাইফকে নিয়ে সামান্য সংশয় রয়েছে। খেলা শুরুর আগে কাইফের ফিটনেস পরীক্ষা হবে। ফিট না থাকলে গীত পুরি অথবা সৌম্যদীপ মণ্ডলের মধ্যে কোনও একজন সামি, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের সঙ্গী হবেন। টপ অর্ডারের ধারাবাহিকতার অভাব নিয়েও কিছুটা উদ্বেগ রয়েছে বঙ্গ শিবিরে। মহারাষ্ট্র ম্যাচে ব্যাটারদের বাড়তি দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলেছেন কোচ। তবে অভিমন্যুদের অদৃশ্য চ্যালেঞ্জ অবশ্য নিম্নচাপে বৃষ্টির ভ্রুকুটি, পৃথ্বী–সামি দ্বৈরথে যে খলনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে।



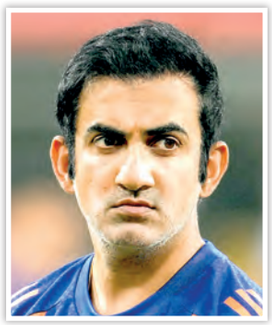
প্রস্তুতি সারছেন নেতা অভিমন্যু। ছবি: সিএবি

বৈভব বাদ! গম্ভীর-ব্যাখ্যা

আজকালের প্রতিবেদন

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ। কিন্তু মাত্র দুটিতে সে খেলার সুযোগ পেল। এর মধ্যে একটিতে ঝোড়ো ৪৫ রান করেও পরের দুটি ম্যাচে তাকে দলে রাখলেন না কোচ গৌতম গম্ভীর। মাত্র ১৫ বছর বয়সে ভারতীয় ক্রিকেটের উদীয়মান নক্ষত্র হিসেবে যাকে বিবেচনা করা হচ্ছে, সেই বৈভব সূর্যবংশীকে এভাবে উপেক্ষা করায় গম্ভীরকে একহাত নিয়েছেন ক্রিকেট সমালোচকরা। কিন্তু তিনি অনড়। রবিবার, পঞ্চম ম্যাচের আগে এই সিদ্ধান্তের পক্ষে ব্যাখ্যা দিয়ে ‘গুরু’ গম্ভীর জানিয়েছেন, তাঁর কাজ সবাইকে খুশি করা নয়। বরং জনপ্রিয় সিদ্ধান্তের পরিবর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াই তাঁর লক্ষ্য।

সম্প্রচারকারী চ্যানেলে বক্তব্য জানাতে এসে রবিবার সকালে গম্ভীর



বলেন, ‘প্রথমত, আমার কাজ সবাইকে খুশি করা নয়। জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত নয়, আমার কাজ দলের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া। আর ঠিক এই কারণেই আমি এখানে আছি। জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব সহজ। কিন্তু আমার কাছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ড্রেসিংরুমে কোনও খেলোয়াড় যেন নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে, তা নিশ্চিত করাও আমার লক্ষ্য।’

গম্ভীর এদিন জোর দিয়ে বলেন, ‘যারা ধারাবাহিকভাবে ভাল পারফর্ম করছে, তাদের পাশে দাঁড়াতেই হবে। কারণ, এই দলে প্রচুর প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে অসাধারণ খেলছে। তাই ওরা নিশ্চিতভাবেই আরও বেশি সুযোগ পাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমরা খেলছি।’

প্রথম তিন ম্যাচ জিতে টি২০ সিরিজ পকেটে পুরেছিল ভারত। তারপরও খেলোয়াড়দের কীভাবে অনুপ্রাণিত করছেন? জবাবে গম্ভীর বলেছেন, ‘আমার কাছে কোনও ম্যাচই অর্থহীন নয়। বরং প্রতিটি ম্যাচই নতুন কিছু করার, নতুন কিছু শেখার এবং নিজেকে আরও উন্নত করার সুযোগ। ছেলেদের এটাই বুঝিয়েছি। এই মানসিকতা নিয়েই আমার দল খেলতে নামে।’

চেয়েছিলাম নিজেদেরই চ্যালেঞ্জ করতে: শ্রেয়স

আজকালের প্রতিবেদন

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম তিনটি ম্যাচ জিতে টি২০ সিরিজ আগেই পকেটে পুরেছিল ভারত। কিন্তু শেষ দুটি ম্যাচ হেরেছে শ্রেয়স আয়ার ব্রিগেড। শেষপর্যন্ত ৩–২ ব্যবধানে সিরিজ দখলে নিয়েছে ভারত। তবুও সামগ্রিকভাবে দলের পারফরমেন্সে খুশি নেতা শ্রেয়স। সঙ্গে মেনে নিয়েছেন, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দলের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ে আরও উন্নতি প্রয়োজন। রবিবার হ্যামিলটনে ম্যাচ শেষের পর শ্রেয়স বলেছেন, ‘বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ে আরও উন্নতি করতে হবে। যদিও গোটা দল শেখার প্রক্রিয়ার মধ্যেই রয়েছে। নিউজিল্যান্ডে এসে আমরা ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন মাঠে খেলছি। এই সিরিজে আমরা অনেককিছু শিখলাম।’

‘সেনা’ দেশে (সাউথ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া) শ্রেয়সের অধিনায়কত্বে এই প্রথম সিরিজ জিতল ভারত। এর আগে তাঁর নেতৃত্বে ভারত পরপর সিরিজ হেরেছিল আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডে। শ্রেয়সের কথায়, ‘প্রথম তিন ম্যাচে আমরা দারুণ ছন্দে ছিলাম। পরের দুটি ম্যাচে আমরা চেয়েছিলাম কিছু পরীক্ষা–নিরীক্ষা করতে। চেয়েছিলাম নিজেদেরই চ্যালেঞ্জ করতে। অবশ্য প্রত্যাশিত ফল আসেনি। ওই যে আগেই বলেছি, আমাদের দল শেখার প্রক্রিয়ার মধ্যেই রয়েছে।’ কিউয়ি অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনারের কথায়, ‘আমাদের দলটা দারুণ। জানতাম সিরিজ হাড্ডাহাড্ডি হবে। সিরিজ হারলেও ব্যাটিং, বোলিং ভাল হয়েছে। শেষ দুই ম্যাচে সবাই দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, যা খুবই ইতিবাচক।’

দিল্লির নেতৃত্বে এগিয়ে রাহুলই

আজকালের প্রতিবেদন

আগামী আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের নেতৃত্ব দিতে দেখা যেতে পারে লোকেশ রাহুলকে। দিল্লি ক্যাপিটালসের ম্যানেজমেন্ট সেরকমই ভাবনাই ভেবে রেখেছেন। রবিবার জানা গেল, নিউজিল্যান্ড সফর থেকে ফেরার পর গোটা বিষয়টি নিয়ে লোকেশ রাহুলের সঙ্গে বসবেন দিল্লি ক্যাপিটালসের টিম ম্যানেজমেন্ট। গত মরশুমে দিল্লির নেতৃত্ব দিতে দেখা গিয়েছিল অক্ষর প্যাটেলকে। এবার নতুন মরশুমে দিল্লির অধিনায়ক হতে চলেছেন রাহুলই। না, ঋষভ পন্থকে অধিনায়ক হিসেবে ভাবা হচ্ছে না।

রবিবার সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দিন কয়েকের জন্য দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে কোচ সৌরভ গাঙ্গুলির তত্ত্বাবধানে। রবিবার মুম্বই থেকে কলকাতায় ফিরে সরাসরি দিল্লি ক্যাপিটালসের অনুশীলনে হাজির হয়েছিলেন সৌরভ। আশুতোষ শর্মা ছাড়া তেমন কোনও নামী ক্রিকেটার শিবিরে যোগ দিতে পারেননি, রনজি মরশুম থাকায়। বিকেলের দিকে ইডেন থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দিল্লি ক্যাপিটালসের শিবিরে সৌরভের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন দলের ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েল। বেশ কিছুক্ষণ তিনি কথা বলে বেরিয়ে যান। প্রসঙ্গত, অভিষেক সোমবার থেকে বাংলার হয়ে রনজি ম্যাচ খেলতে নামবেন মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

জুরেলের সেঞ্চুরি, তবু চাপে ভারত

আজকালের প্রতিবেদন

নিউজিল্যান্ড এ দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে লড়াই জমে উঠেছে। প্রথম ইনিংসে ভারতের ৩৪৮ রানের জবাবে দিন–শেষে কিউয়িদের স্কোর ২১৮/৩।

প্রথম দিনের স্টাম্পসে ৯৯ রানে অপরাজিত থাকা ভারতীয় অধিনায়ক ধ্রুব জুরেল রবিবার সেঞ্চুরি করে ১০৫ রানে (১১টি বাউন্ডারি, ৩টি ছয়) আউট হন। এরপর লোয়ার অর্ডারে বাংলার তারকা আকাশদীপের গুরুত্বপূর্ণ ৬৮ রানের সুবাদে ভারতীয় এ দল প্রথম ইনিংসে ৩৪৮ তোলে। এদিন ব্যাট হাতে সবচেয়ে বড় চমক দেখান আকাশ। ইনিংস সাজানো ছিল ১০টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি দিয়ে। নিউজিল্যান্ডের হয়ে ফ্রেজার শিট ৪টি উইকেট নেন।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে মহম্মদ সিরাজ ও মুকেশ কুমারের পেস আক্রমণে মাত্র ১৩ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে বিপাকে পড়ে যায় নিউজিল্যান্ড এ। তবে শুরুর সেই বিপর্যয় কাটিয়ে চতুর্থ উইকেটে ২০৫ রানের দুর্দান্ত জুটি গড়েন ম্যাথু বয়েল ও ডিন ফক্সক্রফ্ট। দিন–শেষে বয়েল ১০৭ এবং ফক্সক্রফ্ট ৮০ রানে অপরাজিত রয়েছেন। ভারতের পক্ষে মুকেশ দুটি ও সিরাজ একটি উইকেট পেয়েছেন। বর্তমানে নিউজিল্যান্ড এখনও ১২৮ রানে পিছিয়ে রয়েছে।

রো-কো



অকল্যান্ডে ব্যাটিং সেশনে ব্যস্ত রোহিত ও বিরাট। ছবি: এক্স

চ্যাম্পিয়ন সিন্ধু, লক্ষ্য

আজকালের প্রতিবেদন





গত সপ্তাহে ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালে উঠেও রানার আপেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল পিভি সিন্ধুকে। পরের সপ্তাহেই সেই আক্ষেপ মিটিয়ে নিলেন ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের আইকন। রবিবার জার্মানিতে হাইলো ওপেনের ফাইনালে দ্বিতীয় বাছাই সিন্ধু বিশ্বের ২৫ নম্বর ডেনমার্কের লিনা হয়মার্ককে ২১–১২, ২১–১৪ স্ট্রেট গেমে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেন। দু’বারের অলিম্পিক পদকজয়ী, প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সিন্ধুর এই বছর এটি দ্বিতীয় খেতাব। একই প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হলেন লক্ষ্য সেন। এবারের অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপে রানার হওয়া লক্ষ্য স্ট্রেট গেমে হারালেন ইন্দোনেশিয়ার জোনাতন ক্রিস্টিকে। ম্যাচের ফল ২১–১৭, ২১–১০।

এদিন জেতার পর ৩১ বছর বয়সি সিন্ধু বলেন, ‘প্রতিপক্ষ যে–ই হোক, আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল নিজের একশো শতাংশ কোর্টে উজাড় করে দেওয়া। আমাদের মধ্যে সার্কিটে অনেকবার খেলা হয়েছে। দুজনেই একে অন্যের খেলার ভাল–মন্দ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাই এদিনের ফাইনালে শুধু প্রতিটা গেমেই নয়, প্রত্যেক পয়েন্টে ফেকাসড্ ছিলাম। প্রতিটা পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমার কাছে।’ অন্যদিকে, লক্ষ্য বলেন, ‘বহুদিন পর কোনও প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হলাম। খুব ভাল লাগছে। এখানে শুরু থেকে যেভাবে খেলেছি, আমায় নিজের খেলা আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে।’

খেলার খুচরো

হরমনপ্রীতের হ্যাটট্রিকে জয়

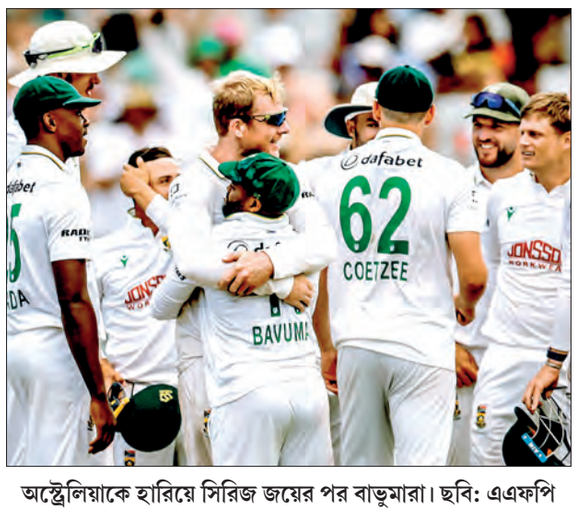
জলন্ধরে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হকিতে রবিবার জয় পেল ভারত। তারা ৪–২ ব্যবধানে হারিয়েছে মালয়েশিয়াকে। হ্যাটট্রিকে উজ্জ্বল ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং। প্রতিযোগিতায় আপাতত তাঁর মোট গোল আটটি। ভারতের অন্য গোল সুখজিৎ সিংয়ের।

তৃতীয় ম্যাচেও নেই ঋষভ

ভারত ‘এ’ বনাম নিউজিল্যান্ড ‘এ’ তৃতীয় বেসরকারি টেস্টেও খেলতে পারবেন না ঋষভ পন্থ। চোটের জন্য প্রথম দুই ম্যাচেই ছিটকে গিয়েছিলেন। এখনও ঋষভ ফিট নন। ফলে ওয়েলিংটনে প্রথম টেস্টে ঋষভের খেলা অনিশ্চিত।

ওড়িশা ম্যাচে ফ্রি টিকিট

সমর্থকদের দীপাবলির বিশেষ উপহার দেবে মোহনবাগান। ৫ নভেম্বর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ওড়িশা ম্যাচে সমর্থক প্রতি দুটি করে সাধারণ টিকিট বিনামূল্যে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মোহনবাগান সুপারজায়ান্টের চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। খুশি সবুজ–মেরুন সমর্থকরাও।



অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সিরিজ জয়ের পর বাভুমারা। ছবি: এএফপি

নিন্দুকদের একহাত বাভুমার

আজকালের প্রতিবেদন

পিছিয়ে পড়েও অস্ট্রেলিয়াকে তিন টেস্টের সিরিজে ২–১ ব্যবধানে হারিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক তেম্বা বাভুমা একহাত নিলেন সমালোচকদের। লর্ডসে ২০২৫–এ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে বাভুমার দল তার আগেরবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল। তারপর লাল বলের ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বসেরা হওয়াকে অনেকে ‘ফ্লুক’ বলে কটাক্ষ করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গ টেনে কেপ টাউনে অসিদেরই হারিয়ে টেস্ট সিরিজ জয়ের পর বাভুমা বলেছেন, ‘আমাদের ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে জেতাটা যে মোটেই ফ্লুক ছিল না, আশা করি সবাই বুঝেছেন। তাৎপর্যের হল, প্রায় এক বছর পর টেস্ট খেলতে নেমে আমরা অস্ট্রেলিয়াকে সিরিজে হারালাম। ঘরের মাঠে তো দীর্ঘ ২১ মাস পর টেস্ট খেললাম আমরা। তাই এই সিরিজ আমাদের কাছে ছিল প্রচণ্ড চাপের ১৫টা দিন। যে সময়টা রোজ সকালে উঠে নিজেদের বলতে হয়েছে, শরীর–মনের যাই অবস্থা থাক না কেন, আজও নিজেদের সেরাটা দিতেই হবে। যদিও এটা কাজে করে দেখানো সত্যিই খুব কঠিন।’

এই সিরিজের পর চলতি আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে (২০২৫–২৭) দক্ষিণ আফ্রিকা পয়েন্ট তালিকায় দুইয়ে উঠে এসেছে। ৬৬.৬৭ থেকে পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭১.৪২। অস্ট্রেলিয়া নেমে গেছে তিনে। ভারত চারেই আছে। শীর্ষে রয়েছে নিউজিল্যান্ড। অন্যদিকে, অসি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স বলেছেন, ‘অস্ট্রেলিয়া টেস্ট দলে কিছু পরিবর্তন আসতে চলেছে। কয়েকটা সপ্তাহ সময় দিন, তার মধ্যেই কাজ শুরু হয়ে যাবে।’ এই মন্তব্যে অনেকে মনে করছেন, অসি দলে অচিরেই বড়সড় কিছু বদল আসতে চলেছে।



S24 PAGS	106
N24 PAGS	106
RANAGHAT	106
ARAMBAGH	106
BURDWAN	106
BOLPUR	105
MIDNAPUR	105
BANKURA	105
SILIGURI	108
MALDA / BALURGHAT	106
FALAKATA	108
ALIPURDUAR	110

CONTACT-80160 91101